উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৭২,৯৮৯.৯৩ (-৯৬.০১)

নিফটি : ২২,০৮২.৬৫ (-৩৬.৬৫)

জমির তথ্য চায় রাজ্য

রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে কোথায় কত জমি আছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য আগামী সাতদিনের মধ্যে মুখ্যসচিবকে জানাতে নির্দেশ দিল নবান্ন। » ৩

আর সাহায্য নয়

মঙ্গলবার ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩০°	১৪°	৩০°	১২°	৩১°	১৩°	৩১°	১৩°

বিজয়ের সঙ্গে বিচ্ছেদ তামান্নার! » ১০

শিলিগুড়ি ২০ ফাল্গুন ১৪৩১ বুধবার ৫.০০ টাকা 5 March 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 285

ফাইনালি

গুণমানে ব্যর্থ স্যালাইন, বহু সাধারণ ওষুধ

নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : জ্বর হয়েছে? সমস্যা কী, প্যারাসিটামল ৬৫০ তো আছেই। উঁহু, সে গুড়ে বালি। জ্বর, গায়ে ব্যথা ইত্যাদি হলেই যে ওষুধটা কিনতে ছোটেন, তাতেই বিপদ লুকিয়ে।

অ্যাসিড, গ্যাস হবে আশঙ্কায় ঘরে মজুত থাকে প্যান-ডি। সেই সাধারণ ওষুধটাও আর নিরাপদ নয়। অ্যালার্জি হলে সেট্রিজেন খাওয়ার আগে দু'বার ভাবুন। একইভাবে অ্যান্টিবায়োটিক চাই তো অ্যামোক্সিসিলিন, নরফ্লোক্সাসিন লাওয়ের দিন শেষ। গুণমানে এইসব ওষুধের কোনওটি উত্তীর্ণ হতে পারেনি।

ডাহা ফেল

- প্যারাসিটামল ৬৫০, সেট্রিজেন
- অ্যামোক্সিসিলিন, নরফ্লোক্সাসিন
- অন্ডেম, প্যান্টোপ্রাজল
- রক্তচাপের ওষুধ
- রিংগার ল্যাকটেট স্যালাইন

সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের (সিডিএসসিও) পরীক্ষায় ডাহা ফেল বিভিন্ন নামকরা ব্র্যান্ডের ১৪৫টি ওষুধের ব্যাচ। এর মধ্যে ৯৩টি ব্যাচ রাজ্যগুলির ল্যাবে পরীক্ষা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় ল্যাবে পরীক্ষা হয় ৫২টির। প্যারাসিটামল থেকে শুরু করে অ্যান্টিবায়োটিক, কাফ সিরাপ, স্নায়ুরোগের ওষুধ, কী নেই ফেলের দলে। সেই তালিকায় আছে এ রাজ্যের বিতর্কিত পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি রিংগার ল্যাকটেট (আরএল) স্যালাইনও।

অথচ কিছুদিন আগে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ওই স্যালাইনকে ক্লিনচিট দিয়েছিল। ফলে প্রশ্ন উঠেছে, এর পরে সাধারণ মানুষ কোন ভরসায় ওষুধ কিনবেন? জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের সুপার কল্যাণ খান মনে করছেন, 'সবার আগে ল্যাবরেটরির পরিকাঠামোর উন্নতি করতে হবে। যাতে খুব সহজে ওষুধের গুণমান পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। পাশাপাশি ওষুধ উৎপাদক সংস্থার ল্যাবরেটরি থেকে শুরু করে ওষুধের বাজার, সর্বত্র নজরদারি আরও বাড়ানো উচিত। তাহলেই এই সমস্যা থেকে নিস্তার সম্ভব।'

এরপর আটের পাতায়

বদলার জয় বিরাটদের

অস্ট্রেলিয়া-২৬৪
ভারত-২৬৭/৬ (৪৮.১ ওভারে)

দুবাই, ৪ মার্চ : লক্ষ্যপূরণ। বদলার ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া-বধ।

বুর্জ খলিফার শহর দুবাইয়ে সেমিফাইনালের টক্করে পালটা জবাব ভারতের। টি২০ বিশ্বকাপের পর আজ, ২০২৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের ক্ষতে ফের প্রলেপ। বিরাট কোহলি স্পেশালে ক্যাঙারুদের ছিটকে দিয়ে ফাইনালে টিম ইন্ডিয়া।

শুরুতে শুভমান গিল, রোহিত শর্মার আউটে অজানা আশঙ্কায় ভুগছিলেন গৌতম গম্ভীররা। যদিও 'চেজমাস্টার' বিরাটের রূপকথার ইনিংসের সঙ্গে শ্রেয়স আইয়ার (৪৫), লোকেশ রাহুলদের (অপরাজিত ৪২) প্রচেষ্টায় উৎকণ্ঠার প্রহর কাটিয়ে স্বস্তির হাসি।

৯৮ বলে ৮৪, রান মেশিনের 'তেল খাওয়া' ব্যাটিংয়ে কম পড়ে যায় অস্ট্রেলিয়ার প্রচেষ্টা। বদলার ম্যাচে আইসিসি টুর্নামেন্টে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সর্বাধিক ২৬৪ রান তাড়া করে জয়ের ইতিহাস। মাঝে অক্ষর প্যাটেল (২৭) ও শেষে হার্দিক পান্ডিয়ার (২৮) ক্যামিও ইনিংস অজিদের ক্ষীণ আশায় জল ঢালে। শেষপর্যন্ত ৪৯তম ওভারে গ্লেন ম্যাক্সওয়েলের প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে ম্যাচে ইতি টানেন লোকেশ রাহুল।

৯৮ বলে ৮৪ রান। ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পর বিরাট কোহলি।

অথচ, অষ্টম ওভারে রোহিত যখন আউট হন, স্কোর ৪৩/২। ম্যাচ জাঁকিয়ে বসেছে অজিরা। এখান থেকেই শ্রেয়সকে (৬২ বলে ৪৫) নিয়ে বিরাট-স্পেশাল। টেকনিক, ধৈর্যের সঙ্গে ১৭ বছরের অভিজ্ঞতার পুঁজিকে সম্বল করে মরিয়া লড়াই, পরিস্থিতি অনুযায়ী নিজেকে মেলে ধরা। যার হাত ধরে শচীন তেন্ডুলকারকে টপকে আইসিসি টুর্নামেন্টের *এরপর আটের পাতায়*

জয়ের পাঁচ কারণ

১ দুবাইয়ের মন্থর পিচে অস্ট্রেলিয়ার সেরা স্পিনার অ্যাডাম জাম্পার ৬০ রান খরচ।

২ সেট হয়ে যাওয়া ট্রাভিস হেডকে নিজের দ্বিতীয় বলেই তুলে নেন বরুণ চক্রবর্তী।

৩ শেষ ১০ ওভার শুরুর আগেই আউট গ্লেন ম্যাক্সওয়েল।

৪ বড় রান না পেলেও রোহিত শর্মার আগ্রাসী শুরু মিডল অর্ডারের চাপ অনেকটাই হালকা করে দেয়।

৫ পরপর ২ উইকেট হারানোর পর বিরাট কোহলি ও শ্রেয়স আইয়ারের ৯১ রানের পার্টনারশিপ অস্ট্রেলিয়াকে ম্যাচের রাশ নিতে দেয়নি।

কার্ড পরীক্ষার প্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন তৃণমূলেই

ভূতুড়ে ভোটার ধরলে পুরস্কার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : ভূতুড়ে ভোটার খুঁজে বের করলেই তৃণমূল কংগ্রেস পুরস্কার দেবে। মঙ্গলবার তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ দলীয় সভায় এমন ঘোষণা করেন। এদিন শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি বিধানসভার পৃথক বৈঠকের আলোচনায় ভোটার তালিকা নিয়েই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়।

সেখানেই জেলা সভানেত্রী বলেন, 'ভূতুড়ে ভোটার খুঁজে বের করতে প্রত্যেক বাড়ি যেতে হবে। যে নেতা বা নেত্রী সবচেয়ে বেশি ভূতুড়ে ভোটার খুঁজে বের করতে পারবেন, তাঁকে জেলার তরফে পুরস্কৃত করা হবে।' তবে, বাড়ি বাড়ি গিয়ে মানুষের ভোটার কার্ড নিয়ে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূলের অন্দরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

বিধানসভা ভোট মাথায় রেখে ভোটার তালিকা থেকে ভূতুড়ে নাম খুঁজে বের করাই এখন রাজ্যের শাসকদলের একমাত্র লক্ষ্য। তৃণমূল মনে করছে, ভিনরাজ্য থেকে প্রচুর মানুষের নাম এই রাজ্যের ভোটার তালিকাতেও তোলা হয়েছে। একই এপিক নম্বরে দুজনের কার্ডও রয়েছে। যা আগামী বিধানসভা ভোটে দলকে চাপে ফেলতে পারে। আর তাই এখন দিনরাত এক করে ভূতুড়ে ভোটার খুঁজে বের করে সেই নামগুলি বাদ দেওয়াই একমাত্র লক্ষ্য। বিজেপি অবশ্য তৃণমূলের এই দাবিকে হাস্যকর বলে দাবি করেছে।

শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'তৃণমূলের মুখে ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করার কথা শোভা পায় না। তৃণমূল গোটা রাজ্যেই রোহিঙ্গা থেকে বাংলাদেশি প্রত্যেকের নাম ঢুকিয়ে নিজেদের ভোট নিশ্চিত করেছে। এখন দলের কোন্দল, দুর্নীতির থেকে মানুষের নজর ঘোরাতে এসব কর্মসূচি নিচ্ছে।'

এদিন সকালে শিলিগুড়ি বিধানসভা নিয়ে বর্ধমান রোডের একটি ভবনে বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মেয়র গৌতম দেব সহ দলের সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রী উপস্থিত ছিলেন। দুপুরে বিধাননগরে ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা নিয়ে বৈঠক হয়েছে। বিকেলে নকশালবাড়ি কমিউনিটি হলে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি বিধানসভা নিয়ে বৈঠক হয়।

প্রতিটি বৈঠকেই দলের সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রীকে ভোটার তালিকা ধরে ধরে প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করার নির্দেশ দেওয়া হয়। *এরপর আটের পাতায়*

তৃণমূল কংগ্রেসের বৈঠকে গৌতম ও পাপিয়া। শিলিগুড়িতে।

ঘাসফুলে চর্চা

- ভোটের আগে তালিকা থেকে ভূতুড়ে নাম খুঁজে বের করাই লক্ষ্য তৃণমূলের
- শিলিগুড়ি মহকুমার তিনটি বিধানসভার পৃথক বৈঠকে মূলত আলোচনা ভোটার তালিকা নিয়েই
- যে নেতা বা নেত্রী সবচেয়ে বেশি ভূতুড়ে ভোটার খুঁজে বের করতে পারবেন, তাঁকে পুরস্কারের সিদ্ধান্ত
- বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটার কার্ড পরীক্ষা করা যায় কি না বলে প্রশ্ন শাসকদলেই

জিরো ব্যালেন্স বাজেট মহকুমা পরিষদের

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : কেন্দ্র থেকে আবাস যোজনা বা একশো দিনের কাজের মতো বিভিন্ন প্রকল্পে টাকা আসা বন্ধ রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে ২০২৫-'২৬ অর্থবর্ষের জন্য মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ ১৩০ কোটি টাকার বাজেট পেশ করল। গত বছরের বাজেটের তুলনায় যা এক কোটি টাকা কম। আয়ব্যয়ে প্রায় সমতা এনে মহকুমা পরিষদের বর্তমান বোর্ড এটিকে 'জিরো ব্যালেন্স' বাজেট বলছে। বাজেটে নিজস্ব আয় বাড়ানোর পাশাপাশি মহকুমা এলাকার পরিবেশ, সৌন্দর্যায়নের ক্ষেত্রে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ বলেন, 'গত বছর বাজেটের মধ্যে কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা ধরা ছিল। সেজন্য ১৩১ কোটি টাকার বাজেট হয়েছিল। কিন্তু সেই টাকা না মেলায় এবছর বাজেটে আর কেন্দ্রের সেই সব প্রকল্পের টাকা ধরা হয়নি। আয় যা হবে সেই অনুযায়ী এবারের বাজেটে বরাদ্দ করা হয়েছে।'

বাজেটে স্বাস্থ্য উন্নয়ন স্থায়ী সমিতিতে ১৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, পূর্ত ও ক্রীড়া খাতে ৮০ কোটি, কৃষি, সেচ সমবায়ে ১০ কোটি ৫০ লক্ষ, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ১০ কোটি, বনভূমিতে ৭ কোটি সহ অন্যান্য খাত মিলিয়ে ১৩০ কোটি টাকার বাজেট করা হয়েছে। পঞ্চদশ অর্থ কমিশন থেকে পাওয়া টাকার পাশাপাশি নিজস্ব তহবিলের টাকা ধরা হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের তরফে নিজস্ব আয় বাড়ানোর জন্য পর্যটন সেন্টার তৈরি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে নকশালবাড়ি ও ফাঁসিদেওয়া ব্লকে চারটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই জায়গাগুলি জবরদখল হয়েছে। সেগুলি উদ্ধার করে মহকুমা পরিষদের তরফে ছোট ছোট পর্যটনকেন্দ্রের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হবে। এর মাধ্যমে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি আয়ের পথ সুগম হবে বলে বর্তমান বোর্ডের তরফে দাবি করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদে বাজেট পেশের আগে বৈঠক। মঙ্গলবার।

খেলার মানোন্নয়নের জন্য নকশালবড়িতে ইন্ডোর স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে সেজন্য প্রথম পর্যায়ে সাড়ে তিন কোটি টাকা দেওয়া হচ্ছে। ইন্ডোর গেম খেলার পরিকাঠামোর পাশাপাশি সেখানে সুইমিং পুল গড়ে তোলা হবে। *এরপর আটের পাতায়*

গঙ্গার জলে সন্তুষ্ট বাংলাদেশ

বৈরিতার বদলে
সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা

ফরাক্কায় জলের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে জল ভাগাভাগি হয়। আমরা দেখলাম, চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে। -আবুল হোসেন, জয়েন্ট রিভার কমিশনের প্রতিনিধি

অর্ণব চক্রবর্তী

ফরাক্কা, ৪ মার্চ : সংঘাতের আবহের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাসের ইঙ্গিত। ফরাক্কায় যে জোর করে গঙ্গার জল আটকে রাখা হয় না, মেনে নিল বাংলাদেশ। গঙ্গার জলচুক্তি পর্যালোচনায় সে দেশের প্রতিনিধিদল এখন ভারতে। গঙ্গার জল বণ্টনে দু'দেশের মধ্যে ৩০ বছরের চুক্তি আছে। কিন্তু প্রায় প্রতি বছর গরম পড়লেই ঢাকা অভিযোগ তোলে চুক্তি অনুযায়ী জল ছাড়া হচ্ছে না ফরাক্কা ব্যারেজ থেকে।

বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মধ্যেও এ নিয়ে অসন্তোষ দেখা যায় মাঝে মাঝে। বিষয়টি সেদেশের নির্বাচনি প্রচারেও স্থান পায়। কিন্তু এই প্রথম বাংলাদেশ স্বীকার করে নিল, প্রাকৃতিক কারণে প্রবাহ কমে যাওয়ার কারণে গঙ্গার জল কমে যায়। ইন্দো-বাংলাদেশ জয়েন্ট রিভার কমিশনের বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের প্রধান মহম্মদ আবুল হোসেন মঙ্গলবার মেনে নিলেন, প্রাকৃতিক কারণেই জল কমছে পদ্মায়।

বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা মঙ্গলবার ফরাক্কা ব্যারেজে এসে গঙ্গা থেকে পদ্মায় জলপ্রবাহের পরিমাণ ও অবস্থা খতিয়ে দেখেন। কোন প্রক্রিয়ায় গঙ্গা থেকে পদ্মায় জল যায়, তাও পর্যালোচনা করেন। পরে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের প্রধান আবুল হোসেন বলেন, 'গঙ্গায় যতটা জল আছে, তা বাংলাদেশের দিকে যাচ্ছে। ফিডার ক্যানালের জল কলকাতায় যায়। ফরাক্কায় জলের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে জল ভাগাভাগি হয়। আমরা দেখলাম, চুক্তির সঠিক বাস্তবায়ন হচ্ছে।'

ফরাক্কায় ধীরগতিতে বইছে গঙ্গা। -ফাইল চিত্র

তিনি জানান, 'জানুয়ারি মাসে জলপ্রবাহ ভালো ছিল। ফেব্রুয়ারিতে কমেছে।' যা পুরোপুরি প্রাকৃতিক কারণে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আবুল বলেন, 'গত বছর বৃষ্টি কম হওয়ায় জলপ্রবাহ কম ছিল। তাতে জল কম পাওয়াই স্বাভাবিক।' ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার আরডি দেশপান্ডে জানান, 'আজকের হিসেবে গঙ্গায় প্রায় ৬৮ হাজার কিউসেক জল রয়েছে, যা গত বছর প্রায় একই ছিল।'

ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এখনকার কাদা ছোড়াছুড়ির পরিপ্রেক্ষিতে দু'দেশের এমন অবস্থান নিঃসন্দেহে স্বস্তিদায়ক।

এরপর আটের পাতায়

নতুন দায়িত্বে প্রকাশ

আদিবাসী উন্নয়ন বোর্ডে জায়গা পেলেন রোমাও

ভাস্কর বাগচী ও অসীম দত্ত

শিলিগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার, ৪ মার্চ : এক ব্যক্তি এক পদ নীতি- এসব এখন ডাইনোসরের মতোই বিলুপ্ত। রাজ্যসভার সাংসদ, তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতির মতো পদ পাওয়ার পর এবার পশ্চিমবঙ্গ আদিবাসী উন্নয়ন এবং কালচারাল বোর্ডের ভাইস চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পেলেন সাংসদ প্রকাশ চিকবড়াইক।

এই বোর্ডের চেয়ারপার্সন করা হয়েছে ঝাড়গ্রামের বিধায়ক দুলাল মুর্মুকে। উত্তরবঙ্গের একাধিক মুখ বোর্ডে জায়গা পেয়েছেন। এই প্রথমবার আলিপুরদুয়ারের টোটো সম্প্রদায়ের বকুল টোটোকেও এই বোর্ডের এগজিকিউটিভ সদস্য করা হয়েছে। সরকারি আধিকারিক, জনপ্রতিনিধি, মিলিয়ে মোট ২৭ জনকে রাখা হয়েছে।

২০২৩ সালে আগের বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়েছে। এরপরে বছর দুয়েক কাগজে-কলমে এই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে ২০১৭ সাল থেকে এই বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন বিরসা তিরকি।

নতুন দায়িত্ব পেয়ে প্রকাশ বলেন, 'নতুন বোর্ডের মিটিং হবে আগামী সপ্তাহে। মিটিংয়ে রাজ্যের আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহল, তরাই-ডুয়ার্সের আদিবাসী জনজাতির উন্নয়নে রূপরেখা তৈরি হবে।' প্রাথমিকভাবে প্রকাশ জানতে পেরেছেন এই বোর্ডকে আদিবাসী জনজাতির মানুষের উন্নয়নে রাজ্য সরকার বছরে পাঁচ কোটি টাকা দেবে।

প্রাক্তন বোর্ড চেয়ারম্যান বিরসা জানিয়েছেন, বোর্ডের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে এখনও আড়াই কোটি টাকা জমা রয়েছে। তাঁদের বোর্ডকে রাজ্য থেকে এককালীন সাড়ে ১৩ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। সেই টাকাতেই সমস্ত কাজ করা হয়েছে। তাঁদের বোর্ডের পাঁচজন কর্মীর প্রায় দুই বছরের বেতন বকেয়া রয়েছে। তবে বিরসা আশাবাদী, নতুন বোর্ড দায়িত্ব নেওয়ার পর কর্মীদের বকেয়া বেতন মিটিয়ে দেওয়া হবে।

এদিকে, দলের স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে গুরুত্ব না পেলেও শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা বোর্ডে ঠাঁই পাওয়ায় জল্পনা চলছে। রোমা বলেন, 'আমার উপর যে ভরসা করে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমি সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করব।' রোমার পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক তথা শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের প্রাক্তন সহকারী সভাধিপতি ছোটন কিসকুকেও বোর্ডের সদস্য করা হয়েছে। ইদানীং ছোটনকেও আর সক্রিয়ভাবে দলীয় কাজকর্মে অংশ নিতে দেখা যায় না।

> মঙ্গলবার সকালেই এবিষয়ে জানতে পেরেছি। নতুন বোর্ডের মিটিং আগামী সপ্তাহে করা হবে। ওই মিটিংয়ে রাজ্যের আদিবাসী অধ্যুষিত জঙ্গলমহল, তরাই-ডুয়ার্সে আদিবাসী জনজাতির উন্নয়নে রূপরেখা তৈরি করা হবে। প্রাথমিকভাবে জানতে পেরেছি এই বোর্ডকে আদিবাসী জনজাতির মানুষের উন্নয়নে রাজ্য বছরে পাঁচ কোটি টাকা দেবে।
>
> **- প্রকাশ চিকবড়াইক**, *সাংসদ, রাজ্যসভা*

> আমার উপর যে ভরসা করে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা আমি সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করব।
>
> **- রোমা রেশমি এক্কা**, *সহকারী সভাধিপতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ*

হোলি স্পেশাল ট্রেন

২০২৫ সালের হোলির সময় অতিরিক্ত ভিড় সামলাতে, নিম্নলিখিত টিওডি স্পেশাল ট্রেনগুলি চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্পেশাল ট্রেনগুলির বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

ট্রেন নং. ০৫৬৩৩ নারাঙ্গি-গোরখপুর হোলি স্পেশাল ০৬-০৩-২০২৫ থেকে ২৭-০৩-২০২৫ (বৃহস্পতিবার) = ০৪টি ট্রিপ			ট্রেন নং. ০৫৬৩৪ গোরখপুর-নারাঙ্গি হোলি স্পেশাল ০৭-০৩-২০২৫ থেকে ২৮-০৩-২০২৫ (শুক্রবার) = ০৪টি ট্রিপ	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	১৩:২০	নারাঙ্গি	২৩:১০	—
১৩:৫৪	১৪:০০	গুয়াহাটি	২২:২৫	২২:৫০
১৫:০৫	১৫:১০	রঙিয়া জং.	২০:১০	২০:১৫
১৭:০৩	১৭:১৩	নিউ বঙ্গাইগাঁও	১৮:১০	১৮:২০
২১:১০	২১:৪৫	নিউ জলপাইগুড়ি	১৩:০৫	১৩:৪৫
০১:২০	০১:৩০	কাটিহার	১০:২০	১০:৩০
০৭:১৫	০৭:২০	হাজীপুর	০১:৩২	০১:৩৭
১৩:০০	—	গোরখপুর জং	—	২০:৫৫

অন্যান্য স্টপেজ ঃ কামাখ্যা, কোকরাঝাড়, নিউ কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার জং., কিষাণগঞ্জ, বারসোই, নওগাছিয়া, মানসী জং, খাগড়িয়া জং, বেগুসরাই, বারাউনি জং, সাহপুর পাটোরি, সোনপুর, ছাপরা গ্রামীণ, ছাপরা, সিওয়ান জং এবং দেওরিয়া সদর।
গঠন ঃ এসি-২ টিয়ার (এক), স্লিপার ক্লাস (আঠারো), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (দুই), জিএসএলআর/ডি (দুই) = ২৩টি আইসিএফ কোচ।

ট্রেন নং. ০৫৭৩৪ কাটিহার-অমৃতসর হোলি স্পেশাল ০৬-০৩-২০২৫ থেকে ২৭-০৩-২০২৫ (বৃহস্পতিবার) = ০৪টি ট্রিপ			ট্রেন নং. ০৫৭৩৩ অমৃতসর-কাটিহার হোলি স্পেশাল ০৮-০৩-২০২৫ থেকে ২৯-০৩-২০২৫ (শনিবার) = ০৪টি ট্রিপ	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	১১:৪০	কাটিহার	১৫:০০	—
১৩:১৫	১৩:১৭	মানসী জং.	১১:১৭	১১:১৯
১৪:৪০	১৪:৫০	বারাউনি জং.	১০:০৫	১০:১৫
২৩:১৫	২৩:২৫	গোরখপুর	০৩:৫৫	০৪:০৫
০৪:১৫	০৪:২৫	লখনউ	২২:১০	২২:২০
১৫:০৫	১৫:০৭	মুজাফফরনগর	১১:১৩	১১:১৫
০০:১০	—	অমৃতসর	—	০৪:২০

অন্যান্য স্টপেজ ঃ নওগাছিয়া, খগা বিহপুর জং., খাগড়িয়া জং., বেগুসরাই, হাজীপুর জং., সোনপুর, ছাপরা গ্রামীণ, ছাপরা, সিওয়ান, দেওরিয়া সদর, বস্তি, গোন্ডা, বারাবাঙ্কি জং., কানপুর সেন্ট্রাল, ইটাওয়া, আলিগড় জং., খুরজা জং., হাপুর, মিরাট সিটি, সাহারানপুর জং., আম্বালা ক্যান্ট, লুধিয়ানা, জলন্ধর সিটি এবং বিয়াস।
গঠন ঃ এসি-২টিয়ার (এক), এসি-৩ টিয়ার (তিন), স্লিপার ক্লাস (পাঁচ), সেকেন্ড ক্লাস (চার), এলডব্লিউএসআরআরএম (এক), এসএসএলআরডি (এক) = ১৫টি এলএইচবি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রেল কোচ রেস্তোরাঁর জন্য ই-নিলাম

কাটিহারে রেল কোচ রেস্তোরাঁ কাম ফুড অ্যান্ড টি স্টলের জন্য ই-নিলাম। বিশদ বিবরণ নিম্নরূপ। **নিলাম ক্যাটালগ নং.ঃ** সি-এসডিসিএম--আরসিআর-কেআইআর, **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় (সবগুলি লট)ঃ** ১৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টা, **নিলাম বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৭-০৩-২০২৫ তারিখের ১১.৩০ ঘণ্টা, **রেট ইউনিটঃ** বার্ষিক লাইসেন্স মাসুল, ট্রিপ/দিনঃ ১৮২৬।

এসইকিউ নং.	লট নং./ক্যাটাগরি	বিবরণ
এ/১	এমএসএস-কেআইআর-কেআইআর-আরসিআর-৩-২৩-১ (মিশ্র-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্তোরাঁ)	৫ বছর সময়ের জন্য কাটিহার রেলওয়ে স্টেশনের নতুন স্টেশন বিল্ডিংএ পার্কিং স্ট্যান্ডের নিকটে সার্কুলেটিং এরিয়ায় রেল কোচ রেস্তোরাঁর ব্যবস্থা করা।

সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এর ই-নিলাম মডিউল দেখার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

অকারণে চেন টানায় গ্রেপ্তার বহু

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ : নির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই ট্রেনে অ্যালার্ম চেনের অপব্যবহারের ঘটনা দিন-দিন বেড়ে চলেছে। বিষয়টি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষের কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ তৈরি করেছে। গত বছর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত আরপিএফ অ্যালার্ম চেন টানার ২ হাজার ১০৫টি ঘটনা রেকর্ড করেছে। গ্রেপ্তার হয়েছে ২ হাজার ১১২ জন। ধৃতদের থেকে জরিমানা বাবদ ৮ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা আদায় করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। অন্যদিকে, চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি এই দু'মাসে অকারণে অ্যালার্ম চেন টানার ১৯৬টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে। ২০৪ জনকে গ্রেপ্তার করে মোট ৯০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা জানান, চলন্ত ট্রেনে কোনও বিপদে পড়া, চিকিৎসার প্রয়োজন সহ নানা জরুরি প্রয়োজনে অ্যালার্ম চেন টানার নিয়ম আছে। কিন্তু অধিকাংশ ঘটনায় দেখা যাচ্ছে, যেখানে-সেখানে ট্রেন থেকে নেমে পড়ার জন্য অ্যালার্ম চেন টানা হচ্ছে। পরিচিত কেউ অনির্দিষ্ট জায়গা থেকে ট্রেনে উঠবেন বলেও চেন টেনে থাকেন। এসব কারণে ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন হয়, সময় নষ্ট হয়। সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়া অ্যালার্ম চেন টানা রেলওয়ে আইনের ১৪১ ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ। ফলে সেই যাত্রী গ্রেপ্তার হচ্ছেন। জরিমানা হচ্ছে।

বাংলাদেশের বিকল্প ত্রিপুরা

আলিপুরদুয়ার, ৪ মার্চ : গত বছর থেকে প্রতিবেশী বাংলাদেশে টালমাটাল অবস্থা চলছে। অতীতে সেদেশে রেলপথে নিয়মিত যেত স্টোন চিপস ও বোল্ডার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হতে না হতেই সেই স্টোন চিপস ও বোল্ডার পাঠানো অনেকটাই কমেছে। সেইসঙ্গে রপ্তানি বাণিজ্যে রেলের আয়ও কমেছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিকল্প খুঁজে নিয়েছে রেল। এবার ত্রিপুরায় বালির রেক পাঠাচ্ছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

বাসুগাঁও থেকে প্রায় ৪২টি বালিভর্তি রেক ত্রিপুরা পাঠানো হয়েছে। আর এই উদ্যোগে প্রথমবারেই বড় অঙ্কের আয় হয়েছে। সাফল্য মেলায় এবার নিয়মিত বালির রেক পাঠানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রেল নজর দিয়েছে কর্মীদের কাজের মান উন্নয়নেও। মঙ্গলবার আলিপুরদুয়ার জংশন এলাকায় রেলের বিভিন্ন বিভাগের সুপারভাইজার ও অন্য কর্মীদের কাজে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট বিষয়ে কর্মশালা করা হয়। সেখানে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম অমরজিৎ গৌতম সহ রেলের বড়কর্তারা উপস্থিত ছিলেন। তিনদিন ধরে কর্মশালা চলবে।

কর্মখালি

গ্র্যাজুয়েট এবং ইংরেজিতে দক্ষ অফিস এগজিকিউটিভ চাই। কোচবিহারে ওয়াক-ইন-ইন্টারভিউ। (M) 9775273453. (C/114641)

●

বাড়ি থেকে কাজের সুযোগ। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সংস্থায় জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়িবাসীদের জন্য দারুণ আয়ের সুযোগ। 7003081407. (K)

●

মার্কেটিং ও মাল ডেলিভারি করার জন্য ছেলে চাই, শিলিগুড়ির খালপাড়া। বেতন - 10000/- মাসে। (M) 81167 43501. (C/115215)

●

আবাসিক স্কুল ও কলেজের বিভিন্ন কোর্সের জন্য বিজ্ঞান, ইংরেজি, শরীরচর্চা, B.Tech, BCA ও BBA শিক্ষক প্রয়োজন। বুনিয়াদপুর, দঃ দিনাজপুর -9775929069 (C/115216)

Placement

আকর্ষণীয় বেতনে অফিশিয়াল মার্কেটিং ও সকল ধরনের চাকরির জন্য আজই যোগাযোগ করুন। 'প্লেসমেন্ট'। (M) 7679703364 (C/115216)

কিডনি চাই

মুমূর্ষু রোগীর প্রাণ বাঁচাতে O+ কিডনিদাতা চাই। ২৫-৪০ বছরের মধ্যে বয়স হলে সঠিক পরিচয়পত্র ও অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। (M) 6291577838. (C/115158)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে নামে ভুল থাকায় গত 04-03-25 তারিখে APD E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে Manojit Sarkar এবং Manajit Sarkar একই ব্যক্তিরূপে পরিচিত হলাম। (B/S)

NOTICE

E Tender is being invited from the bonafied contractors vide N.I.T. No.:-23/BDO/PHD/2024-25, Dated :- 03/03/2025, Memo No :-520/BDO/Phd, Date :-03/03/2025. Last date for Submission of Bids - 10/03/2025 upto 4.00 P.M. Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Block Development Officer
Phansidewa Development Block

রঙ্গিয়া মণ্ডলে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. আরজি-২-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৮-২৪-২৫ তারিখঃ ২৮-০২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে ০৩ (তিন) টি টিএসএসের জন্যে ২৫ কেভি এসি টিএসএস এবং শান্ট কেপাসিটর ব্যাঙ্কের হেতু নিউমারিক্যাল রিলের অন্তর্ভুক্তির দ্বারা কন্ট্রোল এবং রিলে প্যানেলের বিস্তৃত বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের ঠিকা। **টেন্ডার রাশিঃ** ৫৪,০০,০০০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ১,০৮,০০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৪-০৩-২০২৫ তারিখের ১১.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জোনাল ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৬৬০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮৭০৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৮২৭০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯৫৮০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯৫৯০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Age/Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and complexion)	Photo
PRIYA MUNDA	14 Years (07/02/2011)	Female	Height: 4Ft. 1 Inch Weight: 33 KG Complexion- Dark Eye Colour- Black Hair Colour- Black	

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Darjeeling Addl. Charge Siliguri Sub-Division at Edith Wilkins Street Children Trust, Darjeeling.
Any Legal claimant of the child may contact within **120 days** in the following address during working days with valid documents.
District Child Protection Unit, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

Child Welfare Committee, Darjeeling
Office of the District Magistrate,
Kutchery Compound, Darjeeling

পূর্ব রেলওয়ে

দুইটি পর্যায়ে হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১২টি এসএলআর-এর পার্সেল স্পেস লিজে দেওয়ার জন্য
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের সন্নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুইটি পর্যায়ে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১২টি এসএলআর-এর জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম ও শর্তাবলী সমন্বিত অহস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে www.ireps.gov.in-এ আলোচ্য অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের জন্য ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচারেরও প্রয়োজন আছে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণঃ ক্রমিক নং-১। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৩এ। ট্রেন ঃ** ১৫২৩৫ আপ হাওড়া-দ্বারভাঙ্গা এক্সপ্রেস-এর এফএসএলআর-১। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১১.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা। ক্রমিক নং-২। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৫-৩বি। ট্রেন ঃ** ৪টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ১১টি এসএলআর। **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়ঃ** ১৭.০৩.২০২৫ দুপুর ১টা। (HWH-645/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, অফিস বিল্ডিং, পোস্ট-ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (অকশন পরিচালনকারী আধিকারিক) **মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন স্টেশনে আউট অফ হোম (ওওএইচ), রেলওয়ে ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল ও ডিজিটাল) পলিসি-র অধীনে বিজ্ঞাপনের লটের জন্য www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন ক্যাটালগ আহ্বান করছেন। **অকশন ক্যাটালগ নংঃ এডিভিটি-এমএলডিটি-২৫-৪। অকশন শুরু ঃ** ১৭.০৩.২০২৫। মালদা ডিভিসনে আউট অফ হোম (ওওএইচ)-এর জন্য ই-অকশন। **ক্র.নং; এসইকিউ. নং; লট নং/ক্যাটাগরি ও স্টেশন** নিম্নরূপ ঃ ১; এএ/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭১-২৩-১। ২; এএ/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৮-২৩-১। ৩; এএ/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-২১৪-২৪-১। ৪; এএ/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৬৯-২৩-১। ৫; এএ/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএইচ-১৭৭-২৩-১ ও ভাগলপুর (ক্রমিক নং ১ থেকে ৫ প্রতিটির জন্য)।

মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন। **ক্র.নং; এসইকিউ. নং; লট নং/ক্যাটাগরি ও স্টেশন** নিম্নরূপ ঃ ১; এবি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-১৯০-২৩-১। ২; এবি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসডি-১৬১-২৩-১ ও মালদা টাউন (ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য)।

মালদা ডিভিসনে রেল ডিসপ্লে নেটওয়ার্ক (নন-ডিজিটাল)-এর জন্য ই-অকশন। **ক্র.নং; এসইকিউ. নং; লট নং/ক্যাটাগরি ও স্টেশন** নিম্নরূপ ঃ ১; এসি/১; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৭-২২-১ ও ভাগলপুর। ২; এসি/২; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫১-২৩-১ ও ভাগলপুর। ৩; এসি/৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৭-২৪-১ ও ভাগলপুর। ৪; এসি/৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২০৯-২৪-১ ও ভাগলপুর। ৫; এসি/৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬২-২৩-১ ও জামালপুর। ৬; এসি/৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৫-২৪-১ ও ভাগলপুর। ৭; এসি/৭; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৫০-২২-১ ও ভাগলপুর। ৮; এসি/৮; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৯-২২-১ ও ভাগলপুর। ৯; এসি/৯; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৫-২৩-১ ও মালদা টাউন। ১০; এসি/১০; এডিভিটি-এমএলডিটি-এমএলডিটি-ওএসএন-১৯৬-২৩-১ ও মালদা টাউন। ১১; এসি/১১; এডিভিটি-এমএলডিটি-জেএমপি-ওএসএন-১৬৩-২৩-১ ও জামালপুর। ১২; এসি/১২; এডিভিটি-এমএলডিটি-এনএফকে-ওএসএন-২১৯-২৫-১ ও নিউ ফরাক্কা। ১৩; এসি/১৩; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১১-২৪-১ ও ভাগলপুর। ১৪; এসি/১৪; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৩-২২-১ ও ভাগলপুর। ১৫; এসি/১৫; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৬-২৪-১ ও ভাগলপুর। ১৬; এসি/১৬; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-২১৩-২৪-১ ও ভাগলপুর। ১৭; এসি/১৭; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৫-২২-১ ও ভাগলপুর। ১৮; এসি/১৮; এডিভিটি-এমএলডিটি-বিজিপি-ওএসএন-১৪৮-২২-১ ও ভাগলপুর। সম্ভাব্য বিডারদের আরও বিস্তারিত জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-237/2024-25)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway easternrailwayheadquarter

e-TENDER NOTICE

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide ***eNIT No-16/APD/WBSRDA/POSTDLPMTC/24-25, Dated-04.03.2025.*** Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
Executive Engineer / WBSRDA /
Alipurduar Division

সশস্ত্র বল চিকিৎসা সেবায় নিয়োজিত নার্সিং কলেজগুলির বিএসসি (নার্সিং) পাঠক্রম-২০২৫-এ অংশগ্রহণ করুন

JOIN COLLEGES OF NURSING UNDER AFMS
BSc (NURSING) COURSE-2025

সশস্ত্র বল চিকিৎসা পরিষেবায় নিয়োজিত নার্সিং কলেজগুলিতে বি.এস.সি নার্সিং পাঠক্রম ২০২৫-এ ভর্তিতে ইচ্ছুক মহিলা আবেদনকারীদের নিট (ইউজি) ২০২৫ পরীক্ষায় সফল হওয়া অনিবার্য যোগ্যতা বলে নির্ধারণ করা হবে। যোগ্যতা, নিয়ম এবং শর্তাবলির বিস্তারিত বিবরণ রোজগার সমাচারে প্রকাশিত করা হবে। এই সম্বন্ধিত তথ্যগুলি www.joinindianarmy.nic.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

Female candidates desirous of seeking admission to BSc(N) course at Colleges of Nursing under AFMS have to mandatorily qualify NEET (UG) 2025. The Eligibility, Terms and Conditions will be published in the Employment News in due course of time. The same will also be available on the website

www.joinindianarmy.nic.in

CBC 10601/11/0068/2425

আজ টিভিতে

অ্যানিমাল প্ল্যানেট এক্সক্লুসিভ সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৭.০০ চন্দ্রমল্লিকা, ১০.০০ জন্মদাতা, দুপুর ১.০০ ফাইটার-মারব নয় মরব, বিকেল ৪.০০ সূর্য, সন্ধে ৭.৩০ প্রেমের কাহিনী, রাজ ১০.৩০ আদরের বোন, ১.০০ আমি আছি সেই যে তোমার

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, বিকেল ৪.২০ স্বামীর ঘর, সন্ধে ৭.২৫ গুরু, রাত ১০.৫০ পিয়া রে

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ভাগ্য দেবতা, দুপুর ২.০০ নাগিন কন্যা, বিকেল ৫.৩০ অভিমন্যু, রাত ১০.০০ শত্রু মিত্র, ১.০০ একলা আকাশ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ নিম অন্নপূর্ণা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ঘরজামাই

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সমাধান

জি সিনেমা : বেলা ১১.৫২ শূরবীর, দুপুর ২.২২ ডাঙ্কি, বিকেল ৫.৩৬ বিজনেসম্যান-টু, রাত ৮.৩০ কল্কি, ১০.৩০ ব্রুস লি-দ্য ফাইটার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.০৮ স্পাইডার, দুপুর ১.৫৪ এতরাজ, বিকেল ৪.৫৬ মক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ পুলিশগিরি, রাত ১০.১২ বিজনেসম্যান-টু

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.০৭ খালি পিলি, ২.০৮ শর্মাজি নমকিন, বিকেল ৪.১০ রক অন-টু, সন্ধে ৬.৪২ খো গ্যায়ে হম কহাঁ, রাত ৯.০০ দোবারা, ১১.২৪ রশমি রকেট

স্টার মুভিজ : বেলা ১১.০০ দ্য অ্যাভেঞ্জার্স, দুপুর ১.১৫ দ্য ইনক্রেডিবলস, বিকেল ৫.১৫ আয়রন ম্যান, রাত ৯.০০ ইনসেপশন

রমেডি নাউ : বেলা ১১.২৫ ফলেন, দুপুর ১২.৫৫ হোয়াট হ্যাপেন্স ইন ভেগাস, বিকেল ৪.১৫ পেনেলোপ, ৫.৪৫ মন্টে কার্লো, রাত ৯.০০ গেস হু

নারীদের জন্য পর্বে
বনি দে রাঁধবেন কাঁকড়ার সুপ,
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

ফাইটার-মারব না মরব দুপুর ১.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

ডাঙ্কি দুপুর ২.২২ জি সিনেমা

শর্মাজি নমকিন দুপুর ২.০৮ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে মানসিক তৃপ্তি। বৃষ : গুরুত্বপূর্ণ কোনও কাজ পণ্ড হতে পারে। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত হতে পারেন। মিথুন : ব্যবসার জন্যে ধার করতে হতে পারে। চোখের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : বাধা এলেও নিজের কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। মেয়ের বিয়ে ঠিক হওয়ায় স্বস্তি। সিংহ : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি এবং বদলির খবর পেতে পারেন। কন্যা : অপরিচিত কাউকে বিশ্বাস করে ঠকতে হতে পারে। মায়ের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। তুলা : পা ও কোমরের ব্যথায় কাহিল হতে পারেন। বকেয়া অর্থ ফেরত পেতে পারেন। বৃশ্চিক : অন্যায় কাজে নিজের ভুলে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা। বাড়িতে পুজোর আয়োজনে আনন্দ। ধনু : ভাইয়ের ব্যবহারে দুঃখ পাবেন। ব্যবসার কোনও প্রয়োজনে দূরে যেতে হতে পারে। মকর : নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সুযোগ আসবে। প্রেমের সঙ্গীকে মিথ্যে বলবেন না। কুম্ভ : অহেতুক কথা বলে সমস্যায়। অফিসে কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে জনপ্রিয় হবেন। মীন : বাড়ি সারানোর কাজে নামতে হতে পারে। দাম্পত্যের ঝামেলা কেটে যাবে আজ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২০ ফাল্গুন ১৪৩১, ভাঃ ১৪ ফাল্গুন, ৫ মার্চ, ২০২৫, ২০ ফাগুন, সংবৎ ৬ ফাল্গুন সুদি, ৪ রমজান। সূঃ উঃ ৬।১, অঃ ৫।৩৮। বুধবার, ষষ্ঠী সন্ধ্যা ৫।৩৬। ভরণীনক্ষত্র দিবা ৭।১৪ পরে কৃত্তিকানক্ষত্র শেষরাত্রি ৫।৪৪। ইন্দ্রযোগ প্রাতঃ ৬।৩৬ পরে বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৩।৩৭। কৌলবকরণ প্রাতঃ ৬।৪৫ গতে তৈতিলকরণ সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে গরকরণ শেষরাত্রি ৪।৩১ গতে বণিজকরণ। জন্মে- মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, দিবা ৭।১৪ গতে রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১২।৫২ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, শেষরাত্রি ৫।৪৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই, দিবা ৭।১৪ গতে দ্বিপাদদোষ, সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে ত্রিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৫।৪৪ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে সন্ধ্যা ৫।৩৬ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮।৫৫ গতে ১০।২২ মধ্যে ও ১১।৪৯ গতে ১।১৬ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৫৫ গতে ৪।২৮ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।১৪ মধ্যে ও ৯।৪০ গতে ১১।২৭ মধ্যে ও ৩।২০ গতে ৪।৫৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।৩৪ গতে ৮।৫৬ মধ্যে ও ১।৪০ গতে ৬।০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৩ গতে ৩।২০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৬ গতে ১০।৩১ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, বর জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

যাদবপুর কাণ্ডে বিচার বিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাব উপাচার্যের

কলকাতা, ৪ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলার ঘটনায় এবার বিচারবিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাব দিলেন ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ভাস্কর গুপ্ত। মঙ্গলবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে জুটা, ওয়েবকুপা সহ চারটি শিক্ষা সংগঠনের প্রতিনিধি ও অন্যান্য আধিকারিকরা ছিলেন। উপাচার্যের সামনে তাঁরা নিজেদের বক্তব্য রাখেন। অসুস্থতার কারণে ভার্চুয়াল মাধ্যমেই বৈঠকে যোগ দেন উপাচার্য। তখনই তিনি বলেন, ক্যাম্পাসে শান্তি ফেরাতে হবে। সকলকে একত্রিত হয়ে কাজ করতে হবে। বৈঠকে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের বিষয়টিও ওঠে। শনিবার থেকে ক্যাম্পাসে যে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে তার জন্য বিচারবিভাগীয় তদন্তের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের কাছে নিরাপত্তার জন্য অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষীর আবেদনও করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এদিকে যাদবপুর কাণ্ডে আহত ছাত্রের বাবাকে ফোন করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। আহত ছাত্র ইন্দ্রানুজ রায়ের বাবা অমিত রায় তেমনটাই দাবি করেছেন। তাঁর বক্তব্য, মিথ্যা মামলা তোলা হলে তবেই মন্ত্রী অনুতপ্ত বলে মেনে নেবেন তিনি।

শনিবার ওয়েবকুপার বার্ষিক সম্মেলনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রীর গাড়ির ধাক্কায় আহত হন ইন্দ্রানুজ। তার বাবা এদিন দাবি করেন, সোমবার শিক্ষামন্ত্রী ফোন করে জানিয়েছিলেন তিনি অনুতপ্ত। ওই পরিবারের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। হাসপাতাল থেকে ওই পড়ুয়া ছাড়া পেলে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর সঙ্গে কথা বলবেন বলেও তাঁর বাবা জানান। আহত ছাত্রের আঘাত নিয়ে এদিন প্রশ্ন তোলেন তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য। সাংবাদিক বৈঠক করে ওই ছাত্রকে মাওবাদী বলে উল্লেখ করেন তিনি। এদিনও থমথমে ছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। ডিএসএফ, এআইডিএসও সহ ছাত্র সংগঠনগুলি পেন ডাউন কর্মসূচি পালন করেছে। ধর্মঘটে ছিল না এসএফআই। তাদের দাবি, উপাচার্য তাদের সঙ্গে কথা বলুন। তাই এদিন উপাচার্যের সঙ্গে শিক্ষা সংগঠনগুলির বৈঠক নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছে তারা।

ব্রাত্য বসুর উপর হামলার প্রতিবাদে মিছিল তৃণমূল কংগ্রেসের। মঙ্গলবার। ছবি : আবির চৌধুরী

পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগের সাফাই

বামেদের উৎখাতের হুমকি এবিভিপির

কলকাতা, ৪ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাম ও অতি বামদের উচ্ছেদ করতে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের হুঁশিয়ারি দিল বিজেপি প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষামন্ত্রীর ওপর হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাম ও অতি বাম ছাত্র সংগঠনের নৈরাজ্যের প্রতিবাদে রবিবার আচমকা হামলা চালায় এবিভিপি। একই ইস্যুতে ওইদিন বিজেপির যুব মোর্চারও প্রতিবাদ মিছিল ছিল গোলপার্ক থেকে যাদবপুর পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবে বিজেপি যুব মোর্চার সেই ঘোষিত কর্মসূচির দিকেই নজর ছিল পুলিশ প্রশাসনের। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গেরিলা কায়দায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪ নম্বর গেটে অতর্কিতে হামলা চালায় এবিভিপি। এসএফআই সহ বাম ও অতি বাম ছাত্র সংগঠনের পতাকা ছিঁড়ে রীতিমতো ধুন্ধুমার বাধিয়ে দেয় তারা। গুটিকয়েক বাম ছাত্র প্রতিরোধ করতে এলে তাঁদেরকেও নিগ্রহ করে এবিভিপির বিক্ষোভকারীরা। সেই ঘটনা নিয়ে সংবাদমাধ্যমে রীতিমতো টিটি পড়ে যায়।

চাপে পড়ে এদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে সাংবাদিক সম্মেলন করে এবিভিপি নেতৃত্ব পতাকা ছেঁড়ার দায় অস্বীকার করেন। এবিভিপির আহ্বায়ক দেবাঞ্জন পাল বলেন, 'আমরা পতাকা ছিঁড়িনি, আমরা পতাকা লাগাতে গিয়েছিলাম। তবে আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বহিরাগত কেউ থাকতেই পারে। পতাকা ছেঁড়ার দায় আমাদের নয়।' পতাকা ছেঁড়া কাণ্ডে ব্যাকফুটে গেলেও বাম ও অতি বামদের হাত থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে মুক্ত করতে আগামী দিনে সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের হুঁশিয়ারি শুনিয়েছেন এবিভিপি নেতা শুভব্রত অধিকারী। শুভব্রতর কথায়, অরবিন্দের হাতে তৈরি এই জাতীয়তাবাদী প্রতিষ্ঠানকে কলুষমুক্ত করতে বুকে অরবিন্দের ছবি, হাতে জাতীয় পতাকা আর মুখে বন্দেমাতরম গেয়ে আমরা যাদবপুর অভিযান করব। যাদবপুরের সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে আগামী দিনে বিকাশ ভবনেও গেরিলা অভিযানের হুমকি দিয়েছে এবিভিপি।

> আমরা পতাকা ছিঁড়িনি, আমরা পতাকা লাগাতে গিয়েছিলাম। তবে আন্দোলনের সময় বিক্ষোভকারীদের মধ্যে বহিরাগত কেউ থাকতেই পারে। পতাকা ছেঁড়ার দায় আমাদের নয়।
>
> **দেবাঞ্জন পাল**
> *এবিভিপির আহ্বায়ক*

এবিভিপির দাবি, সেদিনের ঘটনায় তৃণমূল ও বামেদের আঁতাত স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেই কারণেই দলের শিক্ষামন্ত্রী আক্রান্ত হওয়ার পর ৭২ ঘণ্টা কেটে গেলেও হামলাকারীদের বিরুদ্ধে কোনও এফআইআর দায়ের করেনি এই সরকারের পুলিশ। তাদের দাবি, যাদবপুরের ঘটনায় হামলাকারীদের অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে এবং উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। একইসঙ্গে ছাত্র নিগ্রহে অভিযুক্ত শিক্ষামন্ত্রীকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পদ থেকে সরিয়ে দিতে হবে।

সন্তান সহ দম্পতির মৃত্যুতে রহস্য

কলকাতা, ৪ মার্চ : ট্যাংরা কাণ্ড মিটতে না মিটতেই আড়াই বছরের শিশু সহ এক দম্পতির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল কসবার হালতুতে। এদিন সকাল থেকে তাঁদের বাড়ির দরজা বন্ধ ছিল। পরিবারের লোকজন খোঁজখবর করতে গিয়ে দরজা না খোলায় থানায় খবর দেন। পুলিশ গিয়ে দরজা ভেঙে দেহ উদ্ধার করে। ঘটনাস্থলে যান কলকাতা পুলিশের সায়েন্টিফিক উইংয়ের সদস্যরাও। সেখানে পৌঁছোন স্থানীয় বিধায়ক জাভেদ খানও। মৃতদেহের কাছ থেকেই একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করা হয়েছে। সেখানে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের কথা লেখা রয়েছে। যাঁদের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ, সেই সোমনাথ রায়ের মামা, মামি ও

কসবা

মাসিকে পুলিশ আটক করেছে।

মৃত সোমনাথের স্ত্রী সুমিত্রার বাবা বলেন, 'জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। গত রবিবার মেয়ে ও জামাই নৈহাটির বড় মায়ের মন্দিরে গিয়েছিল। সেখান থেকে ফিরে প্রসাদও দিয়ে যায়।' স্থানীয় লোকজন বলেন, 'বাড়িতে পাওনাদাররা এসে টাকা চাইতেন। আর্থিক অনটন চলছিল। অনটন সামলাতে অটোও বিক্রি করেছিল।' কিন্তু কী কারণে এই তিনজনের মৃত্যু হল, তা এখনও স্পষ্ট হয়নি। শিশু সন্তানকে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে দিয়ে তারপর সোমনাথ ও সুমিত্রা গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেন বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছে পুলিশ।

শিল্পে আরও বিনিয়োগ প্রস্তাব

কোন দপ্তরের হাতে কত জমি, তথ্য তলব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ মার্চ : রাজ্যের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে কোথায় কত জমি আছে, সেই সংক্রান্ত তথ্য আগামী সাতদিনের মধ্যে মুখ্যসচিবকে জানাতে নির্দেশ দিল নবান্ন। সেই তথ্য হাতে পাওয়ার পর পর্যালোচনা করে তা পশ্চিমবঙ্গ শিল্পোন্নয়ন নিগমের হাতে তুলে দেওয়া হবে। শিল্পস্থাপনে অনেক সময়ই জমির অভাব দেখা যায়। সেই কারণেই ওই জমির তথ্য হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই একটি পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। ওই পোর্টালের মাধ্যমে সমস্ত দপ্তরের সঙ্গে সমন্বয় রাখা হবে। মূলত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প এবং তথ্য ও প্রযুক্তি সংস্থার জন্য এই জমি দেওয়া হবে। জমির তথ্যও পোর্টালে থাকবে। ফলে উদ্যোগীরা জমির খোঁজ করলে পোর্টাল থেকেই তা দ্রুত বিতরণ করা হবে।

এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ৪ লক্ষ ৪০ হাজার ৫৯৫ হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে। এর আগের সাতটি বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে ১৯ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, তার মধ্যে ১৩ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়ে গিয়েছে। বাকি ৬ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ পাইপলাইনে আছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'শুধু কলকাতাকেন্দ্রিক শিল্প হলে হবে না। জেলাতেও আমাদের প্রচুর জমি আছে। তথ্যপ্রযুক্তি থেকে ক্ষুদ্র শিল্প সবক্ষেত্রেই বাংলার দক্ষতা ও মেধা সেরা। মনে রাখতে হবে, একটা বড় কারখানা হলে এক থেকে দেড় হাজার চাকরি হতে পারে। কিন্তু ছোট ছোট কারখানা হলে লক্ষ লক্ষ চাকরি হবে।'

সোমবার সন্ধ্যায় বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিবদের মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, 'সব ডিপার্টমেন্টের হাতে জমি পড়ে রয়েছে। অনেকে খোঁজও রাখেন না। প্রত্যেক বিভাগকে বলব, তাদের কোথায় কত জমি পড়ে রয়েছে যেগুলি দখল হয়ে যাচ্ছে, আগামী সাতদিনের মধ্যে তা আমাকে জানাতে হবে। দপ্তরের প্রধান সচিবদের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'অনেক সময়ই শিল্পস্থাপনে জমি একটা বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। একইসঙ্গে দমকল ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্রও প্রয়োজন হয়। এই তিনটি বিভাগকেই আমি স্পেশাল কেয়ার নিতে বলব। সেই জন্যই আমরা একটা সেন্ট্রাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছি। এর ফলে প্রতিটি দপ্তরের মধ্যে সমন্বয় রাখা যাবে।'

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে যে প্রস্তাবগুলি এসেছিল, তার মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও পরিবেশ দপ্তরের ছাড়পত্র পেয়েছে ১০০৫টি। ১০২৬টি আবেদন পাইপলাইনে আছে। এবারের বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে এসআর অয়েল অ্যান্ড গ্যাস কর্পোরেশন রানিগঞ্জে ৪৯১.৪৯ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে।

কল্যাণেশ্বরীতে ক্যাপটেন স্টিল ইন্ডাস্ট্রি ১৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগের প্রস্তাব দিয়েছে। আলিপুরে প্যালাডিয়াম কনস্ট্রাকশন ৬৩১ কোটি টাকার বিনিয়োগ করবে। আল্ট্রাটেক সিমেন্ট দুর্গাপুরে ১৪৯.৮০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে, গোদরেজ প্রপার্টিস খড়দায় ৪৯৬.৫৬ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। অম্বুজা সিমেন্ট হাওড়ায় ৪০০ কোটি টাকা ও মুর্শিদাবাদে ৩০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করছে। বেঙ্গল অম্বুজা হাউসিং বারখোলায় ৫৭০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে। শ্যাম স্টিল পুরুলিয়ায় ১৫০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে।

ওবিসি সমীক্ষায় তুষ্টিকরণের অভিযোগ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৪ মার্চ : ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমদের আর্থসামাজিক সমীক্ষার নামে জাতগণনা ও তুষ্টিকরণের রাজনীতি করছে রাজ্য সরকার। এমনটাই অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। রাজ্যের এই প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবার রাজ্যের অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তি দেখিয়ে এই অভিযোগ করেছেন।

তাঁর অভিযোগ, ২৮ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের অনগ্রসরশ্রেণি কল্যাণ দপ্তর রাজ্যের সমস্ত জেলা শাসকের দপ্তরের সঙ্গে এক ভার্চুয়াল বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে ওবিসি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলিমদের মধ্যে নতুন করে আরও ১১৩টি উপজাতিকে চিহ্নিত করে তাদের আর্থসামাজিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বিজেপির দাবি, রাজ্যের ওবিসি সম্প্রদায়ের জন্য মোট যে ১৭ শতাংশ সংরক্ষণ রয়েছে তাতে হিন্দু ওবিসিদের জন্য বরাদ্দ ৭ শতাংশকে বঞ্চিত করে কীভাবে আরও সুযোগ-সুবিধা সংখ্যালঘু মুসলিমদের দেওয়া যায় সেই লক্ষ্যেই এই উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। কেন্দ্রের ওবিসি সংরক্ষণে এরাজ্যের ৬২টি হিন্দু সম্প্রদায় ওবিসি তালিকাভুক্ত। অথচ রাজ্য সরকারের এই নয়া নির্দেশিকায় ১১৩টি মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতিদের অন্তর্ভুক্ত করার ইঙ্গিত রয়েছে।

এমনিতেই রাজ্যের ১৭ শতাংশ সংরক্ষিত ওবিসির মধ্যে ১০ শতাংশ মূলত মুসলিম। ফলে বিজেপির দাবি, নতুন করে এই উপজাতিদের আর্থসামাজিক সমীক্ষার নামে তালিকাভুক্ত করা হলে শতকরা ৯৮ শতাংশ মুসলিম সমাজই ওবিসিভুক্ত হয়ে সংরক্ষণের যাবতীয় সুবিধা পাবে। যদিও রাজ্য সরকারের দাবি, এটি নিছকই একটি সমীক্ষা। এর সঙ্গে ওবিসি তালিকাভুক্ত করার কোনও প্রশ্ন নেই।

মঙ্গলবার কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রামে একটি বাড়ির ঠাকুরঘর থেকে উদ্ধার হল চিতাবাঘ। চিকিৎসা করে সেটিকে চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। অন্যদিকে, ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মতিধর চা বাগানে চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন এক চা শ্রমিক। তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। দুই ঘটনাকে ঘিরে এদিন এলাকায় হুলুস্থুল পড়ে যায়। আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বাসিন্দারা।

ঠাকুরঘরে কে? চিতাবাঘ

কৌশিক বর্মন

সুখধনেরকুঠি এলাকায় খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ। (ডানে) চিতাবাঘ উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন বনকর্মীরা।

পুণ্ডিবাড়ি, ৪ মার্চ : রাত তখন প্রায় শেষ। সাড়ে ৩টে হবে। হঠাৎ করেই ছাগলের জোর চিৎকার শুনে বাড়ির মালিক তরুণ বর্মনের ঘুম ভেঙে গেল। তড়িঘড়ি দরজা খুলে ঘর থেকে বেরোতেই তাঁর চোখ রীতিমতো কপালে। চোখের সামনে পূর্ণদৈর্ঘ্যের এক চিতাবাঘকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাঁর হাত-পা রীতিমতো কাঁপতে শুরু করে দেয়। তরুণের চিৎকার শুনে স্থানীয় বাসিন্দারা সেখানে হাজির হন। সবার চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে হকচকিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটি তরুণের বাড়ির ঠাকুরঘরে আশ্রয় নেয়। বনকর্মীরা এলাকায় পৌঁছে প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে সেটিকে উদ্ধার করেন।

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রামের সুখধনেরকুঠি এলাকায় দিনভর উত্তেজনা ছিল। কোচবিহারের ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'চিতাবাঘটি কোন জঙ্গল থেকে এলাকায় এসেছে বোঝা যাচ্ছে না। ট্র্যাঙ্কুলাইজ করে সেটিকে উদ্ধার করা হয়েছে। চিকিৎসা করে সেটিকে চিলাপাতার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। এদিনের ঘটনায় কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।'

ওই এলাকা থেকে মাত্র ছয় কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল। এবং তার কিছু দূরেই পার্শ্ববর্তী আলিপুরদুয়ার জেলার চিলাপাতা জঙ্গল রয়েছে। এইসব জঙ্গল থেকে মাঝেমধ্যেই লোকালয়ে চলে আসে বিভিন্ন বন্যপ্রাণী। তবে সুখধনেরকুঠি এলাকায় চিতাবাঘটি কোথা থেকে এসেছে তা জানা যায়নি। তরুণের কথায়, 'রাতে সাড়ে ৩টে নাগাদ ছাগলের চিৎকার শুনে ঘুম ভাঙে। এরপর বাইরে বেরিয়ে দেখি গোয়ালে দাঁড়িয়ে আছে চিতাবাঘ। ততক্ষণে অবশ্য ছাগলকে মেরে ফেলেছে চিতাবাঘটি। এরপর আমি চিৎকার করতে শুরু করলে বাঘটি পাশের ঠাকুর ঘরে চলে যায়।'

খবরের জেরে গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। ওই বাড়ির পাশেই থাকেন দীপালি রায় নামে এক গৃহবধূ।

তিনি বললেন, 'রাতে ওই বাড়ির মালিকের চিৎকার শুনে আমরা ঘটনাস্থলে ছুটে যাই। চোখের সামনে চিতাবাঘ দেখতে পাব এটা কোনওদিন ভাবতে পারিনি।' স্থানীয় বাসিন্দা মলিন রায়, স্বপন বর্মন সহ আরও অনেকেরই প্রায় একই বক্তব্য। খবর পেয়ে পাতলাখাওয়া রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে যান। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে গিয়ে পৌঁছায় কোচবিহার জেলার ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার, বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের চিকিৎসকদের দল সহ অন্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। দীর্ঘ প্রায় চার ঘণ্টা চেষ্টা চালিয়ে ঘুমপাড়ানি গুলিতে চিতাবাঘটিকে ট্র্যাঙ্কুলাইজ করা হয়।

হামলায় জখম চা শ্রমিক

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৪ মার্চ : লোকালয়ে হানা দিল চিতাবাঘ। বুনোর হামলায় জখম হলেন চা বাগানের এক মহিলা শ্রমিক। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর সংলগ্ন মতিধর চা বাগানে ঘটনাটি ঘটেছে। জখম চা বাগান শ্রমিক সুশীলা বেক বেল লাইনের বাসিন্দা। তাঁকে উদ্ধার করে প্রথমে চা বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে সেখানেই তাঁর চিকিৎসা চলছে বলে খবর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এদিন এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মতিধর চা বাগানের ১ নম্বর সেকশনে পাতা তুলছিলেন সুশীলা। সেই সময় একটি চিতাবাঘ ওই মহিলা শ্রমিকের ওপর আচমকা হামলা চালায়। মহিলার কানের পাশে এবং হাতে থাবা বসিয়ে দেয় জন্তুটি। শ্রমিকরাই তাঁকে উদ্ধার করে বাগানের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। রেশমি টিগ্গা নামে বাগানের এক মহিলা শ্রমিক বলেন, 'চা পাতা তোলার সময় সুশীলার চিৎকার শুনে ছুটে যাই। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়েছিল ও। সকলে আসতেই চিতাবাঘটি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।'

জখম শ্রমিক। মতিধরে।

গ্রামে আতঙ্ক

- এদিন মতিধর চা বাগানের ১ নম্বর সেকশনে পাতা তুলছিলেন সুশীলা
- সেই সময় একটি চিতাবাঘ ওই মহিলা শ্রমিকের ওপর আচমকা হামলা চালায়
- মহিলার কানের পাশে এবং হাতে থাবা বসিয়ে দেয় জন্তুটি
- চিতাবাঘ ধরতে এলাকায় খাঁচা বসানো ও বনকর্মীদের টহলদারির দাবি
- রেঞ্জ অফিসারের বক্তব্য, এলাকায় বনকর্মীরা টহল দিচ্ছেন

চা বাগানের ম্যানেজার সুশান্ত বাগচীর কথায়, 'বাগানে চিতাবাঘের আতঙ্ক রয়েছে। এর আগেও বহুবার জন্তুর দেখা মিললেও, এবার তা মানুষের ওপর হামলা চালাল। বিষয়টি বন দপ্তরের নজরে আনা হয়েছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা তথা পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শাহিদ হুসেন বলেছেন, 'বাগানে বুনোর আনাগোনা লেগেই আছে। এখানে একাধিক চিতাবাঘ রয়েছে বলে আমরা বন দপ্তরকে একাধিকবার জানিয়েছি। খাঁচাবন্দি করার অনুরোধ করা হলেও বন দপ্তর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছে না। এদিন বড় বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন এক মহিলা শ্রমিক।' চিতাবাঘ ধরতে এলাকায় খাঁচা বসানো ও বনকর্মীদের টহলদারির দাবি জানিয়েছেন বাগানের শ্রমিকরা।

ঘোষপুকুরের রেঞ্জ অফিসার প্রমিত লালের বক্তব্য, 'চা পাতা তুলতে গেলে শ্রমিকদের শব্দ করে তারপর বাগানে প্রবেশ করতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সন্ধ্যার পর অযথা চা বাগানের আশপাশে ঘোরাফেরা না করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ওই এলাকায় বনকর্মীরা টহল দিচ্ছেন।'

৭ দফা দাবিতে বিক্ষোভ

বাগডোগরা, ৪ মার্চ : ৭ দফা দাবিতে মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটে বিক্ষোভ দেখাল এআইডিএসও। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে চলে বিক্ষোভ। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা আধিকারিক বরুণ রায় এসে স্মারকলিপি গ্রহণ করলে বিক্ষোভ থামে।

স্থায়ী উপাচার্য, পরীক্ষা নিয়ামক নিয়োগ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনা, ছাত্র সংসদ নির্বাচন সহ একাধিক দাবিতে এদিন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অভিযানের ডাক দিয়েছিল এআইডিএসও। সেইমতো এদিন সংগঠনের সদস্যরা শিবমন্দিরের মেডিকেল মোড়ে জমা হন। তাঁরা মিছিল করে ২ নম্বর গেটে আসেন। সেখানে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের এসিপি দেবাশিস বসুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন ছিল। ঝামেলার আঁচ করতে পেরে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এদিন সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায়ের নেতৃত্বে শতাধিক কর্মী গেটে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। বিশ্বজিৎ বলেন, 'জাতীয় এবং রাজ্যের

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়

নীতির জন্য শিক্ষাব্যবস্থা বিপর্যস্ত। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নেই। শূন্যপদে অধ্যাপক নিয়োগ করা হচ্ছে না। বিভিন্ন বিভাগ বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। বাড়ছে ড্রপ আউট। আমরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি করছি।'

অন্যদিকে, সোমবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তন্ময় অধিকারী সহ এসএফআই কর্মীদের ওপর দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এর প্রতিবাদে এবং দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে এদিন বিকেলে মাটিগাড়া থানায় সিপিএমের মাটিগাড়া এরিয়া কমিটির তরফে স্মারকলিপি দেওয়া হয়।

এদিন সিপিএমের মাটিগাড়ার কার্যালয় থেকে দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, বর্ষীয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্য, জীবেশ সরকারের নেতৃত্বে মিছিল করা হয়। থানার গেটে মিছিল আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন তাঁরা। পরে সমনের নেতৃত্বে ১০ জনের এক প্রতিনিধি দল আইসির সঙ্গে কথা বলে এবং স্মারকলিপি দেয়।

পড়ুয়াদের সংবর্ধনা

গোয়ালপোখর, ৪ মার্চ : প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বিভাগে সাফল্য পেয়েছে গোয়ালপোখর চক্রের তিন পড়ুয়া। মঙ্গলবার বিবেকানন্দ হলে তাদের সংবর্ধনা জানালেন গোয়ালপোখরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। এদিনের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ছাড়াও বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক ও গোয়ালপোখর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক ইন্দ্রজিৎ দাস উপস্থিত ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, 'তিন পড়ুয়ার সাফল্যের পিছনে শিক্ষকদের যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। তাঁদের ক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় সফল হতে পেরেছে পড়ুয়ারা।'

প্রশাসনের দ্বারস্থ কৃষকরা

আবর্জনায় ভরাট কৃষিনালা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৪ মার্চ : শুখা মরশুমে জলের ঘাটতি স্বাভাবিক ঘটনা। কিন্তু জলসেচের কৃষিনালা যদি ভরাট থাকে আবর্জনায়, তবে প্রশাসনিক ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। আবর্জনা জমে প্রায় দেড় কিলোমিটার কৃষিনালা ভরাট হয়ে থাকায় এমন প্রশ্ন উঠেছে নকশালবাড়িতে। ছয় মাস ধরে এমন পরিস্থিতি থাকায় বোরো ধান চাষ থেকে বঞ্চিত এলাকার প্রায় এক হাজার কৃষক। এই সমস্যায় ভুগছেন কোটিয়াজোত, জয়সিংজোত, ঢাকনাজোত, বেঙ্গাইজোত, লালজিজোতের কৃষকরা। একাধিকবার পঞ্চায়েতকে বলা হলেও কাজ না হওয়ায় এখানকার কৃষকরা দ্বারস্থ হয়েছেন নকশালবাড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিকের দপ্তরের।

নকশালবাড়ি ব্লক কৃষি আধিকারিক তমালি সরকার বলেন, 'কোটিয়াজোত এলাকায় কৃষিনালায় আবর্জনা জমে থাকায় প্রায় এক হাজার কৃষক এবছর বোরো ধানের চাষ করতে পারছেন না। কৃষিনালাগুলি আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় একমাত্র কোটিয়াজোতের কৃষকরা এই নালার ওপর নির্ভর করে বোরো ধানের চাষ করেন। সেটাও আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। আমরাও এই নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছি।'

এলাকার কৃষির উন্নতিতে নয়ের দশকে নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কোটিয়াজোত এলাকায় বাতারিয়া নদীতে চারটি স্লুইস গেট তৈরি করে কৃষিনালা নির্মাণ করেছিল শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সেচ বিভাগ। এই কৃষিনালা থেকে মণিরাম এবং নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রায় দুশো হেক্টর কৃষিজমি জল পেত। বর্তমানে দুটি গেট ভাঙা। পাশাপাশি, দক্ষিণ কোটিয়াজোত এলাকায় দেড় কিলোমিটার কৃষিনালাতে আবর্জনা জমে প্রায় বন্ধের মুখে গোটা কৃষিনালা। ফলে পর্যাপ্ত জল পৌঁছায় না জমিগুলিতে। অন্যদিকে, একই এলাকায় একটি স্লুইস গেট ভেঙে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে আছে। এমন পরিস্থিতিতে বাঁধটি দ্রুত সংস্কারের দাবি তুলেছেন কৃষকরা। রবিশস্য এবং খরিফ শস্য দু'ধরনের কৃষিকাজই হয় এলাকায়। তবে সমস্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে বোরো ধানের চাষে। স্থানীয় কৃষক মনোরঞ্জন সিংহ বলেন, 'আমাদের ধান চাষই প্রধান জীবিকা। গত এক দেড় বছর ধরে আমরা এলাকার বাসিন্দারা নিজেরা কৃষিনালাগুলি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে জমিতে জল নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখন আর সম্ভব হচ্ছে না।' একদিকে, স্লুইস গেট ভেঙে জল বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার অন্যদিকে ঘরের আবর্জনা ফেলে গোটা কৃষিনালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে এবছর আর কোনও কৃষকই বোরো ধানের চাষ করতে পারছেন না। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য অশোক প্রধান বলেন, 'কৃষকরা একাধিকবার এই নিয়ে পঞ্চায়েত কার্যালয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু গ্রাম পঞ্চায়েতের পক্ষে এত বড় কৃষিনালা সংস্কার করা সম্ভব নয়। তাই বিষয়টি শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ এবং এলাকার বিধায়ককে খুব শীঘ্রই জানাব।' নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'বছর দুয়েক আগে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ থেকে কোটিয়াজোতের বাঁধটি সংস্কার করা হয়েছিল। আবার সেখানে কী সমস্যা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখে সংশ্লিষ্ট দপ্তরে চিঠি করব।'

কৃষিনালায় জমে আবর্জনা। মঙ্গলবার। নকশালবাড়িতে।

> কোটিয়াজোত এলাকায় কৃষিনালায় আবর্জনা জমে থাকায় প্রায় এক হাজার কৃষক এবছর বোরো ধানের চাষ করতে পারছেন না। কৃষিনালাগুলি আবর্জনায় ভরে গিয়েছে। আমরাও এই নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েছি।
>
> **তমালি সরকার**
> *ব্লক কৃষি আধিকারিক*

গ্রেপ্তার এক

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : মহানন্দা নদী থেকে ট্রাকে করে অবৈধভাবে বালি ও পাথর তুলে নিয়ে যাওয়ার সময় গ্রেপ্তার করা হল একজনকে। সোমবার রাতে সেই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত ব্যক্তির নাম লক্ষ্মণ সিং। সে প্রকাশনগর এলাকার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে চেকপোস্ট থেকে ওই ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। মঙ্গলবার ধৃত ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : ফুলবাড়ির আমাইদিঘি এলাকায় দেশি আগ্নেয়াস্ত্র এবং কার্তুজ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মঙ্গলবার আমাইদিঘির সাব-ক্যানাল রোডে স্থানীয় বাসিন্দারা প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় একটি আগ্নেয়াস্ত্র পড়ে থাকতে দেখেন। যেখানে চারটি কার্তুজও ছিল। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ গিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে। কে বা কারা সেই আগ্নেয়াস্ত্র এলাকায় ফেলে গিয়েছে তা জানতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

গাড়িতে চুরি

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : মালবোঝাই চারটি ছোট গাড়ি থেকে নগদ টাকা, টায়ার চুরির অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে ফুলবাড়ির পশ্চিম ধনতলায়। সোমবার রাতে সামগ্রী বোঝাইয়ের পর গাড়িগুলো একটি বাড়ির সামনে দাঁড় করিয়ে রাখা ছিল। মঙ্গলবার সকালে দেখা যায়, গাড়ির কাচ ভাঙা এবং ভেতরে থাকা নগদ টাকা, কাগজপত্র উধাও। পাশাপাশি টায়ার খুলে নিয়ে গিয়েছে দুষ্কৃতীরা। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

প্রশিক্ষণ শিবির

ফাঁসিদেওয়া, ৪ মার্চ : ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের তরফে মঙ্গলবার পুষ্টিকর খাবার তৈরি নিয়ে ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে একটি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিনের শিবিরে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ৩০ জন মহিলা এই প্রশিক্ষণ নেন। কীভাবে বাড়িতেই বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা যায় সে বিষয়টি শেখাতেই এই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে সংগঠনের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর তরুণকুমার মাইতি জানিয়েছেন।

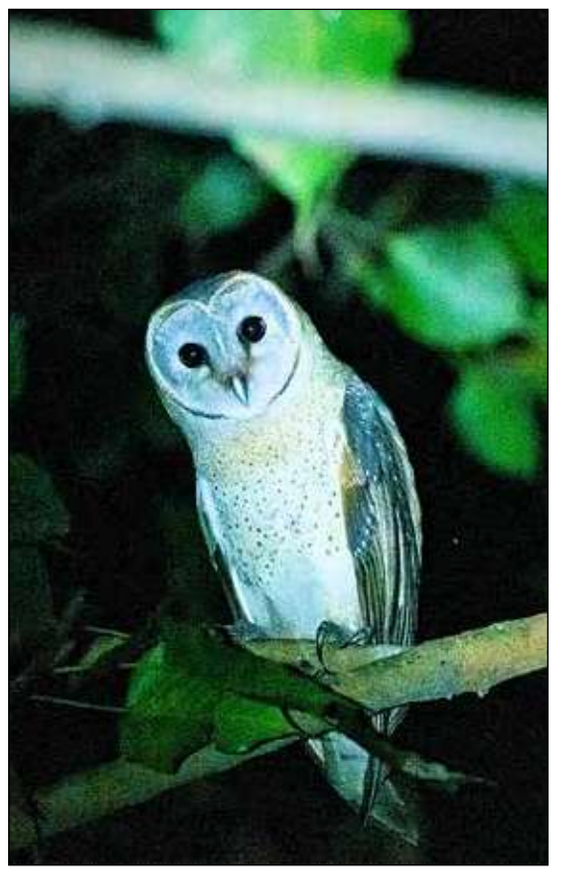

নিশাচর।। ধূপগুড়ি সাব-ডিভিশনাল হাসপাতালের কাছে ছবিটি তুলেছেন দেবাঞ্জন রায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

যানজট নিয়ে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যা সমাধানের রূপরেখা তৈরি করতে কমিটি গঠন করবে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)। মঙ্গলবার লালকুঠিতে প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক এবং পরিবহণচালকদের নিয়ে বৈঠক করলেন জিটিএ চিফ অনীত থাপা। এই কমিটিতে জিটিএ, দার্জিলিংয়ের মহকুমা শাসক, দার্জিলিং ট্রাফিক পুলিশের কর্তা, আঞ্চলিক পরিবহণ দপ্তর এবং পরিবহণচালকদের সংগঠনের প্রতিনিধি থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। সামনেই দার্জিলিংয়ে পর্যটন মরশুম শুরু হবে। পর্যটকদের আনাগোনা বাড়লেই যে দার্জিলিংয়ে যানজট বাড়ে, তা কারও অজানা নয়।

এদিনের বৈঠকে পুলিশ, জেলা প্রশাসন, পরিবহণ দপ্তর সহ অন্যান্য দপ্তরের আধিকারিক এবং পরিবহণচালক সংগঠনের প্রতিনিধি হাজির হয়েছিলেন। বৈঠক শেষে অনীত বলেন, 'পর্যটনের মরশুম আসছে। ফলে দার্জিলিংয়ের যানজট নিয়ে আমরা চিন্তিত। তাই এদিন সবাইকে নিয়ে বৈঠক করেছি। প্রত্যেক দপ্তরই নিজেদের সমস্যার কথা বলেছে। আমরা এই সমস্যা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটি কমিটি তৈরি করছি।' সেই কমিটি নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, এলাকায় ঘুরে সমীক্ষা করে রিপোর্ট জমা দেবে বলে জানিয়েছেন তিনি। পরবর্তীতে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত দুই

চোপড়া, ৪ মার্চ : চোপড়া থানার তিনমাইলে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল দুই বন্ধুর। মৃতদের নাম তাপস দাস (৩৪) ও দিলীপ পাহাড়ি (৩৬)। দুজনেরই বাড়ি তিনমাইলে। পুলিশ ও স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, সোমবার গভীর রাতে রাস্তা পার হতে গিয়ে বিপত্তি ঘটে। চোপড়া থানার পুলিশ রাতেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুজনকে উদ্ধার করে দলুয়া ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আনে। কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁদের মৃত ঘোষণা করেন। পরে ময়নাতদন্তের জন্য দেহ দুটো ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠানো হয়। মঙ্গলবার পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে মৃতদেহগুলো। তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্ত শেষে পুলিশের অনুমান, সম্ভবত রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে অসাবধানবশত দূরপাল্লার কোনও গাড়ি চাপা দিয়ে চম্পট দেয়। সেই গাড়ির খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে। এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। মৃত তাপসের বোন পিংকি দাস জানালেন, তাঁর দাদা চা কারখানার হেড মিস্ত্রি পদে কাজ করতেন। রাতে কাজ থেকে ফিরে চা খেয়ে বন্ধুর সঙ্গে বাইরে বেরিয়েছিলেন। তার বেশ কিছুক্ষণ পর ঘটনার কথা জানতে পারেন।

এদিকে, মঙ্গলবার সকালে তিনমাইলে জাতীয় সড়কের ওপর একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে যায়। এরপর চোপড়ার সুভাষনগরে জাতীয় সড়কে বাঁশের বাতাবোঝাই আরও একটি লরি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উলটে গিয়েছে।

জখম তরুণের মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : জ্যোতির্ময় কলোনিতে অস্ত্র নিয়ে মারামারির ঘটনায় চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু হল এক তরুণের। পুলিশ জানায়, মৃতের নাম কাজল রায় (২৫)। তিনি শিলিগুড়ির ৩২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা ছিলেন। সোমবার রাতে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে কাজলের মৃত্যু হয়। ঘটনার সূত্রপাত গত বৃহস্পতিবার রাতে। জ্যোতির্ময় কলোনিতে নেশার আসরকে কেন্দ্র করে দু'পক্ষের মধ্যে মারামারি হয়। অভিযোগ, স্থানীয় কয়েকজনের মদতে বহিরাগতরা এলাকাবাসীর বাড়িঘর ভাঙচুর করে, মহিলাদের মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনার পর স্থানীয়রা থানায় একটি মাস পিটিশন দাখিল করেন। কিন্তু শুক্রবার দুপুরে কয়েকজন বহিরাগত এলাকায় ফের গোলমাল বাধায়। সেই সময় অস্ত্র নিয়ে কাজল সহ চারজনের ওপর হামলা হয়। কাজলের মাথায় অস্ত্রের কোপ লাগে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে নার্সিংহোমে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছিলেন। সোমবার রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। মারামারির ঘটনার পর ইতিমধ্যে এনজেপি থানায় তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও মঙ্গলবার পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি বলে খবর। পুলিশ সূত্রে খবর, অস্ত্র নিয়ে চড়াও হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্তরা গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তবে পুলিশ তাদের খোঁজ শুরু করেছে।

কাজলের মৃত্যুর ঘটনায় সুকান্তপল্লি এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। এদিন দেহটি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্ত করা হয়। মেয়র গৌতম দেব মৃতের বাড়িতে গিয়ে শেষশ্রদ্ধা জানান। পাশাপাশি দোষীদের যাতে শাস্তি হয়, সেই বিষয়ে তিনি পরিবারের সদস্যদের আশ্বাস দেন।

ভেষজ আবির তৈরি হচ্ছে না ব্যাংডুবিতে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৪ মার্চ : আর ক'দিন পরই দোল। সকলে মাতবেন রংয়ের উৎসবে। সেই মতো চলছে কেনাকাটা। তবে মানুষ এখন অনেক বেশি স্বাস্থ্য সচেতন। সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে চাহিদা বেড়েছে ভেষজ আবিরের। দোকানে গিয়ে অনেকেই খোঁজেন রাসায়নিকমুক্ত আবির বা রং। সেকথা মাথায় রেখে বন বিভাগের নন-টিম্বার ফরেস্ট প্রোডিউস ডিভিশন (এনটিএফপিডি)-এর তরফে ভেষজ আবির তৈরি করা হত অন্য বছর। কিন্তু এ বছর তা হচ্ছে না। একাজে যুক্ত কর্মীরা জানিয়েছেন, তাঁদের কাছে এবার উপকরণ পাঠানো হয়নি। সেকারণে তাঁরা ভেষজ আবির তৈরি করতে পারেননি। কেন এমন হল, তার কোনও সদুত্তর দিতে পারেননি এনটিএফপিডির রেঞ্জ অফিসার শুভজিৎ মিত্র।

বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত বছর প্রায় ৬ কুইন্টাল ভেষজ আবির তৈরি করা হয়েছিল। ভালো মানের ট্যালকম পাউডারের সঙ্গে বেলপাতা, গাঁদাফুলের পাপড়ি চূর্ণ করে মিশিয়ে ভেষজ আবির প্রস্তুত করা হয়। এটা মানব শরীরের কোনও ক্ষতি করে না। অন্য বছর বনজের শিলিগুড়ির হাকিমপাড়া, জলপাইগুড়ি, লাটাগুড়ি, গয়েরকাটা, নীলপাড়া, সুকনা এবং ব্যাংডুবির বিপণনকেন্দ্রে এই আবির পাওয়া যায়। যা বিক্রি করে লক্ষ্মীলাভ হয় বন দপ্তরের। কিন্তু এবছর তা মিলবে না। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও কেন আবির তৈরি করা হল না, এ নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন ক্রেতারাই।

অঞ্জনকুমার ভঞ্জ নামে এক ক্রেতা এদিন ব্যাংডুবির বিপণনকেন্দ্রে আবির কিনতে এসেছিলেন। তিনি বলেন, 'বাজারের অধিকাংশ রংয়ে রাসায়নিক থাকে। এজন্য আমি প্রতিবছর ভেষজ আবির কিনি। শুনলাম এবছর উৎপাদন বন্ধ। এসে হতাশ হতে হল।'

> বাজারের অধিকাংশ রংয়ে রাসায়নিক থাকে। এজন্য আমি প্রতিবছর ভেষজ আবির কিনি। শুনলাম এবছর উৎপাদন বন্ধ। এসে হতাশ হতে হল।
>
> **অঞ্জনকুমার ভঞ্জ,** *ক্রেতা*

> এবছর ব্যাংডুবির এনটিএফপিডির উৎপাদনকেন্দ্রে ভেষজ আবির প্রস্তুত করা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, এবিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে।
>
> **শুভজিৎ মিত্র,** *রেঞ্জ অফিসার*

এনটিএফপিডির রেঞ্জ অফিসার শুভজিৎ মিত্র বলেছেন, 'এবছর ব্যাংডুবির এনটিএফপিডির উৎপাদনকেন্দ্রে ভেষজ আবির প্রস্তুত করা হচ্ছে না। কেন হচ্ছে না, এবিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে।' তবে তাঁর সংযোজন, 'এই বিভাগের তদারকির দায়িত্বে থাকা ডিএফও গত ২৮ ফেব্রুয়ারি অবসর নিয়েছেন। অন্য বিভাগের ডিএফও অতিরিক্ত দায়িত্বে রয়েছেন।' তিনি এমন কথা বললেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বনকর্তা বলেছেন, 'ফান্ড না মেলায় এবার ভেষজ আবির উৎপাদন করা যায়নি। এতে আর্থিক ক্ষতি হল।'

বাড়ি তৈরি না করা উপভোক্তার বাড়িতে ইসলামপুরের বিডিও। মঙ্গলবার।

উপভোক্তাদের দুয়ারে প্রশাসন

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৪ মার্চ : বাংলার বাড়ি প্রকল্পে ইসলামপুর ব্লকের ৩০৭০ জন উপভোক্তা প্রথম কিস্তির যাট হাজার টাকা পেলেও তাঁদের মধ্যে অনেকেই বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি বলে ব্লক প্রশাসন জানতে পেরেছে। তাই প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়া উপভোক্তাদের বাড়ি বাড়ি সার্ভে শুরু করেছে ব্লক প্রশাসন। এমনকি বিডিও নিজেও উপভোক্তাদের বাড়িতে যাচ্ছেন। এই সার্ভেতে ইতিমধ্যে যে ২০০০ জন উপভোক্তার বাড়ি সার্ভে করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে ১০৮ জন বাড়ি তৈরি শুরু করেননি বলে জানা গিয়েছে। ইসলামপুর ব্লকের মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এমন উপভোক্তাদের সংখ্যা বেশি।

মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ফরিদা খাতুন বলেন, 'আমাদের পঞ্চায়েতে প্রায় ২০ জন উপভোক্তা এখনও বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করেননি। কী কারণে তাঁরা বাড়ি তৈরি করছেন না সে বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে। উপভোক্তারা জানিয়েছেন শ্রমিকের অভাবের কারণে অনেকে বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করতে পারেননি।'

ইসলামপুর ব্লকের বিডিও দীপান্বিতা বর্মনের বক্তব্য, 'যাঁরা এখনও কাজ শুরু করেননি তাঁদের দ্রুত কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। নজরদারি রাখতে ব্লক এবং পঞ্চায়েত আধিকারিকরা উপভোক্তাদের বাড়িতে যাচ্ছেন।'

মাটিকুন্ডা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সরদারভিটা এলাকার বাসিন্দা নরদেব সিংহ প্রথম কিস্তির টাকা পেলেও এখনও বাড়ি তৈরি করেননি। এবিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'টাকা পেয়েছি কিন্তু বাড়ি বানানোর মিস্ত্রি পাচ্ছি না। এলাকার মিস্ত্রিরা অনেক কাজের দায়িত্ব নিয়ে নিয়েছে। তাই যখনই কাজের কথা বলি শুধু আসব, আসছি এইসবই বলছে। অন্যদিকে, পঞ্চায়েতের লোকজন বাড়িতে এসে তাড়াতাড়ি কাজ শুরু করতে বলছেন। মিস্ত্রি পেলেই কাজ শুরু করব।'

টাকা পেয়েও শুরু করেননি বাড়ির কাজ

প্রথম কিস্তির টাকা দেওয়ার পর ব্লকের প্রত্যেক পঞ্চায়েতে উপভোক্তাদের নিয়ে সভার আয়োজন করেছিল ব্লক প্রশাসন। সেই সভায় উপভোক্তাদের দ্রুত বাড়ি তৈরির কাজ শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাছাড়া বাড়ি তৈরিতে উপভোক্তারা যাতে কোনও সমস্যায় না পড়েন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে সরঞ্জাম মজুত রেখে দাম বাড়ানো না হয়, সেজন্য বাড়ি তৈরিতে যেসব সরঞ্জামের প্রয়োজন সেই ব্যবসায়ীদেরও সভায় ডাকা হয়েছিল। তবে প্রাথমিকভাবে সার্ভেতে ব্লক প্রশাসন জানতে পেরেছে, একসঙ্গে এত বাড়ি তৈরির কাজ শুরু হওয়ার জন্য শ্রমিকের অভাব দেখা দিয়েছে। সেই কারণেই কিছুক্ষেত্রে বাড়ি তৈরিতে দেরি হচ্ছে।

পদ্মের ভোটারদের নাম বাদের অভিযোগ

কুমারগ্রাম, ৪ মার্চ : ভুয়ো ভোটার ধরতে আলিপুরদুয়ার জেলায় সোমবার থেকে তৃণমূলের কর্মসূচি শুরু হয়েছে। দলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক নিজে কুমারগ্রাম বিধানসভার বারবিশায় সভা করে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গিয়েছেন। এদিকে বিজেপির পালটা অভিযোগ, সেই বিধানসভা এলাকাতেই ভুয়ো ভোটার বলে দাগিয়ে দিয়ে বেছে বেছে তাদের সমর্থকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে। কুমারগ্রাম বিধানসভা এলাকায় বিজেপির এমন প্রায় ৬ হাজার কর্মী-সমর্থকদের নাম বাতিল করা হয়েছে।

বিষয়টি নজরে আসতেই নড়েচড়ে বসেন বিজেপি নেতারা। ঘটনার প্রতিবাদে কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নলিত দাস বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ করেন। কুমারগ্রামের বিডিও অবিনাশ কুমার বলেন, 'অভিযোগ খতিয়ে দেখে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে।'

নাম বাদ গিয়েছে জয়দেবপুর টাপুর বাসিন্দা সোমারি ওরাওঁয়ের। অবাক সোমারির বক্তব্য, 'আমি বাড়িতেই থাকি। ভোটও দিই। তবুও আমার নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে।' শুধু তাই নয়, সোমারির ছেলে শালিক ওরাওঁয়ের নামও বাতিল হয়ে গিয়েছে। এনিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দেগে কুমারগ্রামের বিজেপি বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ বলেন, 'গোটা বিধানসভার ৩০২টি বুথ থেকে প্রায় ৬ হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। তাঁরা কেউই ভুয়ো ভোটার নন। তাঁরা সবাই বিজেপির সমর্থক।'

যদিও অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তৃণমূলের আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইক। তাঁর সাফ কথা, 'যদি কোথাও বিজেপি সমর্থকদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গিয়ে থাকে তবে তাঁরা নির্দিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানাতে পারেন।'

প্রকাশ অস্বীকার করলেও ভারতচন্দ্র নমদাস তো সরাসরি অভিযোগ করে জানালেন, বিজেপিকে সমর্থন করায় তৃণমূলের এক নেতার সুপারিশে তাঁর দুই ছেলে সুবেনচন্দ্র নমদাস ও ভুবনচন্দ্র নমদাস এবং নাতি সমীরণচন্দ্র নমদাসের নাম ভোটার তালিকা থেকে কেটে দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের বৈঠকে উঠে এল অবৈধ কারবারের প্রসঙ্গ

বালি পাচার নিয়ে প্রশ্ন দলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : ভূতুড়ে ভোটার তাড়ানো হবে কী করে, সেই পরিকল্পনা করতে বৈঠক ডাকে তৃণমূল কংগ্রেস। আলোচনায় প্রথমে ভোটার তালিকার প্রসঙ্গ উঠে এলেও হঠাৎ করে জেলা কমিটির সদস্য মাটিগাড়ার এক নেতা অবৈধ বালি পাচার এবং ডাম্পারের দাপট নিয়ে সরব হন দলেরই আরেক নেতার বিরুদ্ধে।

দলীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে শিলিগুড়িতেও শুরু হয়েছে তৃণমূলের ভূতুড়ে ভোটার ধরার অভিযান। পরিকল্পনাকে বৃহত্তর আকার দিতেই সোমবার রাতে বৈঠক ডেকেছিল জেলা নেতৃত্ব। কিন্তু বৈঠকের শুরুতেই বালি পাচার নিয়ে সরব হন মাটিগাড়ার ওই নেতা। তাঁর অভিযোগ, মাটিগাড়ায় কয়েকজন বালি মাফিয়া নদী লুট করছে। নদীতে আর্থমুভার নামিয়ে গাড়ি গাড়ি বালি তুলে পাচার করছে। আর স্থানীয় শ্রমিকরা কাজ পাচ্ছেন না। এসব বন্ধ না হলে তিনি নিজেই ডাম্পার আটকে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

ওই নেতা বলেন, 'বালাসন সংলগ্ন এলাকার প্রচুর মানুষ আগে পাথর ভেঙে, নদী থেকে বালি তুলে রোজগার করতেন। তাঁরা ট্র্যাক্টরে বালি আনা-নেওয়ার কাজ করতেন। কিন্তু সবার কাজ বন্ধ করে দিয়ে এখন আর্থমুভার দিয়ে বালি তুলে সরাসরি ডাম্পারে পাচার করা হচ্ছে। সরকারকে কোনও রাজস্ব দেওয়া হচ্ছে না।'

পাথরঘাটার এক বালি মাফিয়ার বিরুদ্ধেও সরব হন তিনি। তাঁর অভিযোগ, আগে র‍্যাশন কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত ওই ব্যক্তি বর্তমানে বালির ব্যবসার সঙ্গে সরকারি জমি প্লট করে বিক্রি করছেন। ক্র্যাশারের কারবারে যুক্ত হয়েছেন। কেউ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অথচ বালি, পাথরের অভাবে সাধারণ মানুষ আবাস প্রকল্পের ঘর তৈরি করতে পারছেন না। ফলে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। দলের একাংশ এই বালি পাচারে মদত দিচ্ছে বলেও অভিযোগ। তাই এবার ডাম্পার আটকে দেবেন বলে জেলা নেতৃত্বকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন ওই নেতা।

কী অভিযোগ

- ভূতুড়ে ভোটার ধরার বৈঠকে উঠে এল অবৈধ বালির কারবার
- দলীয় নেতার বিরুদ্ধে কালো কারবার প্রসঙ্গে আঙুল তুললেন দলের এক নেতা
- ডাম্পার আটকে দেওয়ার হুঁশিয়ারি মাটিগাড়ার ওই নেতার
- অবৈধ কারবারে প্রশাসনের কোর্টে বল ঠেললেন জেলা সভানেত্রী

যদিও তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ বলেছেন, 'দলের বৈঠকে অনেকেই অনেক প্রসঙ্গ তোলেন। সেগুলি নিয়ে আলোচনা হয়। তবে, ডাম্পারে বালি পাচারের বিষয়টি প্রশাসনের দেখা উচিত।'

মাটিগাড়ায় বালাসন নদী থেকে বালি তুলে ডাম্পারে পাচার নতুন নয়। নদী থেকে বালি তুলে হালের মাথা থেকে বিডিও অফিস এবং ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের দপ্তরের সামনের রাস্তা দিয়ে বালি ভর্তি ডাম্পারগুলি জাতীয় সড়ক হয়ে বিভিন্ন গন্তব্যে যায়।

এর ফলে বিডিও অফিসের সামনের রাস্তাটি সারাবছরই বেহাল অবস্থায় থাকে। বর্ষায় রাস্তায় জলকাদা জমে যায়। গত বছর কয়েক কোটি টাকা খরচ করে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর পেভার্স ব্লক বসিয়ে রাস্তাটি তৈরি করে দিয়েছে।

কিন্তু ডাম্পারের দাপট না কমায় রাস্তাটি ইতিমধ্যেই বেহাল হওয়ার পথে। অভিযোগ, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে প্রশাসনের একাংশকে সেটিং করে দিনরাত বালি পাচারের কারবার চলছে।

জামিনের পর গ্রেপ্তার সইদুল

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৪ মার্চ : পাঁচটি মামলায় অন্তর্বর্তী জামিন পেয়েও শেষরক্ষা হল না। দীর্ঘ ৯ মাস ফেরার থাকার পর অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন বিদেশে কয়েক হাজার কোটি টাকা পাচারে মূল অভিযুক্ত মহম্মদ সইদুল। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ ঘোষপুকুর ফাঁড়ি থেকে সইদুল এবং তাঁর আরেক শাগরেদ তপন গোপকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।

২০২৪ সালের ২৮ মে গোপন খবরের ভিত্তিতে চটহাটে হানা দিয়ে সইদুল এবং অনিল গোপের বাড়ি থেকে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাংকের পাসবই, এটিএম কার্ড এবং মোবাইলের সিম কার্ড উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় একাধিক অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেও পুলিশের দাবি, সইদুল এবং অনিলের ভাই তপন ফেরার ছিলেন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি এবং ১ মার্চ কয়েকটি মামলায় শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে

ধৃত মহম্মদ সইদুল ও তপন গোপের স্বাস্থ্য পরীক্ষা। মঙ্গলবার।

আত্মসমর্পণ করলে জামিন পান সইদুল। বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী এদিন ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে হাজিরা দিতে যান সইদুল এবং তপন। তখনই পুলিশ তাঁদের দুজনকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে, কয়েকটি মামলায় জামিন হলেও আরও দুটি মামলায় জামিন পাননি। যদিও, তদন্তের স্বার্থে কোন কোন মামলায় পুলিশ এদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে, তা জানায়নি।

সাধারণ মানুষের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ভাড়ায় নিয়ে সেই অ্যাকাউন্ট দিয়ে হাজার হাজার কোটি টাকার লেনদেনের অভিযোগ উঠেছিল সইদুলের বিরুদ্ধে। তাঁর সঙ্গে আরও কয়েকজন মিলে এই চক্রটিকে শিলিগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় সক্রিয় করে তুলেছিল। শুধু যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করে টাকা বিদেশে পাচারের অভিযোগ তা নয়, এই সইদুলের বিরুদ্ধে চটহাটে অন্যের জমিতে দ্বিতলবিশিষ্ট মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলার অভিযোগ উঠেছিল।

> তদন্তের স্বার্থে আদালতের নিয়ম মেনে সইদুল ফাঁসিদেওয়া থানায় গেলে, অন্য মামলায় পুলিশ ওঁকে গ্রেপ্তার করেছে। থানায় গেলে পুলিশ আমাকেও হেনস্তা করে বের করে দিয়েছে।
>
> **সৌভিক সেনগুপ্ত**
> *মহম্মদ সইদুলের আইনজীবী*

সূত্রের খবর, সইদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক তথ্য হাতে পেয়েছে পুলিশ। সেই ভিত্তিতেই এদিন গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁকে। এসডিপিও (নকশালবাড়ি) নেহা জৈন বলছেন, 'সইদুলের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগ রয়েছে। সেই মামলায় এদিন তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কিংপিন সইদুলই। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশি হেপাজতের আর্জি জানিয়ে বুধবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে।'

প্রতিবাদ

বাগডোগরা, ৪ মার্চ : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনায় ধিক্কার জানিয়ে শিক্ষামন্ত্রীকে গ্রেপ্তারের দাবিতে, দিনহাটায় সিপিএমের পার্টি অফিস ভাঙচুর এবং ৩ মার্চ উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূলিদের হাতে এসএফআইয়ের দার্জিলিং জেলা সভাপতি তন্ময় অধিকারীর ওপর আক্রমণের প্রতিবাদে সিপিএমের বাগডোগরা এরিয়া কমিটির ডাকে মঙ্গলবার বাগডোগরাতে একটি প্রতিবাদ মিছিল করা হয়। সিপিএমের এরিয়া কমিটির সম্পাদক শীতল দত্ত, প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় প্রমুখ সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

সাহায্য

ইসলামপুর, ৪ মার্চ : ইসলামপুর ব্লকের গাইসাল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রামপুর এলাকায় গত শুক্রবারের বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সাতটি পরিবার। মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে ত্রাণ পৌঁছে দিতে রামপুরে গিয়েছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য ফারহাদ বানুর স্বামী জাভেদ আখতার। সেখানে পৌঁছে ক্ষতিগ্রস্তদের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেন তিনি।

মজিবুরের পাশে দাঁড়াল কংগ্রেস

চোপড়া, ৪ মার্চ : ঘটনার চারদিন পরও তৃণমূল কংগ্রেসের দাপুটে নেতা মজিবুর রহমানের কোনও খোঁজ নেই। অস্ত্র আইন সহ একাধিক মামলায় মজিবুরকে পুলিশ কালিকাপুর গ্রামে গিয়ে শনিবার পাকড়াও করলেও বাসিন্দাদের একাংশ তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায়। তারপর থেকেই তিনি ফেরার।

চোপড়ার দলীয় বিধায়ক গোড়ার দিন থেকেই ওই নেতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। এবারে কংগ্রেস তাঁর পাশে দাঁড়ানোয় বিষয়টিকে কেন্দ্র করে জোর চর্চা শুরু হয়েছে। চোপড়া ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মহম্মদ মসিরউদ্দিনের কথায়, 'মজিবুর ভালো মানুষ। দীর্ঘদিন কংগ্রেস করেছেন। একসময় কংগ্রেসের নির্বাচিত সদস্যও ছিলেন। দলবদলের পর এখন তিনি তৃণমূলের চক্রান্তের শিকার। পুলিশ হন্যে হয়ে তাঁকে খুঁজছে। সবটাই তৃণমূলের সাজানো প্লট।'

গত লোকসভা ভোটে দলবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের চুটিয়াখোর অঞ্চল কমিটি দলের সব দায়িত্ব থেকে মজিবুরকে দু'বছরের জন্য বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। একই অভিযোগে গোটা ব্লকে আরও নেতা-কর্মীকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সুযোগে তৃণমূল ভাঙতে বহিষ্কৃত এই নেতাদের কাছে টানতে কংগ্রেস তৎপর হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। একারণেই দলের ব্লক সভাপতি মজিবুরের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ : খুনের দায়ে এক ব্যক্তিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণা করল আদালত। মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত দায়রা আদালতের ফাস্ট ট্র্যাক ফার্স্ট কোর্টের বিচারক সাথি মুখোপাধ্যায় ওই সাজা ঘোষণা করেছেন। অভিযুক্তের নাম মাইকেল কুজুর।

ওই মামলায় সরকারপক্ষের আইনজীবী প্রণব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'মামলাটিতে ১৫ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে যাবজ্জীবন সাজার নির্দেশ দিয়েছেন।'

ওই ছুটেছে খেলনাগাড়ি।। মঙ্গলবার রংটংয়ে সূত্রধরের তোলা ছবি।

উপার্জিত অর্থ ব্যয় করা হবে গ্রামের উন্নয়নে

পাইন ফরেস্টে পর্যটনের ঠিকানা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : পর্যটনের নতুন ডেস্টিনেশন 'হেভেন, দ্য পাইন ফরেস্ট'। গ্রীষ্মকালীন পর্যটন মরশুম শুরু হওয়ার আগেই পাইন বনে ঘেরা জায়গাটি হাতছানি দেওয়া শুরু করে দিয়েছে। এতদিন কার্সিয়াংয়ের ডাউহিল পাইন ফরেস্ট ছিল পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রে। এবার তার সঙ্গে যুক্ত হল হেভেন, দ্য পাইন ফরেস্ট। মঙ্গলবার বন দপ্তরের কার্সিয়াং রেঞ্জের ধোবিঝোরায় ডাউহিল পাইন ফরেস্টের দ্বিতীয় পর্যটন এলাকাটির উদ্বোধন করেন দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল। এটি ডাউহিল পাইন ফরেস্টের বর্ধিত ইকো পর্যটনকেন্দ্র।

জেলা শাসকের বক্তব্য, 'দেশ-বিদেশের পর্যটকদের কাছে কার্সিয়াং জনপ্রিয়। এখন থেকে পর্যটকদের কাছে জবপ্রিয় হয়ে উঠবে ডাউহিলের পরিবেশবান্ধব এই পর্যটনস্থানটি।' কেন্দ্রটি নিয়ে আশাবাদী বন দপ্তরও।

কুয়াশায় পাতা ভেজে ডাউহিলের পাইন বনের। মেঘের চাদরেও প্রায় সময় মুড়ে যায় এলাকাটি। যা ভেদ করার আপ্রাণ চেষ্টা চালায় সূর্য। প্রাকৃতিক এমন নৈসর্গিক দৃশ্যের সাক্ষী থাকতে পর্যটকদের গাড়ির চাকা ওঠে কার্সিয়াং স্টেশনটির মুখোমুখি রাস্তা ধরে। হেভেন, দ্য পাইন ফরেস্ট বা নতুন পর্যটনকেন্দ্রটিকে কেন্দ্র করে ভবিষ্যতে যে গাড়ির সংখ্যা বাড়বে, তা মঙ্গলবার পর্যটকদের উপস্থিতিতে টের পাওয়া যাচ্ছিল। পর্যটকদের আনন্দ দেওয়ার জন্য বন দপ্তরের তরফে পার্কের ভেতরে সেলফি জোন থেকে বসার জায়গা তৈরি করা হয়েছে।

> খাবারের স্টলের পাশাপাশি হোমস্টেও খুলে আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছেন স্থানীয়রা। এছাড়াও এখানকার জনপ্রিয়তা বাড়ায় খুশি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন।
>
> **দেবেশ পান্ডে**
> *ডিএফও, কার্সিয়াং*

কার্সিয়াং রেঞ্জ অফিসার সম্বার্ত সাধু বলেন, 'এখানে ঘুরতে আসা পর্যটকরা পার্কে ঘোরার পাশাপাশি ডাউহিল চিলড্রেন পার্ক, আর্বোরেটাম, ফরেস্ট মিউজিয়াম এবং মনাসটেরি ঘুরতে যেতে পারবে। নতুন এই পর্যটন স্পটটি সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব।'

বন দপ্তরের তরফে জানা গিয়েছে, নতুন এই জায়গাটি জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটি দ্বারা পরিচালিত। এখান থেকে উপার্জিত অর্থ গ্রামের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করা হবে।

ডাউহিল পাইন ফরেস্টের জনপ্রিয়তার জন্য স্থানীয়দের অর্থনৈতিক অবস্থারও অনেকটা উন্নতি হয়েছে ইতিমধ্যে। এখানে ঘুরতে এসে পর্যটকরা বিভিন্ন ধরনের নেপালি খাবার পাবেন স্থানীয় বাসিন্দাদের খাবারের স্টলে।

কার্সিয়াংয়ের ডিএফও দেবেশ পান্ডে বলেন, 'খাবারের স্টলের পাশাপাশি হোমস্টেও খুলেও আর্থিকভাবে সচ্ছল হচ্ছেন স্থানীয়রা। এছাড়াও এখানকার জনপ্রিয়তা বাড়ায় খুশি ড্রাইভার অ্যাসোসিয়েশন।'

পূর্ব রেলের উপহার

হোলি স্পেশাল ট্রেন

হাওড়া ও রক্সৌল, শিয়ালদহ ও গোরখপুর, কলকাতা ও পাটনা জংশন, কলকাতা ও জয়নগর, হাওড়া ও খাতীপুরা এবং হাওড়া ও নিউ জলপাইগুড়ির মধ্যে

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, হাওড়া ও রক্সৌল, শিয়ালদহ ও গোরখপুর, কলকাতা ও পাটনা জংশন, কলকাতা ও জয়নগর, হাওড়া ও খাতীপুরা এবং হাওড়া ও নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের মধ্যে হোলি স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচী, চলাচলের দিন, স্টপেজ ও গঠন অনুযায়ী চলবে:—

হাওড়া-রক্সৌল-হাওড়া হোলি স্পেশাল

০৩০৪৩ এবং ০৩০৪৫ হাওড়া-রক্সৌল			স্টেশন	০৩০৪৪ এবং ০৩০৪৬ রক্সৌল-হাওড়া		
দিন	পৌঁ.	ছা.		পৌঁ.	ছা.	দিন
শনি (০৩০৪৩)	-	২৩.০০	↓ হাওড়া	১০.৪৫	-	
সোম ও বৃহ (০৩০৪৫)	২৩.৫৩	২৩.৫৫	ব্যান্ডেল	০৮.০৫	০৮.০৭	বৃহ ও শনি (০৩০৪৬)
রবি (০৩০৪৩)	০২.৩৭	০২.৪২	আসানসোল	০৫.১৫	০৫.২০	সোম (০৩০৪৪)
	০৪.৪৮	০৪.৫০	জসিডি	০৩.৩৬	০৩.৩৮	
মঙ্গল ও শুক্র (০৩০৪৫)	১১.০০	১১.০৫	সমস্তিপুর	২২.০০	২২.০৫	মঙ্গল ও শুক্র (০৩০৪৬)
	১৬.১০	-	রক্সৌল ↑	-	১৭.৩০	রবি (০৩০৪৪)

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, ঝাঝা, কিউল, বারাউনি, দারভাঙ্গা, জনকপুর রোড, সীতামাঢ়ি ও বৈরগনিয়া স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : হাওড়া থেকে :** ০৩০৪৩ - ০৮.০৩.২০২৫ (শনিবার) = ১ ট্রিপ ও ০৩০৪৫ - ১০.০৩.২০২৫ (সোমবার) ও ১৩.০৩.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) = ২ ট্রিপ। **রক্সৌল থেকে :** ০৩০৪৪ - ০৯.০৩.২০২৫ (রবিবার) = ১ ট্রিপ ও ০৩০৪৬ - ১১.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) ও ১৪.০৩.২০২৫ (শুক্রবার) = ২ ট্রিপ। **গঠন :** ০৩০৪৩/০৩০৪৪ : কম্পোজিট এসি ২-টিয়ার কাম এসি ৩-টিয়ার - ২, এসি ৩-টিয়ার - ১, স্লিপার শ্রেণী - ৯, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৪, এসএলআরডি - ২ = ১৮ কোচ। ০৩০৪৫/০৩০৪৬ : এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৪, স্লিপার শ্রেণী - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৩, এসএলআরডি - ২ = ২০ কোচ। **শ্রেণী:** মেল/এক্সপ্রেস।

শিয়ালদহ-গোরখপুর-শিয়ালদহ হোলি স্পেশাল

শিয়ালদহ-গোরখপুর			০৩১৩২ ০৩১৩৩	গোরখপুর-শিয়ালদহ		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শনি, সোম, বৃহ	-	১৮.১৫	↓ শিয়ালদহ	০৭.৩০	-	সোম, বুধ, শনি
	২১.৩৩	২১.৩৫	আসানসোল	০২.৫০	০২.৫৫	
	২৩.১৫	২৩.১৭	জসিডি	০০.৪২	০০.৪৪	
রবি, মঙ্গল, শুক্র	০২.৫০	০৩.০০	পাটনা জং.	১৯.৫৫	২০.০৫	রবি, মঙ্গল, শুক্র
	১০.১৫	-	গোরখপুর ↑	-	১৩.০০	

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, ঝাঝা, কিউল, মোকামা, বখতিয়ারপুর, পাটলীপুত্র, ছাপরা, সিওয়ান ও দেওরিয়া সদর স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : শিয়ালদহ থেকে :** ০৩১৩২ - ০৮.০৩.২০২৫ (শনিবার), ১০.০৩.২০২৫ (সোমবার), ১৩.০৩.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) = ৩ ট্রিপ। **গোরখপুর থেকে :** ০৩১৩৩ - ০৯.০৩.২০২৫ (রবিবার), ১১.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার), ১৪.০৩.২০২৫ (শুক্রবার) = ৩ ট্রিপ। **গঠন :** এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৪, স্লিপার শ্রেণী - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৩, এসএলআরডি - ২ = ২০ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

কলকাতা-পাটনা জংশন-কলকাতা হোলি স্পেশাল

কলকাতা-পাটনা জংশন			০৩১৩৫ ০৩১৩৬	পাটনা জংশন-কলকাতা		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
মঙ্গল	-	২৩.৫০	↓ কলকাতা	২৩.৪৫	-	বুধ
বুধ	০২.৫০	০২.৫৫	আসানসোল	১৮.৫৫	১৯.০০	
	০৫.০০	০৫.০২	জসিডি	১৬.৫০	১৬.৫২	
	১০.৪৫	-	পাটনা জং. ↑	-	১২.০০	

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, ঝাঝা, কিউল, মোকামা, বখতিয়ারপুর ও পাটনা সাহেব স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন: কলকাতাথেকে :** ০৩১৩৫ - ১১.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ১ ট্রিপ। **পাটনা জংশন থেকে :** ০৩১৩৬ - ১২.০৩.২০২৫ (বুধবার) = ১ ট্রিপ। **গঠন :** এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৪, স্লিপার শ্রেণী - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৩, এসএলআরডি - ২ = ২০ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

কলকাতা-জয়নগর-কলকাতা হোলি স্পেশাল

কলকাতা-জয়নগর			০৩১৮৭ ০৩১৮৮	জয়নগর-কলকাতা		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
শুক্র	-	২৩.৫৫	↓ কলকাতা	০৫.১৫	-	রবি
শনি	০২.৫০	০২.৫৫	আসানসোল	০১.০২	০১.০৭	
	০৫.০০	০৫.০২	জসিডি	২৩.০৮	২৩.১০	শনি
	০৭.৪৩	০৭.৪৫	কিউল	২০.৪৫	২০.৪৭	
	১৩.৫০	-	জয়নগর ↑	-	১৫.০০	

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, ঝাঝা, বারাউনি, সমস্তিপুর, দারভাঙ্গা ও মধুবনী স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : কলকাতা থেকে :** ০৩১৮৭ - ০৭.০৩.২০২৫ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ। **জয়নগর থেকে :** ০৩১৮৮ - ০৮.০৩.২০২৫ (শনিবার) = ১ ট্রিপ। **গঠন :** এসি ৩-টিয়ার - ১, এসি চেয়ার কার - ১, স্লিপার শ্রেণী - ২, ২য় শ্রেণী সিটিং - ৪, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৫, জিএসএলআরডি - ২ = ১৫ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

হাওড়া-খাতীপুরা-হাওড়া হোলি স্পেশাল

হাওড়া-খাতীপুরা			০৩০০৭ ০৩০০৮	খাতীপুরা-হাওড়া		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
রবি	-	১৮.০০	↓ হাওড়া	১৫.১৫	-	বুধ
	২১.০৫	২১.১০	আসানসোল	১০.১০	১০.১৫	
	২৩.০৮	২৩.১০	জসিডি	০৮.১৮	০৮.২০	
সোম	০৩.২৫	০৩.৩৫	পাটনা জং.	০৪.৩০	০৪.৪০	
	২৩.৩০	-	খাতীপুরা ↑	-	০৫.৩০	মঙ্গল

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে বর্ধমান, দুর্গাপুর, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর, ঝাঝা, কিউল, মোকামা, বখতিয়ারপুর, দানাপুর, আরা, বক্সার, পণ্ডিত দীন দয়াল উপাধ্যায় জংশন, প্রয়াগরাজ জংশন, গোবিন্দপুরী, ইটাওয়া জংশন, ফতেহাবাদ, শামসাবাদ টাউন, আগ্রা ক্যান্ট. জংশন, ভরতপুর জংশন, বান্দীকুই জংশন ও দৌসা স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : হাওড়া থেকে :** ০৩০০৭ - ০৯.০৩ ও ১৬.০৩.২০২৫ (রবিবার) = ২ ট্রিপ। **খাতীপুরা থেকে :** ০৩০০৮ - ১১.০৩ ও ১৮.০৩.২০২৫ (মঙ্গলবার) = ২ ট্রিপ। **গঠন :** এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৪, স্লিপার শ্রেণী - ১০, সাধারণ ২য় শ্রেণী (জিএস) - ৩, এসএলআরডি - ২ = ২০ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া হোলি স্পেশাল

হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি			০৩০২৭ ০৩০২৮	নিউ জলপাইগুড়ি-হাওড়া		
দিন	পৌঁ.	ছা.	স্টেশন	পৌঁ.	ছা.	দিন
বুধ	-	২৩.৫৫	↓ হাওড়া	০০.১০	-	শুক্র
বৃহস্পতি	০০.৫৫	০০.৫৭	ব্যান্ডেল	২৩.০৮	২৩.১০	বৃহস্পতি
	০৩.৩০	০৩.৩৫	আজিমগঞ্জ জং.	১৯.৩০	১৯.৩৫	
	০৬.২৫	০৬.৩০	মালদা টাউন	১৭.১০	১৭.১৫	
	১০.৪৫	-	নিউ জলপাইগুড়ি ↑	-	১২.৪৫	

এই স্পেশাল ট্রেনগুলি পথিমধ্যে উভয় অভিমুখে নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, জঙ্গীপুর রোড, বারসোই, কিষাণগঞ্জ ও আলুয়াবাড়ি রোড স্টেশনেও থামবে। **চলাচলের তারিখ ও দিন : হাওড়া থেকে :** ০৩০২৭ - ১২.০৩ ও ১৯.০৩.২০২৫ (বুধবার) = ২ ট্রিপ। **নিউ জলপাইগুড়ি থেকে :** ০৩০২৮ - ১৩.০৩ ও ২০.০৩.২০২৫ (বৃহস্পতিবার) = ২ ট্রিপ। **গঠন :** কম্পোজিট এসি ১ম কাম এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ২-টিয়ার - ১, এসি ৩-টিয়ার - ৫, এসি ৩-টিয়ার ইকোনমি- ১, স্লিপার শ্রেণী - ৭, সাধারণ ২য় শ্রেণী (এলএস) - ৪, এলএসএলআরডি - ১, পাওয়ার কার - ১ = ২১ কোচ। **শ্রেণী :** মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২৮৫ সংখ্যা, বুধবার, ২০ ফাল্গুন ১৪৩১

সতর্কবাণীতেই শেষ!

ফের হুমকি মমতার। নিজের দলকেই। হুমকিটা অবশ্য নতুন নয়। মাঝেমধ্যে শোনা যায়। দুর্নীতি, তোলাবাজি, কাটমানির বিরুদ্ধে হুমকি। দলের নেতা-কর্মীদের একাংশকে তুলোধোনা করে থাকেন তৃণমূল নেত্রী। সিনার্জি কমিটির বৈঠকে আবার করলেন। যদিও অভিজ্ঞতা বলে, হুমকিটা মুখে থেকে যায়। বাস্তবায়ন কম হয়। বিনিয়োগের প্রস্তাব কার্যকর করতে রাজ্য স্তরে সিনার্জি গড়ে দিয়েছেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যসচিব যে কমিটির প্রধান।

সদ্য অনুষ্ঠিত বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনে অনেক লগ্নি প্রস্তাব জমা পড়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি সেরকমই। সেই প্রস্তাব বাস্তবায়নে কোনও বাধা আসুক, চান না তিনি। সিনার্জি কমিটিতে সেটাই আলোচ্য ছিল মমতার। তাঁর আলোচনায় স্পষ্ট, পরিবেশ, পরিকাঠামো ইত্যাদির পাশাপাশি শিল্পোদ্যোগের আরেকটি বড় অন্তরায় আছে। সেই অন্তরায় তাঁর নিজের হাতে গড়া দলের নেতা-কর্মীদের একাংশ। এমনকি, তাঁর সরকার, তাঁর প্রশাসনের একাংশের লোভ আরেকটি বাধা শিল্প বিকাশে। তিনি দল ও প্রশাসনের সেই অংশকেই সতর্ক করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রীই বুঝিয়ে দিয়েছেন, এরা কীভাবে বাধা সৃষ্টি করে। শিল্পোদ্যোগীরা লগ্নি করতে এগিয়ে এলে প্রথমে অনুমতি দিতে টালবাহানা চলে। অনেকটা ফ্যালো কড়ি, করো শিল্প গোছের ঢংয়ে টেবিলের নীচ দিয়ে টাকা দাবি করে প্রশাসনের একাংশ। রাস্তা, বিদ্যুৎ, জল, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি সবক্ষেত্রের জন্যই আলাদা আলাদা নজরানা না দিয়ে কাজ হয় না। বিশেষ করে জমির চরিত্র বদল ও নামজারিতে যে টাকা না দিলে ফাইল নড়ে না, সিনার্জি বৈঠকে মমতা তা-ই জানিয়ে দিলেন।

এরপর থাকে তৃণমূলের একাংশের স্বার্থ। কারখানা থেকে সমস্ত কিছু নির্মাণে তৃণমূলের সিন্ডিকেটরাজ চলে। সেই সিন্ডিকেটকে এড়িয়ে বা খুশি না করে শিল্প গড়ে কার সাধ্য! খুশি করতে না পারলে কাঁচামাল আনতে বাধা, উৎপাদিত সামগ্রী বাইরে পাঠাতে বাধা ইত্যাদি চলে। হুমকি, শারীরিক নিগ্রহ ইত্যাদি অনেক কিছুই কার্যত জলভাত সেই স্বার্থসিদ্ধিতে।

সরকারের প্রধান হিসেবে, দলের শীর্ষ নেত্রী হিসেবে তিনি সব জানেন, সব খবর তাঁর কাছে থাকে। তাই তিনি সিনার্জির বৈঠকেই শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটককে বলতে পারেন, আসানসোল ও দুর্গাপুরে আইএনটিটিইউসি'র (তাঁর দলের শ্রমিক সংগঠন) কমিটি ভেঙে দেবেন। আরও কোথাও কোথাও শ্রমিক সংগঠনের রদবদল ঘটাবেন তিনি। প্রশ্ন হল, তাতে লাভ হবে কি? বিনা বাধায় শিল্প গড়ে উঠবে তো? সংশয়ের নির্দিষ্ট অনেক কারণ আছে।

প্রথমত, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর দলকে এমন কড়া কথা এই প্রথম শোনালেন না। শিলিগুড়িতে সিন্ডিকেটরাজ ঠেকাতে পুলিশকে কতবার যে নির্দেশ দিলেন এ পর্যন্ত। উত্তরবঙ্গে এলেই তাঁর বালি পাচার, সরকারি জমি দখল, জমির বেআইনি কারবারের কথা মনে পড়ে। হুমকি দেন দলকে। সতর্ক করেন প্রশাসনকে, পুলিশকে। চুনোপুঁটিদের ধরপাকড় চলে কিছুদিন। তারপর সব স্বাভাবিক। গজলডোবায় হইহই করে কিছুদিন অবৈধ নির্মাণ ভাঙতে অভিযান চলল। এখন সব অনিয়ম বহালতবিয়তে।

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে দলের ফলাফল খানিকটা খারাপ হওয়ায় কাটমানি বিরোধী অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী। সেই ডাকে অনেককে কাটমানি ফেরাতে হয়েছে। কাউকে কাউকে মানুষ ঘাড় ধরে কাটমানি ফেরাতে বাধ্য করেছে। কাটমানি প্রথা কিন্তু এখনও বন্ধ হয়নি। আবাস যোজনায় বারবার কাটমানির অভিযোগ উঠেছে। পানীয় জলপ্রকল্প অর্ধসমাপ্ত হয়ে পড়ে আছে তৃণমূল ঘনিষ্ঠ কিছু ঠিকাদার ও নেতার পাহাড়প্রমাণ দুর্নীতিতে।

দলের সর্বস্তরে অসৎদের সংখ্যা অনেক। কোথাও কোথাও অসৎদের পাল্লা ভারী। এই অসৎদের হাতেই অনেক জায়গায় দলের নিয়ন্ত্রণ। দলনেত্রীর নির্দেশ মেনে অপারেশন ক্লিন অভিযান চালালে ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যেতে পারে। চাই কি, সেই অভিযানের ঠেলায় বন্ধু বেজার হতে পারে। দলে দলে নেতা-কর্মীরা ভিনপথে পা বাড়াতে পারেন। তাতে ঘা পড়বে ভোটব্যাংকে। সেই ঝুঁকি মমতা নেবেন তো!

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

আলোচিত

আগে বিহার কী ছিল? আজ তোমার (তেজস্বী) বাবা (লালুপ্রসাদ) যে জায়গায় আছেন, তা আমার জন্য। রাজনীতিতে আমি তাকে তৈরি করেছি। আমি তাকে এই জায়গায় নিয়ে এসেছি। এমনকি, তোমার জাতের লোকেরা বলেছেন, আমি কেন এসব করছি।

- নীতীশ কুমার

ভাইরাল

গাড়িচালককে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল মহন্তের মেয়ের জুতোপেটা করার ভিডিও ভাইরাল। ওই চালক মাথা নীচু করে বসে। তাঁকে চপ্পল দিয়ে মারছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কন্যা। মহিলার দাবি, গাড়িচালক তাঁর সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করেন। তাই জুতোপেটা।

আজ

১৯১১

এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯৬৩

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা সৌরভ শুক্লা।

সোজা-সাপটা

রাস্তার নামের ফলক 'স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ে'। ওপরে ছোট করে লেখা, 'অনারারি'। খুব স্বাভাবিক কারণেই শহর কর্তৃপক্ষ সুপ্রাচীন মিশিগান অ্যাভিনিউ নামটা পালটে দেননি, কিন্তু পথের সাম্মানিক একটি নামকরণও করেছেন। যে কোনও ভারতবাসীই গর্ববোধ করবেন। বাঙালিদের গর্বের মাত্রা হয়তো আর একটু বাড়বে।

বুনো পেঁয়াজ শিকাকা নাম থেকে শিকাগো

শেখর বসু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বাড়ি সিয়ার্স টাওয়ারের একশো তিনতলার স্কাইডেক থেকে নীচে নেমে এসে মনে হয়েছিল, সত্যি-সত্যিই আকাশ থেকে নেমে এলাম। আবার সেই শিকাগো শহরের কংক্রিটে বাঁধানো চওড়া রাস্তা, দু'পাশে স্কাইস্ক্র্যাপার। ভরদুপুর, কিন্তু চারপাশ একটু অন্ধকার অন্ধকার। মেঘ জমেছে নাকি আকাশে?

স্কাইস্ক্র্যাপারের শহরে আকাশ দেখা কঠিন। অনেক কসরত করার পর যেটুকু দেখা গেল, তা বেশ কালো। বৃষ্টি হবে নাকি? এখানে শুনেছি খুব বৃষ্টি হয়। সঙ্গে থাকে ঝোড়ো হাওয়া।

শিকাগোর একটা নাম 'উইন্ডি সিটি'। পাশেই প্রায় সমুদ্রের মতো দেখতে মিশিগান লেক। ঝড় নাকি ওখানেই ওঠে। তারপর তা ধেয়ে আসে শহরের দিকে। তবে কেউ-কেউ বলে থাকেন, এই নামটি অন্য কারণে দেওয়া। শহরের প্রতিপত্তিশালী ও অহংকারী সব 'লবিইস্ট' এবং রাজনীতিকদের মধ্যে অবিরাম 'লবিয়িং' হয়—সেই জন্যেই অমন নাম। এই নামটি দিয়েছে নিউ ইয়র্ক প্রেস।

শহরের নাম 'শিকাগো' হওয়ার আখ্যানটিও চমকপ্রদ। একদা শিকাগো নদীর ধারে বিস্তর বুনো পেঁয়াজ ফলত। স্থানীয় ভাষায় ওই পেঁয়াজকে 'শিকাকা' বলা হত। আদতে ওটি ছিল মিয়ামি-ইলিনয় শব্দ। সেই সময় ফরাসি অভিযাত্রীদের আকর্ষণ করেছিল এই এলাকাটি। মস্তবড় একটি বন্দর হিসাবে এটি গড়ে ওঠার সম্ভাবনা দেখে তারা এখানে আস্তানা গেড়েছিল। এদিকে মস্ত দুটি নদী, সুবিশাল হ্রদ, ওদিকে মিসিসিপি। নতুন বন্দর-এলাকায় থিতু হয়ে বসা ফরাসি অভিযাত্রীদের জিভে স্থানীয় ওই শব্দ 'শিকাকা' ধীরে ধীরে 'শিকাগো' হয়ে উঠেছিল।

মাথার মধ্যে নামের ইতিহাস আর একটুখানি নড়াচড়া করার পরেই জোরালো হাওয়া উঠল। উইন্ডি সিটির হাওয়া। ঠান্ডা-ঠান্ডা হাওয়া। বোধহয় বৃষ্টি নামবে।

শহরের এই কেন্দ্রে মাথা বাঁচানো খুব একটা সমস্যা নয়। দু'দিকে বড় বড় দোকান আছে, যে কোনও একটায় ঢুকে পড়লেই হল। কিন্তু আমার চোখ ছিল একটু দূরের মস্তবড় ইংরেজি 'এম' হরফ লেখা দোকানটার ওপর। ঝড়বৃষ্টি জাঁকিয়ে নামবার আগেই ওখানে পৌঁছোতে হবে।

'এম' আসলে 'ম্যাকডোনাল্ড'স—পৃথিবীখ্যাত ফাস্ট ফুড চেনের রেস্তোরাঁ। ফুড সার্ভিস এই রিটেলারের উৎস আমেরিকা, কিন্তু এখন ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর প্রায় একশো কুড়িটিরও বেশি দেশে। মোট রেস্টুরেন্টের সংখ্যা তিরিশ হাজারেরও বেশি। আমাদের রাজ্যে এখন বেশ কয়েকটা দোকান।

ঝোড়ো হাওয়া আর একটু বাড়তেই বৃষ্টি শুরু হল ঝিরঝির করে। আমি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছেই গিয়েছিলাম প্রায়। শেষ কয়েক পা'র জন্যে একটু ছুট লাগাতে হয়েছিল, তারপরেই ঢুকে পড়েছিলাম আরামপ্রদ রেস্টুরেন্টে।

ঝকঝকে-তকতকে রেস্টুরেন্ট। ওই মুহূর্তে রেস্টুরেন্টে খদ্দেরের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। প্রশস্ত ফ্লোরে অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল সাজানো। কিছু খদ্দের খাওয়াদাওয়া সারছে। মাঝামাঝি জায়গায় লম্বা কাউন্টার। ওপাশে জনাচারেক মহিলা দু-হাত অন্তর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। পেছনে ক্যাশ কাউন্টার, সার্ভিসের লোকজন। কাউন্টারের মাথায় খাবারদাবারের সচিত্র হোর্ডিং, কোনটার কত দাম—সব লেখা। ব্রেকফাস্টের একরকম হোর্ডিং, লাঞ্চের সময় আর একরকম, সন্ধের খাদ্যতালিকাতেও কিছু রদবদল থাকে।

একটু দূরে দাঁড়িয়ে খাবারের তালিকায় চোখ ঘোরাচ্ছিলাম। মুখরোচক নানা ধরনের খাবার আছে। সব অবশ্য আমাদের খাদ্যাভ্যাসের সঙ্গে মিলবে না। তবে কিছু কিছু পদ তো জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। এই যেমন বার্গার, হট ডগ, ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিকেন নাগেট।

প্রিমিয়াম স্যালাডেরও খুব চাহিদা। তাতে থাকে লেটুস, চেরি, টমেটো ইত্যাদি। জুস পাওয়া যায় নানা ধরনের। ট্রপিকানা অরেঞ্জ জুস, অ্যাপেল জুসের কাটতি খুব। এখানকার সুগন্ধি কফিরও বিরাট চাহিদা। কফির গ্লাসের আকার তিনরকম—স্মল, মিডিয়াম আর লার্জ।

খেতে খেতে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম। ফুটপাথে লোকজনের সংখ্যা বেশ কমে গিয়েছে। যারা হাঁটছিল তাদের মাথায় বড় মাপের ছাতা। ফুটপাথে লোক কমলেও রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা একটুও কমেনি।

এখানকার বৃষ্টির মতিগতি নিয়ে কোনও ধ্যানধারণাই আমার নেই। শুধু জানা আছে, এখানে হঠাৎ হঠাৎ বৃষ্টি নেমে আসে, কিন্তু সে বৃষ্টি কতক্ষণ চলে জানি না।

খাওয়ার পরিমাণ যথেষ্টই। ভরপেট লাঞ্চ হয়ে গেল আমার। কফির গ্লাসে চুমুক দেওয়ার সময় দেখলাম, বৃষ্টি একটু ধরেছে। আকাশের আলোও ফুটেছে খানিকটা। মনে হয় শিগগিরই থেমে যাবে বৃষ্টি।

বৃষ্টিতে ধুয়ে যাওয়ার পরে সাইডওয়াক, রাস্তা আরও চকচকে হয়ে উঠেছিল। রাস্তার ওপাশের স্কাইস্ক্র্যাপারের গ্রাউন্ডফ্লোরের ইট-পাথরের দেওয়ালেও বুঝি বিশালত্বের ছাপ। কত বয়স হবে বাড়িটার? শতখানেক হতে পারে, কিংবা তার চাইতেও বেশি।

বিশ শতকের গোড়ার দিকেই শিকাগোর আর্থিক বিকাশটি রীতিমতো চোখে পড়ার মতো হয়ে উঠেছিল। ভাগ্য ফেরাবার জন্য অনেকেই তখন পাড়ি দিয়েছিল এই শহরে। দূরের গ্রাম থেকেও বিস্তর লোকজন এসেছিল। ইউরোপ থেকে বহু অধিবাসীও হাজির হয়েছিল এখানে। এখানকার অনেক কলকারখানায় উৎপাদন তখন বেড়ে গিয়েছিল বহুগুণ। রিটেল সেক্টরেরও প্রাণকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল মিডওয়েস্ট। প্যাকিং ট্রেডের মাথায় উঠে এসেছিল শিকাগো ইউনিয়ন স্টক ইয়ার্ড।

সামনের ওই গম্ভীর চেহারার স্কাইস্ক্র্যাপারটি হয়তো দূর অতীতের ওইসব ঘটনার সাক্ষী। শুধু ভালো-ভালো ঘটনাই নয়, বেশকিছু মন্দ ঘটনাও দেখেছে নিশ্চয়ই। 'গ্রেট মাইগ্রেশন'-এর সময় দক্ষিণ থেকে হাজার হাজার কালো রঙের মানুষও হাজির হয়েছিল এই শহরে।

জনসংখ্যা রাতারাতি খুব বেড়ে যাওয়ায় নানারকম সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল তখন। যুদ্ধপরবর্তী

সময়ের চেহারা তো নিদারুণ। সাদা-কালো বর্ণবৈষম্য নিয়ে ভয়ংকর দাঙ্গাও হয়ে গিয়েছিল এখানে। মারা পড়েছিল কালো রঙের অসংখ্য মানুষ, তুলনায় সাদার সংখ্যা কম।

কিন্তু আস্তে আস্তে শিকাগোর অবস্থা আবার সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল। বর্ণ নয়, অন্য কোনও বৈষম্য নয়, মানবাধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সব স্তরে। গত শতকের আটের দশকের গোড়ার দিকে যিনি এই শিকাগো শহরের মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন—তিনি ছিলেন কৃষ্ণবর্ণের মানুষ। দিন আরও পালটেছে, কালো রঙের ওবামা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পর্যন্ত নির্বাচিত হয়েছিলেন।

সে যাই হোক, বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। পলিথিনের ট্রে আর কফির গ্লাস ওয়েস্ট বিনে ফেলে বেরিয়ে পড়েছিলাম রাস্তায়। বৃষ্টির পরে শীত একটু বেড়ে গিয়েছিল, তবে তেমন কিছু নয়।

শহর দেখতে হলে শহরের রাস্তায় রাস্তায় একটু লক্ষ্যহীন হয়ে ঘুরে বেড়ানো দরকার। আমার হাতে সময় আছে, তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। স্কাইস্ক্র্যাপারের শহর। রাস্তাগুলোও বিরাট বিরাট। এই রাস্তাটা সোজা চলে গিয়েছে বহু দূর। একটু পরপরই ক্রসিং, ডানদিক বাঁদিকের রাস্তাগুলোও চওড়া এবং সমান্তরাল। দু'পাশে মস্ত মস্ত শো-রুম। কত রকমের দোকানপাট। আর সাজানোরই বা কি বাহার! চোখ ফেরানো কঠিন।

ঘুরতে ঘুরতে এসে পড়েছিলাম সাউথ মিশিগান অ্যাভিনিউয়ের মুখে। আরে! ওই তো সেই আর্ট ইনস্টিটিউট অফ শিকাগো। শরীরের মধ্যে মৃদু উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ থেকে প্রায় একশো বত্রিশ বছর আগে অখ্যাত, অজ্ঞাত, তরুণ এক বাঙালি সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ এখানেই অত্যাশ্চর্য এক বক্তৃতা দিয়ে গোটা পৃথিবীকে কাঁপিয়ে দিয়েছিলেন।

সুবিশাল আর্ট ইনস্টিটিউট। ভেতরে ঢোকা-বেরুবার তিনটি বড় গেট। সামনে চওড়া সিঁড়ির সারি। পায়ে পায়ে, খানিকটা বোধহয় তীর্থযাত্রীর ভঙ্গিতেই রাস্তা পেরিয়ে এসেছিলাম। না, আজ আর ভিতরে ঢোকা যাবে না। ইনস্টিটিউট বন্ধ হয়ে গিয়েছে বিকেল পাঁচটায়। শুধু বৃহস্পতিবার খোলা থাকে রাত আটটা পর্যন্ত। অন্যান্য দিন সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা।

পথঘাট থেকে দুপুরের ওই বৃষ্টির জল শুকিয়ে গিয়েছে একদম। হাঁটছি বহুক্ষণ থেকে। আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে বসে বিশ্রাম নেওয়া যেতে পারে কিছুক্ষণ। সিঁড়ির ধাপে বসার পরেই চমকে উঠেছিলাম আর একবার। সামনের লাইটপোস্টে রাস্তার নামের ফলক— স্বামী বিবেকানন্দ ওয়ে। ওপরে ছোট করে লেখা— অনারারি।

খুব স্বাভাবিক কারণেই শহর কর্তৃপক্ষ সুপ্রাচীন মিশিগান অ্যাভিনিউ নামটা পালটে দেননি, কিন্তু পথের সাম্মানিক একটি নামকরণও করেছেন। আমাদের দেশ থেকে বহু দূরে, পৃথিবীর অপর প্রান্তের বিশাল এক শহরের কেন্দ্রে ওই নামটি দেখে যে কোনও ভারতবাসীই গর্ববোধ করবেন। বাঙালিদের গর্বের মাত্রা হয়তো আর একটু বাড়বে।

এখান থেকে খানিকটা আকাশ দেখা যায়। আকাশে বেলাশেষের আলো। কিন্তু শিকাগো শহরের এই প্রাণকেন্দ্র উজ্জ্বল বিদ্যুতের আলোয় ঝলমল করছে। সামনে চওড়া রাস্তার ক্রসিং।

আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে পড়ল শরীরে। আর্ট ইনস্টিটিউটের কলম্বাস হলে সেদিন সম্পূর্ণ অপরিচিত তিরিশ বছরের এক সন্ন্যাসী তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই জগদ্বিখ্যাত হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর মুখ থেকে বেদান্তের নবতর ব্যাখ্যা শুনে শিহরন জেগেছিল গোটা পশ্চিমে। তারিখটা আমাদের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে— ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর।

এই ধর্মমহাসভা পর্যন্ত পৌঁছোনো তাঁর কাছে সহজ ছিল না। কখনো-সখনো তা অত্যন্ত কঠিনও হয়ে পড়েছিল। আর্ট ইনস্টিটিউটের সিঁড়িতে বসে আমি ইতিহাসের পেছনদিকে ছুট লাগিয়েছিলাম।

সেপ্টেম্বরে মহাসভা, জুলাই মাসে শিকাগোতে এসে পৌঁছেছিলেন বিবেকানন্দ। সম্পূর্ণ একা। চেনাজানা কেউ কোথাও নেই। সেই যুগের আমেরিকা, শুধুমাত্র বিদেশ-বিভুঁই বললে কিছুই বোঝানো হয় না। মাসদুয়েকের জাহাজ সফর সেরে কানাডা হয়ে শিকাগো এসে পৌঁছেছিলেন সন্ন্যাসী। এদেশের রীতি-নীতি, আদবকায়দা সবই তাঁর কাছে অজানা। কোথায় যাবেন, কী করবেন কিছুই তখন বুঝে উঠতে পারছিলেন না। গায়ের রং, বিচিত্র পোশাক তাঁকে বিপদে ফেলেছিল বারবার।

ধনীর দেশ আমেরিকা, হোটেল খরচ বিরাট। যে হারে টাকা খরচ হচ্ছে, তাতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এখানে থাকা কঠিন। কয়েকটি দিন ওখানে কাটাবার পরে সেই দুঃসংবাদটি কানে এল। ভালো রকমের পরিচয়পত্র না থাকলে কেউ ওই মহাসভার প্রতিনিধি নির্বাচিত হতে পারে না। তাছাড়া প্রতিনিধি বাছাইয়ের শেষ তারিখ পেরিয়ে গিয়েছে অনেকদিন আগেই। এবার? সেকথা অন্য কোনও একদিন।

জনমন জনমত

বিদায় শিভালকার

একটাও টেস্ট ম্যাচ না খেলে, শুধুমাত্র ঘরোয়া ক্রিকেট খেলে যে দুজন ভারতীয় স্পিনার বিখ্যাত হয়েছিলেন তাদের একজন রাজিন্দার গোয়েল কয়েক বছর আগে চলে যান। আজকে বিদায় নিলেন পদ্মাকর শিভালকার। দুজনেই ছিলেন বাঁ হাতি লেগ স্পিনার এবং সেই সময় ভারতীয় দলে বিষেণ সিং বেদি একই ধরনের বোলার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

বেদিকে সরিয়ে এঁদের দুজনের কেউ ভারতীয় দলে ঢুকতে পারেননি। বেদির আড়ালে থেকেই তাঁদের ক্রিকেট জীবন শেষ হয়ে গিয়েছে। অথচ, সব সিরিজেই বেদি খুব ভালো পারফর্ম করেছেন, এমন না। একজন বিদেশি ক্রিকেটার একবার বলেছিলেন, ভারতীয় দলে ঢোকা কঠিন, কিন্তু একবার ঢুকে গেলে বের হওয়া আরও কঠিন। এখনকার নির্বাচকরা অনেক স্বচ্ছ এবং দল গঠনে পরীক্ষানিরীক্ষায় আগ্রহী। আমার মনে হয়, এখনকার দিনে হলে তাঁরা দুজনেই কখনও না কখনও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের সুযোগ পেতেন।

আশিস রায়চৌধুরী,
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

মাস্ক পরা নিয়ে হয়রানি হাসপাতালে

শিলিগুড়ি মহকুমা হাসপাতালে কোনও একজন অর্থোপেডিক রয়েছেন, যিনি সকাল ১০টা বা ১১টার সময় চেম্বারে ঢুকেই রোগীদের উদ্দেশে নির্দেশ জারি করেন, সবাই মাস্ক পরে আসুন, মাস্ক পরে না এলে আমি তাঁদের দেখব না।

সেখানে এত দরিদ্র রোগী আসেন যে তাঁদের ৫ টাকা খরচ করে মাস্ক কেনার মতো পয়সা থাকে না। অগত্যা কিছু সংখ্যক রোগীকে ব্যাজার মুখে চিকিৎসা না করিয়েই বাড়ি ফিরতে হয়। অথচ এই রোগীরা দুই-তিন কিলোমিটার হেঁটে একটু ভালো চিকিৎসার জন্য এই হাসপাতালে আসেন।

উল্লেখ্য, বেশিরভাগ রোগীই বয়স্ক/বয়স্কা, এছাড়া খুব ছোট বাচ্চাদেরও আনা হয়। এখন কথা হচ্ছে, যদি সত্যিই মাস্ক পরার সরকারি বাধ্যবাধকতা থেকে থাকে তাহলে সরকারিভাবেই তার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। কোনও এক সরকারি হাসপাতালের ডাক্তার আচমকা এসে ফতোয়া জারি করলে রোগীরা বিভ্রান্ত হয়ে যান। যেসব রোগীরা ডাক্তার দেখানোর আশায় সকাল থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকেন, তাঁরা মাস্ক কিনতে গিয়ে তাঁদের লাইনের সিরিয়াল হারিয়ে ফেলেন। আবার তাঁদের নতুন করে লাইন দিতে হয়। কারণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা রোগীদের হাসপাতালের তরফে সিরিয়াল নম্বরযুক্ত কোনও টোকেন দেওয়া হয় না। এতে অনেক সময় রোগীরা তাঁদের লাইনে দাঁড়ানোর অবস্থান নিয়ে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। তার ওপর পায়ের সমস্যার কারণে অনেক রোগীর পক্ষে বাইরে গিয়ে মাস্ক কিনে আনাও আর হয়ে ওঠে না। কর্তৃপক্ষ যদি রোগীদের কথা বিবেচনা করে সরকারি ব্যবস্থাপনায় সংশ্লিষ্ট ডাক্তারের চেম্বারের জন্য মাস্ক সরবরাহ করে তাহলে এই সব মুমূর্ষু রোগীর হয়রানি অনেকাংশেই কমে যাবে। আর ডাক্তারবাবুর ফতোয়াও জারি থাকে।

সরকারি হাসপাতালের পরিষেবা এমনিতেই তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে, ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী হাসপাতাল থেকে বেশিরভাগ ওষুধই পাওয়া যায় না। তার ওপর যদি রোগীদের ওপর বিভিন্ন মনগড়া ফতোয়া জারি করা হয় তাহলে রোগীদের হয়রানির সীমা থাকে না। আশা করি কর্তৃপক্ষ পরিষেবার ওপর বিশেষ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দেখবে।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

এনজেপি-কে ভাগের মা করবেন না প্লিজ

দিন কয়েক হল একটা খবর বৈদ্যুতিন মাধ্যমে ঘুরে বেড়াচ্ছে যে, নতুন একটা ট্রেন একটু বেশি রাতে কলকাতার অভিমুখে রওনা হওয়ার। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে আগে কলকাতার যে ট্রেনগুলো ছাড়ত সেগুলোকে সব টানতে টানতে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, যাদের নাম বলতে গেলে অনেক জায়গার আর ট্রেনের নাম চলে আসবে। তাই শুধু কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের নামটাই নিলাম, যেটা প্রায় ভারতের শেষ ভূখণ্ডের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে কলকাতা অভিমুখে রওনা হওয়ার জন্য।

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের গুরুত্ব নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু লোকসভা ভোটের আগে সকাল-বিকাল জনসংযোগ করা ছাড়া কিছু লোক ভুলে যান তাঁদের গণ্ডির মধ্যে থাকা চার-চারটে বিধানসভার জনগণের কথা যারা বিস্তীর্ণ এক তরাইয়ের অধিবাসী। একইভাবে আরও কিছু মানুষ ভুলে যান জলপাইগুড়ি রোড আর নিউ জলপাইগুড়ি দুটোতেই জলপাইগুড়ি আছে, তাই বাস্তবসম্মত হয়ে নিউ জলপাইগুড়িকে দুয়োরানি করে রাখবেন না। আপনার কেন্দ্রের দু'দুটো বিধানসভার ভোটাররাও আপনার কাছে আশা করতে পারেন সেই সুবিচার। তাই জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং কেন্দ্রের এমপি মহোদয়ের কাছে আবেদন, এই ব্যস্ত স্টেশনকে 'ভাগের মা' বানিয়ে রাখবেন না।

সুদীপ বিশ্বাস
নিউ পালপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০৮১

পাশাপাশি : ২। ব্যাপক মারামারি, খুন জখম ৫। বিদেশ ভ্রমণ, হিজরি বছরের একটি মাস ৬। বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক কামান ৮। মৃতদেহ, লাশ ৯। বড় গাছ বিশেষ, বড় শলা ১১। বহুমূল্য প্রস্তরাদি ১৩। ভাদ্রমাস ১৪। পক্ষের লোকজন, সাঙ্গোপাঙ্গ।

উপর-নীচ : ১। সিংহাসন, রাজতখ্ত ২। স্ত্রী ৩। মেঘ, বৃষ্টি, মেঘবৃষ্টি ৪। অধিকার, ব্যুৎপত্তি, পারদর্শিতা ৬। মোটা দড়ি, কাছি ৭। খোলজাতীয় বাদ্যযন্ত্রবিশেষ ৮। মহত্ত্ব, গৌরব, মাহাত্ম্য ৯। ক্ষত্রিয় বংশবিশেষ, শাক্যকুলচূড়ামণি বুদ্ধদেব ১০। কোলাহল, হট্টগোল, কলকল ধ্বনি, কাকলি ১১। দেবালয়, বাসস্থান, গৃহ ১২। তলহীন, গভীর, কল্পিত সপ্তপাতালের একটি ১৩। কপাল, ভাগ্য।

সমাধান ■ ৪০৮০

পাশাপাশি : ১। হাজামত ৩। গদর ৫। আগড়-বাগড় ৬। বিরাগ ৭। যমক ৯। আগমবাগীশ ১২। রিসালা ১৩। তিরস্কার।

উপর-নীচ : ১। হাবিজাবি ২। তড়াগ ৩। গরবা ৪। রগড় ৫। আগ ৭। যশ ৮। কথান্তর ৯। আগুরি ১০। মহলা ১১। গীষ্পতি।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

‘তুমি কত সুন্দর’
আম্বানিদের ‘বনতারা’ উদ্বোধনে মোদি

জামনগর (গুজরাট), ৪ মার্চ : মুকেশ আম্বানির কনিষ্ঠ পুত্র অনন্তর বন্যপ্রাণী উদ্ধার, পুনর্বাসন এবং সংরক্ষণকেন্দ্র ‘বনতারা’-র উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার পুরো বনতারা এলাকা ঘুরেও দেখেন তিনি। সময় কাটান বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে। তিনি খাবারও খাওয়ান সিংহশাবক সহ বেশ কয়েকটি প্রাণীকে।

গুজরাটের জামনগরে ‘বনতারা’ দু’হাজারেরও বেশি প্রজাতির প্রাণীর আশ্রয়স্থল। দেড়লক্ষেরও বেশি প্রাণী রয়েছে বনতারায়, যার মধ্যে বিভিন্ন জায়গা থেকে উদ্ধার করা এবং বিপন্ন প্রাণীরাও রয়েছে।

বনতারার বন্যপ্রাণী হাসপাতাল এবং পশুচিকিৎসা কেন্দ্রগুলিতে প্রাণীদের শুশ্রূষার জন্য এমআরআই, সিটি স্ক্যান, আইসিইউ-এর ব্যবস্থা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে বন্যপ্রাণীদের জন্য অ্যানাস্থেশিয়া, কার্ডিওলজি, নেফ্রোলজি, এন্ডোস্কোপি, দন্ত্যচিকিৎসার ব্যবস্থা। মোদি যখন হাসপাতালের এমআরআই কক্ষে ঢোকেন, তখন সেখানে একটি এশীয় সিংহের চিকিৎসা চলছিল। অস্ত্রোপচার চলছিল দুর্ঘটনার কবলে পড়া একটি চিতাবাঘেরও। বনতারায় এভাবেই বাঘ ও সিংহের মুখোমুখি হন মোদি। একসময় লম্বা-গলার জিরাফের দিকে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেও দেখা যায় তাঁকে।

সিংহের এনক্লোজারের পাশে নরেন্দ্র মোদি। ডানদিকে, সিংহ শাবকের সঙ্গে খেলায় ব্যস্ত। মঙ্গলবার জামনগরে।

ইস্তফা দিলেন ফড়নবিশের মন্ত্রী

মুম্বই, ৪ মার্চ : মহারাষ্ট্রের বীড় জেলার একটি গ্রামের সরপঞ্চকে খুনের মামলায় নিজের সহযোগী গ্রেপ্তার হওয়ায় মঙ্গলবার ইস্তফা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী ধনঞ্জয় মুন্ডে। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র জমা দিয়েছেন তিনি। উপমুখ্যমন্ত্রী অজিত পাওয়ারের নেতৃত্বাধীন এনসিপির নেতা ধনঞ্জয় অবশ্য সাফাই দিয়েছেন, শারীরিক অবস্থার কারণেই তিনি পদত্যাগ করেছেন। এক্স হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, ‘বীড় জেলার মাসাজোগের সরপঞ্চ সন্তোষ দেশমুখের নৃশংস হত্যার ঘটনায় অভিযুক্তকে কঠোর সাজা দিতে হবে। এটাই আমার একমাত্র দাবি।’ ধনঞ্জয় মুন্ডে বলেন, ‘আমি আমার অন্তরাত্মার ডাকে সাড়া দিয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তদন্ত শেষের পর একটি চার্জশিট পেশ করা হয়েছে আদালতে।’

গতবছর ডিসেম্বরে সন্তোষ দেশমুখকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরের ছেলে তথা শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা আদিত্য ঠাকরে জানিয়েছেন, শুধু মুন্ডের পদত্যাগে কাজের কাজ হবে না। ফড়নবিশ সরকারকেই এই ঘটনায় বরখাস্ত করা দরকার।

স্বস্তি মাধবীর

মুম্বই, ৪ মার্চ : আর্থিক জালিয়াতি, নিয়মভঙ্গ ও প্রতারণার মামলায় বম্বে হাইকোর্টে স্বস্তি পেলেন ভারতের শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা ‘সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া’র (সেবি) প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচ। আপাতত তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করতে দুর্নীতি বিরোধী সংস্থাকে (এসিবি) এফআইআর না করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

মাধবী, সেবির ৩ আধিকারিক এবং বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) ২ কর্তার বিরুদ্ধে আর্থিক নিয়ম-নীতি লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা দায়ের করার নির্দেশ দিয়েছিল মুম্বইয়ের বিশেষ দুর্নীতি বিরোধী আদালত। সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন অভিযুক্তরা। সোমবার মামলার প্রথম শুনানিতে মঙ্গলবার পর্যন্ত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ না করতে এসিবিকে নির্দেশ দিয়েছিল বিচারপতি শিবকুমার দিঘের বেঞ্চ। মঙ্গলবারের শুনানির পরেও সেই নির্দেশ বহাল রেখেছে আদালত। এর ফলে আগামী ৪ সপ্তাহ আদালতের রক্ষাকবচ পাবেন মাধবীরা। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, নিম্ন আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী এখনই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না। অভিযোগকারী স্বপন শ্রীবাস্তবকে হলফনামা দাখিল করতে ৪ সপ্তাহ সময়। ওই সময় পর্যন্ত অভিযুক্তদের কারও বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা যাবে না।

ইউক্রেনকে আর সামরিক সাহায্য নয় ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৪ মার্চ : ওভাল অফিসে ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে মুখে মুখে তর্ক করার খেসারত দিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি। মঙ্গলবার ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার নির্দেশ জারি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউস থেকে জারি করা বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘প্রেসিডেন্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন তিনি শান্তির পক্ষে। আমাদের সহযোগীদের উচিত সেই লক্ষ্যে অবিচল থাকা।’ রাশিয়ার সঙ্গে চলা যুদ্ধে ইউক্রেনকে চাপে ফেলতেই যে ট্রাম্প এই পদক্ষেপ করেছেন সে ব্যাপারে একমত কূটনৈতিক মহল।

ট্রাম্প সরকারের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছে জেলেনস্কি প্রশাসন। ইউক্রেনীয় পার্লামেন্টের বিদেশ সংক্রান্ত কমিটির প্রধান আলেকজান্ডার মেরেঝকো বলেন, ‘এটা খুব খারাপ সিদ্ধান্ত। ট্রাম্প আমাদের আত্মসমর্পণে বাধ্য করার প্রত্যাহারের দাবি জানাতে আমাদের সাহায্য করা।’

সোমবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিক বৈঠকে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘জেলেনস্কির অবাধ্যতা আর বেশি দিন সহ্য করা হবে না। আমেরিকার সমর্থনের বিষয়ে ইউক্রেনীয় নেতার আরও বেশি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। মস্কোর সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি না করলে জেলেনস্কির পক্ষে খুব বেশি দিন টিকে থাকা সম্ভব নয়।’ জেলেনস্কিকে ইউক্রেনের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতেও আমেরিকা আগ্রহী নয় বলে বার্তা দিয়েছেন ট্রাম্প।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পরেই ট্রাম্প আমেরিকার বিদেশনীতিকে পুরোপুরি ভিন্ন পথে পরিচালিত করতে চাইছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ধীরে ধীরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির সঙ্গে আমেরিকার

রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের উদ্যোগ

চেষ্টা করছেন। ইউক্রেন যাতে রাশিয়ার সামনে নতি স্বীকার করে তা নিশ্চিত করতে চাইছেন উনি।’ ক্ষুব্ধ আমেরিকার বিরোধী দল ডেমোক্র্যাট পার্টিও। জো বাইডেনের দল ইউক্রেনে অস্ত্র পাঠানো বন্ধ রাখাকে বেআইনি এবং বিপজ্জনক বলেছে। এ নিয়ে রিপাবলিকান পার্টির অন্দরে মতবিরোধ রয়েছে বলে ইঙ্গিত করেছে তারা। হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটির ডেমোক্র্যাট সেনেটর গ্রেগরি মিকস বলেন, ‘আমার রিপাবলিকান সহকর্মীদের মধ্যে যাঁরা পুতিনকে যুদ্ধাপরাধী বলে অভিহিত করেছেন এবং ইউক্রেনকে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তাঁদের উচিত প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে এই বিপর্যয়কর এবং বেআইনি স্থগিতাদেশ অবিলম্বে

ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। বিপরীতে দূরত্ব তৈরি হয়েছে রাশিয়ার সঙ্গে। এবার ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরাগভাজন হয়েও রাশিয়াকে কাছে টানার চেষ্টা করছেন ট্রাম্প। ইউক্রেনকে সামরিক সহায়তা বন্ধ সেই প্রক্রিয়ার অংশ। ফলে ইউক্রেনকে রক্ষার গুরুদায়িত্ব ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানির ওপর পড়বে। ওই দেশগুলি আমেরিকার নতুন অবস্থানকে যে ভালোভাবে গ্রহণ করছে না তা সংশ্লিষ্ট দেশগুলির রাষ্ট্রপ্রধানদের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।

খবর, রাশিয়ার ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা শিথিল করতে চাইছেন ট্রাম্প। এই সংক্রান্ত খসড়া তৈরির জন্য হোয়াইট হাউস থেকে বিদেশ ও রাজস্ব দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার বিরুদ্ধে শুল্ক যুদ্ধে চিন ও কানাডা

পিছু হটতে নারাজ মেক্সিকোও

বেজিং ও টরন্টো, ৪ মার্চ : চিন, কানাডা ও মেক্সিকো থেকে আমদানি করা পণ্যের ওপর বাড়তি কর চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন ট্রাম্প। সেই মতো মঙ্গলবার থেকে তিন দেশের পণ্যের ওপর ১০-২৫ শতাংশ হারে বাড়তি কর আদায় করতে শুরু করেছে মার্কিন সরকার। এরপরেই পালটা পদক্ষেপ করেছে চিন। পিছিয়ে নেই কানাডা এবং মেক্সিকো। এদিন মার্কিন পণ্যের ওপর ১০-১৫ শতাংশ হারে কর বসানোর কথা জানিয়েছে চিন। সেদেশের অর্থমন্ত্রক এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, বিভিন্ন পণ্যের ওপর ১০ থেকে ১৫ শতাংশ হারে কর আদায় করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। ১০ মার্চ থেকে করের নতুন হার কার্যকর হবে।

আমেরিকা থেকে আমদানি করা যেসব জিনিসের ওপর কর বসানো হয়েছে সেই তালিকাও প্রকাশ করেছে চিন। এর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যশস্য এবং পোশাক। দিনকয়েক আগে আমেরিকা থেকে আসা কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর ১৫ শতাংশ কর বসিয়েছে চিন। কৃষি সরঞ্জামের ওপর ধার্য করের পরিমাণও একই রাখা হয়েছে। এদিকে কানাডাও মঙ্গলবার থেকে বেশ কিছু মার্কিন পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ হারে শুল্ক আদায় করতে শুরু করেছে। অঙ্কের হিসাবে যার পরিমাণ ৩০ বিলিয়ন ডলার (২৬ লক্ষ কোটি টাকা)। চলতি মাসের শেষ দিকে আরও ৭৭ বিলিয়ন ডলারের জিনিসপত্রের ওপর ২৫ শতাংশ হারে কর আদায় করতে শুরু করবে কানাডা। প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো জানিয়েছেন, কানাডার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক শুল্ক বসিয়েছে আমেরিকা। জবাবে সেদেশের পণ্যের ওপর চড়া হারে কর আদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আমেরিকার সঙ্গে শুল্ক যুদ্ধে নামার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শিনবাম। তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের দেশের পণ্যের ওপর আমেরিকা কর চাপালে আমরাও জবাব দেওয়ার জন্য তৈরি রয়েছি। আমাদের প্ল্যান বি, সি, ডি তৈরি আছে।’ তবে আমেরিকা থেকে রপ্তানি হওয়া কোন কোন পণ্যের ওপর মেক্সিকো কত শতাংশ হারে কর চাপিয়েছে সে ব্যাপারে এদিন পর্যন্ত কোনও

> কানাডার বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক শুল্ক বসিয়েছে আমেরিকা। তার জবাবে সেদেশের পণ্যের ওপর চড়া হারে কর আদায়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
>
> **জাস্টিন ট্রুডো**

তথ্য সামনে আসেনি। আমেরিকার সঙ্গে সংগতি রেখেই মেক্সিকো করের হার স্থির করেছে। ভারত সহ সব দেশের সঙ্গে পারস্পরিক শুল্ক নীতি গ্রহণের কথা জানান ট্রাম্প। অর্থাৎ, যে দেশ আমেরিকার পণ্যের ওপর যে হারে কর বসাবে তাদের পণ্য থেকেও সমান হারে কর আদায় করবে ট্রাম্প সরকার। তবে পারস্পরিক শুল্ক নীতি কার্যকর করার আগেই নানা অভিযোগে চিন, কানাডা ও মেক্সিকোর পণ্যের ওপর বাড়তি কর বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। জবাবে ট্রাম্পেরই পারস্পরিক শুল্ক নীতি অনুসরণের পথে হাঁটতে শুরু করেছে সংশ্লিষ্ট দেশগুলি।

কমিশনকে ফের দোষারোপ তৃণমূলের

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : ২৪ ঘণ্টার সময়সীমা পার হতেই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ভুয়ো ভোটার ইস্যুতে মঙ্গলবার ফের সুর চড়াল তৃণমূল। রাজ্যের শাসক শিবিরের বক্তব্য, কমিশন যে বিবৃতি দিয়েছে তা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা ছাড়া কিছুই নয়। নির্বাচন কমিশনের বিধি উল্লেখ করে জোড়াফুল শিবির বলেছে, দুটি ভোটার কার্ডের এপিক নম্বর কখনও এক হতে পারে না। কমিশনের গাইডবুকের উল্লেখ করে তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে জানিয়েছেন, এপিক নম্বর প্রতিটি ভোটারের বিধানসভা কেন্দ্র ও পরিচয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, যা একক ও অনন্য হওয়া উচিত। একই এপিক নম্বরের কারণে ভোটদানের সময় বিভ্রান্তি ও অনিয়মের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। সাকেতের বক্তব্য, ‘এপিক কার্ডের নম্বর হয় ইংরেজি বর্ণমালা এবং সংখ্যা মিলিয়ে, সেখানে সাতটি অক্ষর এবং তিনটি বর্ণমালা থাকে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এই তিনটি অক্ষর প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র অনুযায়ী পৃথক হয়।’

এদিকে তৃণমূল এবং কংগ্রেস উভয় শিবিরই ভুয়ো ভোটার তালিকা নিয়ে সরব হয়েছিল। অভিযোগের পারদ ক্রমশ চড়ায় এবার রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ করে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত সমস্যাগুলির সমাধানের নির্দেশ দিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। মঙ্গলবার সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সেখানে স্পষ্ট নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে প্রতিটি রাজ্যের ডিস্ট্রিক্ট

> তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে জানিয়েছেন, এপিক নম্বর প্রতিটি ভোটারের বিধানসভা কেন্দ্র ও পরিচয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়, যা একক ও অনন্য হওয়া উচিত। একই এপিক নম্বরের কারণে ভোটদানের সময় বিভ্রান্তি ও অনিয়মের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

ইলেকশন অফিসার (ডিইও) এবং ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করে ভোটার তালিকার সমস্ত সমস্যার দ্রুত সমাধান করবেন। কোন কোন বিষয়ে ইতিমধ্যেই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, তার বিস্তারিত রিপোর্ট ৩১ মার্চের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিইসি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর এটাই ছিল জ্ঞানেশ কুমারের সঙ্গে সিইও-দের প্রথম বৈঠক। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, রাজনৈতিক দলগুলির প্রতি তাদের মনোভাব সহযোগিতামূলক ও দায়িত্বশীল হতে হবে। পাশাপাশি বলেছেন, ‘নির্বাচন সংক্রান্ত যে কোনও সমস্যা নির্ধারিত বিধিবদ্ধ কাঠামোর মধ্যেই সমাধান করতে হবে এবং এজন্য প্রতিটি স্তরে রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে নিয়মিত বৈঠক করা আবশ্যক।

এদিন সাকেত বলেছেন, ‘ভোটার তালিকায় এপিক নম্বরের সঙ্গে ভোটারের ছবি সংযুক্ত করা থাকে। ফলে বাংলার ভোটার যখন ভোট দিতে যাবেন দেখা যাবে সেই এপিক নম্বরের সঙ্গে অন্য কোনও রাজ্যে ভোটারের ছবি রয়েছে। এই কারণে, ছবি না মেলায় তিনি ভোট দিতে পারবেন না। একই এপিক নম্বরে অন্য রাজ্যে ভোটারের কার্ড তৈরি করে, অবিজেপি দলগুলির ভোটারদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে।’ বিজেপিকে ভোট দিতে বাধ্য করার জন্যই এই ধরনের ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন সাকেত গোখলে। তাঁর দাবি, ‘এই বিষয়টি নিয়ে নির্বাচন কমিশনকে অবস্থান স্পষ্ট করতে হবে এবং নকল ভোটার পরিচয়পত্র কেলেঙ্কারি নিয়ে তদন্ত করতে হবে।’ রাজ্যের শাসক শিবিরের অভিযোগ, একই এপিক নম্বর ব্যবহার করে বিভিন্ন রাজ্যে ভোটারদের নাম তালিকাভুক্ত করা হচ্ছে, যা নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়মের ফলেই ঘটেছে।

মহাকুম্ভ শেষে সাফাই অভিযান। মঙ্গলবার প্রয়াগরাজে।

গর্ভপাতের অনুমতি

ভুবনেশ্বর, ৪ মার্চ : গর্ভপাত আইনে নির্ধারিত ২০ সপ্তাহ ও নাবালিকা ধর্ষিতার ক্ষেত্রে ২৪ সপ্তাহের সীমা অতিক্রম করে ২৭ সপ্তাহের এক অন্তঃসত্ত্বা ধর্ষিতাকে গর্ভপাতের অনুমতি দিল ওড়িশা হাইকোর্ট। ১৩ বছরের ওই নাবালিকার শরীরে নানা জটিল রোগ রয়েছে। এই অবস্থায় প্রসব ও গর্ভপাত দুই-ই ঝুঁকিপূর্ণ। তা সত্ত্বেও গর্ভপাতেই অনুমতি দিয়েছে ওড়িশা হাইকোর্ট। নাবালিকা ওড়িশার কন্ধমাল জেলার বাসিন্দা। তাকে এক যুবক একাধিক বার ধর্ষণ করে। তপশিলি উপজাতিভুক্ত নাবালিকা ভয়ে কোনও কিছু জানায়নি। কিন্তু তার স্বাস্থ্যের অবনতি হওয়ায় পরিজনেরা তাকে চিকিৎসকের কাছে নিয়ে গেলে তিনি জানান, কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা। কিশোরী ২৭ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা হওয়ায় পরিজনদের আদালতের অনুমতি নেওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, সংবিধান অনুযায়ী, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের পরেও আদালত অনুমতি দিতে পারে।

‘কাউকে পাকিস্তানি বলা অপরাধ নয়’

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : কাউকে ‘মিঞা-টিঞা’ বা ‘পাকিস্তানি’ বলে বিদ্রুপ করা অশোভন হতে পারে, কিন্তু এটা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মতো অপরাধ বলা যায় না। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি বিভি নাগরত্ন ও বিচারপতি সতীশচন্দ্র শর্মার ডিভিশন বেঞ্চ মঙ্গলবার এই মন্তব্য করে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে করা মামলা খারিজ করে দেন। এক সরকারি কর্মচারীকে ‘পাকিস্তানি’ বলার অভিযোগে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করার সময় এই মন্তব্য করে আদালত।

মামলাটি দায়ের হয়েছিল ঝাড়খণ্ড সরকারের কর্মচারী এক উর্দু অনুবাদকের অভিযোগের ভিত্তিতে। অভিযোগকারী জানান, তিনি যখন হরিনন্দন সিং নামে একজন ব্যক্তির কাছে তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনের অধীনে তথ্য দিতে যান, তখন ওই ব্যক্তি তাঁকে ধর্ম তুলে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধা দেন।

এরপর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ২৯৮ (ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত), ৫০৪ (প্ররোচনামূলক অপমান) ও ৩৫৩ (সরকারি কর্মচারীর কাজে বাধা দেওয়ার জন্য হামলা বা বলপ্রয়োগ) ধারায় মামলা করা হয়। মামলা

সুপ্রিম পর্যবেক্ষণ

খারিজের আবেদন নিয়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেও তা পত্রপাঠ খারিজ হয়ে যায়।

মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ড হাইকোর্টের রায় উলটে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, ‘অভিযুক্ত ব্যক্তি ‘মিঞা-টিঞা’ ও ‘পাকিস্তানি’ বলে অপমান করেছেন, যা নিঃসন্দেহে অশোভন। কিন্তু এটি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের পর্যায়ে পড়ে না।’ আদালত জানিয়েছে, অভিযুক্ত এমন কোনও কাজ করেননি যা শান্তিভঙ্গের কারণ হতে পারে।

সীমান্তে ড্রোন মোতায়েন ঢাকার

নয়াদিল্লি ও ঢাকা, ৪ মার্চ : বন্ধুত্ব ভুলে প্রতিবেশীর সঙ্গে এবার চোখে চোখ রেখে চলার নীতি নিয়ে এগোচ্ছে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের দেশ। সেই লক্ষ্যে এবার দুই দেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছে তুরস্কের বেরাক্টার টিবি-২ ড্রোন মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনাবাহিনী সূত্রের খবর, ওই ড্রোনগুলি নিখুঁতভাবে নজরদারি চালানোর কাজ করতে সক্ষম। ওই ড্রোনগুলিকে দিয়ে সীমান্তের কাছে বাংলাদেশের আকাশসীমায় মাঝেমধ্যে ২০ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে নজরদারি চালানো হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে। বাংলাদেশের ড্রোনের মোকাবিলায় ইতিমধ্যে সীমান্ত এলাকাগুলিতে র‍্যাডার মোতায়েন করেছে ভারত।

তুরস্কে তৈরি বেরাক্টার টিবি-২ মিডিয়াম অল্টিটিউড লং এনডুরকেন্স ড্রোনের বিশ্বজোড়া সুখ্যাতি রয়েছে। ইউনূস জমানায় পাকিস্তান ও তুরস্কের সঙ্গে সামরিক ঘনিষ্ঠতা অনেকটাই বেড়েছে

সতর্ক ভারত

বাংলাদেশের। পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের শীর্ষ পদাধিকারীরা বাংলাদেশে সফরও করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের চিকেনস নেকের মতো রণকৌশলগত দিক থেকে সংবেদনশীল এলাকাকে যে সমস্ত স্থান থেকে নিশানা করা সম্ভব বাংলাদেশের সাহায্যে সেগুলির দিকে নজর দিয়েছে পাকিস্তান। এবার ড্রোন মোতায়েন করায় ভারত তাই বাড়তি সতর্কতা নিতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে নির্বাচনের দাবিতে জল ঢালল জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম। বলেন, ‘যত দিন পর্যন্ত না খুনি হাসিনাকে ফাঁসির মঞ্চে দেখছি, ততদিন যেন কেউও ভুলক্রমে নির্বাচনের কথা না বলেন। খুনির বিচার না হওয়া পর্যন্ত কীভাবে বাংলাদেশে অন্য কিছু চিন্তা করব?’ দলের আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘জুলাই অভ্যুত্থানে যে দমনপীড়ন হয়েছে তার দ্রুত বিচার চাই। ন্যায়বিচারের মধ্যে দিয়ে যাঁরা আত্মত্যাগ করেছেন এবং আহত হয়েছেন তাঁদের কষ্ট কিছুটা হলেও দূর করা সম্ভব।’

বিধানসভায় পানমশলার পিক

লখনউ, ৪ মার্চ : যত্রতত্র পানমশলা, গুটখার পিক, থুতু ফেলা বর্তমান সময়ে একশ্রেণির মানুষের বদভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছে। এবার এই বদভ্যাসের ঝলক উত্তরপ্রদেশ বিধানসভাতেও। মঙ্গলবার স্পিকার সতীশ মাহানা যখন বিধানসভায় ঢুকছিলেন তখন সভাকক্ষে ঢোকার দরজায় পানমশলার পিক পড়ে থাকতে দেখেন। তৎক্ষণাৎ তিনি বিধানসভার আধিকারিকদের ওই দাগ পরিষ্কারের নির্দেশ দেন। পরে অধিবেশনের কাজ শুরু হলে শাসক-বিরোধী বিধায়কদের সতর্ক করে বলেন, ‘আজ সকালে আমি খবর পাই বিধানসভার হলে জনৈক সদস্য পানমশলা খেয়ে পিক ফেলেছেন। আমি নিজে সেটা পরিষ্কার করেছি। কে এই কাজটি করেছেন সেটা আমি ভিডিওতে দেখেছি।’ এরপর স্পিকার বলেন, ‘আমি কারও নাম করে কাউকে অপদস্থ করতে চাই না। তাই আমি কারও নাম করছি না। আমি শুধু সমস্ত বিধায়ককে বলব, যদি আপনারা দেখেন কেউ এরকম কাজ করছেন তাহলে তাঁকে তক্ষুনি থামান। বিধানসভাকে স্বচ্ছ রাখা আমাদের দায়িত্ব।’

ব্যর্থ রাজ্যগুলিকে দুষল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : দেশের রাজ্য সরকারগুলি জনসাধারণকে সস্তায় স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারছে না। শুধু তা-ই নয়, উপযুক্ত জনস্বাস্থ্য পরিষেবা গড়ে তুলতেও তারা ব্যর্থ। রাজ্যের এই ব্যর্থতার জন্য সারা দেশে বেসরকারি হাসপাতালগুলির আধিপত্য বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাধারণ মানুষের চিকিৎসার খরচও। মঙ্গলবার একটি মামলায় এমন মন্তব্য করল শীর্ষ আদালত।

মঙ্গলবার জনস্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ক একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি ছিল সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত ও এনকে সিং-এর ডিভিশন বেঞ্চে। মামলাকারীর অভিযোগ, বেসরকারি হাসপাতালগুলি রোগী ও তাঁদের পরিবারকে বাধ্য করছে ওষুধ, ইমপ্লান্ট (প্রতিস্থাপনের উপযোগী কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ) এবং অন্যান্য চিকিৎসা সামগ্রী হাসপাতালের নিজস্ব ফার্মেসি থেকেই কিনতে। এতে অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত মূল্য চাপানো হচ্ছে। এতে চিকিৎসার খরচ নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে আর্থিকভাবে দুর্বল গোষ্ঠীর মানুষের।

আদালত বলেছে, ‘রাজ্যগুলির দায়িত্ব সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা নিশ্চিত করা। কিন্তু বাস্তবে তারা এই দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং

স্বাস্থ্য পরিষেবা

এর ফলে বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলির আধিপত্য আরও বেলাগামভাবে বেড়ে গিয়েছে।’

বেসরকারি হাসপাতালের আধিপত্যে রাশ টানতে রাজ্যগুলিকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। সরকারকে এমন বিধিনিষেধ তৈরি করতে হবে যাতে কোনও রোগীকে জোর করে হাসপাতালের ফার্মেসি থেকে ওষুধ কিনতে বাধ্য করা না হয়। একই সঙ্গে কেন্দ্রও নির্দিষ্ট নির্দেশিকা জারি করুক, যাতে বেসরকারি হাসপাতাল ও চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলি সাধারণ মানুষের দুর্দশার সুযোগ নিতে না পারে। তবে এ বিষয়ে সরাসরি বাধ্যতামূলক নির্দেশ দেওয়া হয়তো উপযুক্ত হবে না, বরং রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে। মামলায় অরুণাচলপ্রদেশ, ওড়িশা, হিমাচলপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, বিহার, তামিলনাড়ু, ও রাজস্থান সহ কয়েকটি রাজ্য তাদের জবাব পেশ করেছে। তারা জানিয়েছে, ওষুধের দাম নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত মূল্যের ওপর রাজ্যগুলিকে নির্ভর করতে হয়। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, রোগীদের হাসপাতালের ফার্মেসি থেকে ওষুধ কেনার জন্য কখনই বাধ্য করা হয় না।

‘বেঁচে থাকতে পেলাম না, শেষকৃত্যটা করতে দিন’

নয়াদিল্লি ও লখনউ, ৪ মার্চ : একটি চার মাসের শিশুর মৃত্যুর কারণে দোষী সাব্যস্ত ভারতীয় তরুণী শাহজাদি খানের ফাঁসি গত মাসে হয়েছে সংযুক্ত আরব আমিরশাহির আবুধাবিতে। সোমবার তা জেনেছেন তরুণীর বাবা সাবির খান।

আগামীকাল বুধবার শাহজাদির শেষকৃত্য আবুধাবিতে হওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বাবার আকুল আবেদন, ‘বেঁচে থাকতে মেয়েকে একবারের জন্য পেলাম না। অন্তত শেষকৃত্যটা করতে দিন।’

সাবির খান মেয়ের দেহ ফিরিয়ে আনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্য চেয়েছেন। তাঁর দাবি, মেয়ের শাস্তি মকুবে তিনি ন্যায়বিচার পাননি। মোদি সরকার তাঁকে আবুধাবিতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিক। তাঁদের পারিবারিক আইনজীবি বলেছেন, শাহজাদির ফাঁসি হল ‘বিচারবর্হিভূত হত্যাকাণ্ড’।

শাহজাদির সঙ্গে তাঁর বাবার মোবাইলে শেষ কথা হয়েছে ১৪ ফেব্রুয়ারি। ফাঁসি হয় পরের দিন। ভারত সরকার ২৮ ফেব্রুয়ারি জানতে পারলেও শাহজাদির বাবা ৩ মার্চ হাইকোর্ট মারফত জেনেছেন।

আমিরশাহির সর্বোচ্চ আদালত শাহজাদির মৃত্যুদণ্ড ঘোষণা করেছিল ২০২৩-এর ৩১ জুলাই। তারপর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হতে প্রায় সাত মাস কেটে গিয়েছে।

শাহজাদির পরিবারের আইনজীবী আলি মহম্মদের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, বিদেশমন্ত্রক, ভারতীয় দূতাবাসকে জানিয়েও কোনও খবর তাঁরা পাননি। খবর জানার জন্য তাঁরা দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন।

নিষেধ না থাকায় আলু ভিনরাজ্যে

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ৪ মার্চ : চলতি বছরও উৎপাদিত আলুর বড় অংশ রপ্তানি হবে ভিনরাজ্যে। লরির সঙ্গে রেলের ওয়াগন লোড করেও অসম, শিলচর, তেজপুরের মতো জায়গায় আলু রপ্তানি হবে। চলতি মাসেই ওয়াগন লোডের পরিকল্পনা আলু ব্যবসায়ীদের। ২১ বগির কমপক্ষে ৩০-৩৫টি মালবাহী ট্রেন যাবে বাইরে বলে দাবি। সরকারি বিধিনিষেধ নেই। ফলে ভিনরাজ্যে আলু যাওয়ায় স্থানীয় বাজারে বাড়বে আলুর দাম।

আলু রপ্তানিতে এবার এখনও সরকারি বিধিনিষেধ জারি হয়নি। স্বাভাবিকভাবেই জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহার জেলার উৎপাদিত আলু ভিনরাজ্যে রপ্তানি করতে বিশেষ কোনও বাধা নেই। আর তাতেই উৎপাদিত আলুর বড় অংশই ভিনরাজ্যে পাড়ি দেবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন ব্যবসায়ীরা। ইতিমধ্যে ব্যবসায়ীরা কৃষকদের থেকে আলু কেনার প্রক্রিয়াও যেমন শুরু করেছে, তেমনি চলতি মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে আলু রেলের 'ওয়াগন লোড' করে ভিনরাজ্যে পাঠানোর প্রস্তুতি নিয়েছে। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'আর অল্পদিনের মধ্যেই রেলের ওয়াগন লোড করা শুরু হবে। প্রাথমিকভাবে আমাদের অনুমান ২১টি ওয়াগনের ক্ষমতাসম্পন্ন কমপক্ষে ৩০-৩৫টি মালবাহী ট্রেন ভিনরাজ্যে পাড়ি দেবে।' অন্যান্যবারের মতো ধূপগুড়ি, শালবাড়ি ও ফালাকাটা থেকে রেক লোডের পরিকল্পনা রয়েছে ব্যবসায়ীদের। ভিনরাজ্যে আলু পাঠানো নিয়ে এবার বিধিনিষেধ নেই। স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর পরিমাণ আলু ভিনরাজ্যে যাবে এবং স্থানীয় বাজারেও আলুর দাম বাড়তে পারে। এতে কৃষকরাও অতিরিক্তভাবে কিছুটা লাভের মুখ দেখতে পারবে। তবে শুধু রেলের 'ওয়াগন লোড' নয়, সড়কপথে লরিতেও আলু ভিনরাজ্যে পাঠানোর প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

চাষের মাঠে খতিয়ে দেখা হচ্ছে আলুর মান। -সংবাদচিত্র

রেল সূত্রে খবর, গত বছর ২৮টি মালবাহী (২১ বগি সম্পন্ন) ট্রেনে আলু ভিনরাজ্যে পাঠানো হয়েছে। তবে এবার সংখ্যাটা আরও বাড়বে বলে মনে করছে রেল কর্তৃপক্ষ। মূলত উৎপাদনের নিরিখে রেল কর্তৃপক্ষও রপ্তানির বিষয়ে বাড়তি গুরুত্ব দিয়েছে। ধূপগুড়ি স্টেশন ম্যানেজার মনোজ সিং বলেন, 'একদিন আগে অনলাইনে রেক বুক করলে পরের দিনই ওয়াগন দিয়ে দেওয়া সম্ভব। রেল কর্তৃপক্ষও সবসময়ের জন্যে প্রস্তুত রয়েছে।'

আলু ব্যবসায়ী সঞ্জয় ভাওয়ালের কথায়, 'জ্যোতি আলু উঠতে একটু সময় রয়েছে। তবে জ্যোতি এবং পোখরাজ দুই জাতের আলুর দামই ক্রমশ বাড়ছে। ভিনরাজ্যে আলু রপ্তানির সম্ভাবনাও প্রবল। শুধু উত্তর-পূর্ব ভারত নয়, বিহারেরও চাহিদা রয়েছে। রেলের ওয়াগন এবং লরিতেও আলুবোঝাই করে রপ্তানি করা হবে।' ব্যবসায়ীদের দাবি, স্থানীয় বাজারেও আলুর দাম বাড়বে এবং ভিনরাজ্যে পাঠানোতে কোনও বিধিনিষেধ এখনও নেই। তাই আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিকই রয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা কৃষি বিপণন দপ্তরের সহ কৃষি অধিকর্তা (মার্কেটিং) দেবাঞ্জন পালিত বলেন, 'এখন বাজারে পোখরাজই রয়েছে। জ্যোতি আলু উঠতে সময় লাগবে। তবে সরকার চাইছে কৃষকরা যেন দাম পান, কারণ এখনও কৃষকের ঘরেই আলু রয়েছে।'

বেশ কিছুদিন পর মহাকাশ থেকে প্রকাশ্যে এলেন সুনীতা উইলিয়ামস। সঙ্গে বুচ উইলমার, নিক হগ। -এএফপি

গোরু চোর সন্দেহে বাংলাদেশি ধৃত

পাচারকারীদের তাড়া গ্রামবাসীর

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৪ মার্চ : দিনচারেক আগে মেখলিগঞ্জ ব্লকের বাগডোকরা ফুলকাডাবরির বাঁশের ডিপু এলাকায় দুটি গোরু চুরি হয়। এই এলাকার ২০০ মিটারে মধ্যে বাংলাদেশের খোলা সীমান্ত। বাংলাদেশি পাচারকারীরাই চুরি করেছে, সেই সন্দেহে গ্রামবাসীরা সেদিনের পর থেকেই ওঁত পেতে ছিলেন। সোমবার রাত ১১টা নাগাদ খোলা সীমানা দিয়ে একদল বাংলাদেশি এপারে এলেই গ্রামবাসীরা তাড়া করেন। বাকিরা ভুট্টাখেতের সুযোগে পালিয়ে গেলেও একজনকে প্রায় এক কিমি তাড়া করে ধরে ফেলেন তাঁরা। যদিও আইন নিজেদের হাতে তুলে না নিয়ে গ্রামবাসীরা তাকে বিএসএফ জওয়ানদের হাতে তুলে দেন। স্থানীয় তরুণ কৌশিক রায় বলেন, 'বাংলাদেশি পাচারকারীরা পাচারের সুযোগে চুরিও করে। গোরু চুরি তারাই করেছে।'

ধৃত বাংলাদেশির নাম মহম্মদ মতিউল ইসলাম। বাড়ি বাংলাদেশের দহগ্রামের বাঙ্গেরবাড়িতে। মঙ্গলবার প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পরই বিএসএফ কুচলিবাড়ির থানার হাতে তুলে দেয় তাকে। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক জানান, ধৃত বাংলাদেশি দুজন ভারতীয় পাচারকারীর সহযোগিতায় এসেছে। তারা হল ফুলকাডাবরির জয়দেব

গোরু চোর সন্দেহে ধৃত বাংলাদেশি।

রায় ও বিশ্বজিৎ রায়। দুজনের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। তবে স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দুজনেই গোরু সহ অন্যান্য সামগ্রী পাচারে যুক্ত। অন্যদিকে কুচলিবাড়ি থানার ওসি ভাস্কর রায়ের বক্তব্য, 'আমরা তদন্ত শুরু করেছি। গোরু পাচারে যাদের নাম উঠে আসছে, তাদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়েছে।'

খোলা সীমানার সুযোগে দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তে মাঝেমধ্যেই গোরু চুরি থেকে পাচারের ঘটনা সামনে আসছে। পাচার রুখতে অনেক জায়গায় বিএসএফ অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া দিলেও এখনও অনেকাংশে বাকি রয়েছে অস্থায়ী বেড়া দেওয়ার কাজ। স্থানীয়দের দাবি, দ্রুত কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হোক। এলাকার বাসিন্দা অলোক রায়ের বক্তব্য, 'অনেক জায়গায় অস্থায়ী বেড়া দেওয়ায় আগের থেকে গোরু চুরি ও পাচার কমলেও একেবারে বন্ধ হয়নি। তাই অন্যান্য সীমন্তে যেমন কাঁটাতারের বেড়া রয়েছে, সেরকমই বেড়া দেওয়া হোক দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সীমান্তেও।'

এনিয়ে অবশ্য বিএসএফের আইজি সূর্যকান্ত শর্মা জানিয়েছেন, জমি সমস্যার জন্য কাঁটাতারের বেড়ার ক্ষেত্রে জট রয়েছে। তবে দ্রুত জট কাটিয়ে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হবে।

মামলা ফিরল বসুর এজলাসেই

কলকাতা, ৪ মার্চ : পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি নিয়েছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। কিন্তু তাঁর এজলাসেই আবার সেই মামলা ফেরত পাঠালেন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম। জিটিএ নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রভাবশালী অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে রাজ্যের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি বসু। কিন্তু তাঁর এজলাসে এই মামলা শোনার এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে রাজ্য। তারপরই এই মামলা থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি তাঁর এজলাসেই মামলাটি আবার ফেরত পাঠিয়েছেন। শুক্রবার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, বিনয় তামাং, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য সহ সাত প্রভাবশালীর নাম জড়ায়। তাঁদের ৪১/এ ধারায় নোটিশ দিয়ে কেন জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। কিন্তু রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেলের বক্তব্য ছিল, এই মামলা শোনার এক্তিয়ার রয়েছে জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চের। তারপরই তিনি মামলা থেকে অব্যাহতি নেন। পাশাপাশি ওই দিনই বক্সা সংরক্ষিত ব্যাঘ্র প্রকল্প এলাকা সংক্রান্ত মামলা থেকেও সরে গিয়েছিলেন তিনি।

মাদারিহাটে ঘুমে আচ্ছন্ন করেই খুন

বিনোদের নয়া তত্ত্ব

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ৪ মার্চ : জলের সঙ্গে সিডেটিভ ড্রাগস মিশিয়ে খাওয়ানোর তত্ত্ব উঠে আসছে মৃত রবি ওরাওঁয়ের দাদা বিনোদ ওরাওঁয়ের মুখে। অপরদিকে, বিনোদের ছেলে বিবেককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছিল। বিবেকের বুকের তিন জায়গায় এবং গলার দুই জায়গায় গভীর ক্ষত রয়েছে। তবে রবির মায়ের মৃত্যু শ্বাসরোধেই হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান।

মাদারিহাটে জোড়া খুন ও আত্মহত্যার ঘটনায় বেশ কয়েকটি বিষয় পুলিশকে ভাবাচ্ছে। যে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিবেককে খুন করা হয়েছিল সেটি পুলিশ এখনও খুঁজে পায়নি। রবির কাছে থাকা স্মার্টফোনটিরও মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত খোঁজ মেলেনি। ফোনটি সুইচড অফ রয়েছে। তদন্তকারীদের প্রশ্ন, রবি যদি মা ও ভাইপোকে মেরে আত্মঘাতী হয় তাহলে অস্ত্রটি গেল কোথায়? মোবাইল ফোন বন্ধ কেন রয়েছে? সেটির খোঁজই বা নেই কেন?

মঙ্গলবার মাদারিহাট থানায় আসেন রবি ওরাওঁয়ের দাদা বন দপ্তরের মাহুত বিনোদ ওরাওঁ। পুলিশকে তিনি জানান, রবিবার রাতে তাঁর ভাই বৌদিকে ভাত দিতে বলেন। তিনি, তাঁর বড় ছেলে বিবেক ও ভাই রবি একসঙ্গেই খেতে বসেছিলেন। ভাই জগ থেকে নিজের হাতে তাঁর ও ছেলের গ্লাসে জল ঢেলে দিয়েছিলেন। বিনোদের দাবি, 'ভাত খেয়ে জল পান করার কিছুক্ষণের মধ্যেই ভীষণ ঘুম পেয়ে যায়। ঘরে এসে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়ি। ডিউটি যাওয়ার জন্য ভোরে ওঠার পরও শরীর টলছিল। চোখেমুখে জলের ঝাপটা দিয়ে কাজে চলে যাই।' বিনোদের ধারণা, 'আমাদের সকলকে ঘুমের ওষুধ দিয়ে বেহুঁশ করে খুনের পরিকল্পনা করেছিল ভাই। কোনও কারণে করতে পারেনি।'

ওরাওঁ পরিবারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নিজের সার্টিফিকেট ও চাকরির আবেদন সংক্রান্ত কাগজপত্র রবি নিজেই নাকি রবিবার সন্ধ্যার সময় পুড়িয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু পরদিন দুপুর ১২টার সময়েও দেখা গিয়েছে সেই কাগজপত্র থেকে ধোঁয়া বের হচ্ছে। নথিপত্র রবি নিজেই পুড়িয়েছিলেন নাকি অন্য কেউ পরে পুড়িয়েছে, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মোবাইল ফোন ও খুনের অস্ত্র উদ্ধার হলেই এই ঘটনার জট অনেকটা খুলে যাবে বলে তদন্তকারীদের ধারণা। তবে, পুলিশকে ভাবাচ্ছে বিনোদের দেওয়া তত্ত্ব। খাবার জলে সিডেটিভ ড্রাগস মেশানোর কথা বিনোদ আগে জানাননি কেন, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে পুলিশের। রাতে খুনের সময় মাত্র কয়েক হাত দূরেই ঘুমিয়েছিলেন বিনোদ ও তাঁর স্ত্রী পুষ্পা। বিনোদের কথামতো তাঁকে ও বড় ছেলেকে ভাই খাবার জলে সিডেটিভ ড্রাগস মেশালেও বৌদি পুষ্পা বা ছোট ছেলে কেন কিছু টের পেলেন না, সেই প্রশ্নও রয়েছে। কারণ, দুজনকে খুন করার সময় কোনও শব্দ হল না, এটাও তদন্তকারীরা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী বলেন, 'দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পেলেই মৃত্যুর কারণগুলি জানা যাবে। আমরা সন্দেহের তালিকায় ওই পরিবারের সকলকেই রেখে তদন্ত শুরু করেছি।'

মাদারিহাট থানায় এদিন বিনোদের সঙ্গে আসেন তাঁর কাকার ছেলে দিলীপ ওরাওঁ। দিলীপ বলেন, 'আমরা খবর শুনেই অবাক হয়ে যাই। এতবড় ঘটনা কেন ঘটাল রবি?'

মঙ্গলবার মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের ক্যাম্পাসের ভেতর থাকা ওই কোয়ার্টারে গিয়ে দেখা গেল, বারান্দায় পড়ে রয়েছে বিবেকের স্কুলে যাওয়ার সাইকেল। শ্মশানের নিস্তব্ধতা কোয়ার্টারে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, সৎমা ও ভাইয়ের শেষকৃত্য কোচবিহারেই করবেন বিনোদ। ছেলের দেহের শেষকৃত্য কাকার বাড়ি ঘাটপাড়ে করা হবে।

বিনোদ জানিয়েছেন, তাঁর পরিবারের বাকি সদস্যরা শিমলাবাড়ি ঘাটপাড়ে কাকা বিশ্বনাথ ওরাওঁয়ের বাড়িতে রয়েছেন। আর তিনি কয়েকদিনের ছুটি নিয়েছেন। তবে তার কুনকি হাতি ডায়নাকে নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন তিনি। কারণ ওই হাতির পাতাওয়ালা অলকনাথ রাভা মাত্র এক মাস আগে কাজে যোগদান করেছেন।

হাইকোর্টে রক্ষাকবচ পেলেন মিঠুন

কলকাতা, ৪ মার্চ : হাইকোর্টে আপাতত স্বস্তি পেলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। গত বছর নভেম্বরে উসকানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়েছিল। সেই এফআইআর খারিজের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি নেতা মিঠুন। সেই মামলাতে বিচারপতি শুভ্রা ঘোষের নির্দেশ, অভিনেতার বিরুদ্ধে ২০ মে পর্যন্ত কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। তাঁকে তদন্তের সহযোগিতা করতে হবে। তিনি মুম্বইয়ের বাসিন্দা। তাই তদন্তকারী আধিকারিকের কাছে ভার্চুয়ালি হাজিরা দিতে হবে।

গত বছর নভেম্বরে ইজেডসিসি-তে বিজেপির সদস্য সংগ্রহ বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন মিঠুন। সেই সময় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাও হাজির ছিলেন। বক্তব্য রাখার সময় মিঠুন উসকানিমূলক মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ। তাই বিধাননগর দক্ষিণ থানায় কৌশিক সাহা নামে এক ব্যক্তি তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। বউবাজার থানাতেও মিঠুনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৮ নম্বর ধারায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়। আর তারপরই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মিঠুন। সেই মামলাতে রক্ষাকবচ পেয়েছেন তিনি। আদালতের পর্যবেক্ষণ, মিঠুনের মন্তব্যের ফলে কোনও অশান্তির সৃষ্টি হয়েছে এমন উদাহরণ নেই। পুলিশ আদালতে তা পেশ করতে পারেনি। এই অবস্থায় মামলার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে বিস্তারিত শুনানির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই মামলাকারী ও রাজ্য দুপক্ষকে এই বিষয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মে মাসে মাসিক শুনানির তালিকায় মামলাটি অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

জিরো ব্যালেন্স

প্রথম পাতার পর

একই সঙ্গে ফাঁসিদেওয়া ব্লকে দুটি মাঠকে খেলার উপযোগী করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মহকুমা এলাকায় বহুতল নির্মাণের ভেটিং থেকে পরিষদের সবচেয়ে বেশি আয় হয়। চলতি মাসেই নকশাবাড়িতে মল থেকে সার প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হবে। সেজন্য ইতিমধ্যে মহকুমা পরিষদের তরফে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। নতুন প্রকল্পের থেকেও আয় হবে বলে পরিষদের তরফে দাবি করা হয়েছে। সভাধিপতির কথায়, 'উত্তরবঙ্গে এটাই প্রথম মল থেকে সার তৈরির প্রকল্প হচ্ছে। পাশাপাশি চারটি টোল বসানো হচ্ছে। যেখান থেকে আয় বাড়বে। মডেল পার্ক তৈরি করে আয়ের পথ বাড়ানো হবে।'

ভূতুড়ে ভোটার

প্রথম পাতার পর

বুধবার থেকেই দলের নেতা-নেত্রীরা এই কর্মসূচিতে নেমে পড়বেন। সেখানেই জেলা সভানেত্রী নেতা-নেত্রীদের উৎসাহ বাড়াতে পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা করেছেন। কিন্তু এভাবে বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাগরিকদের ভোটার কার্ড পরীক্ষা করা নিয়ে শুধু বিরোধী নয়, দলের মধ্যেও প্রশ্ন রয়েছে।

তৃণমূলের জেলা কমিটির একাংশের মতে, এটা আইনবিরুদ্ধ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি প্রকল্পের সহায়তা পৌঁছে দেওয়া, কেউ সেই সহায়তা এখনও না পেয়ে থাকলে তাঁর নাম নিয়ে প্রশাসনকে দিয়ে পরিষেবা পাইয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু কারও বাড়িতে গিয়ে ভোটার কার্ড চেয়ে সেটি পরীক্ষা শুধুমাত্র নির্বাচন কমিশনের অধীনে থাকা আমলারাই করতে পারেন। জেলা নেতৃত্ব অবশ্য এসবে আমল দিতে নারাজ। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশেই এই কাজ প্রতিটি জেলায় হচ্ছে বলে তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী জানিয়েছেন।

ঐতিহ্যের ক্লাবে নতুন সাজ

জলপাইগুড়ি, ৪ মার্চ : সংস্কার করা হচ্ছে ইউরোপিয়ান সাহেবদের এককালের ব্যবহৃত বিলিয়ার্ড বোর্ড, টেবিল টেনিস বোর্ড, ব্যাডমিন্টন কোর্ট। ১৮৯৪ সালে অবিভক্ত জলপাইগুড়ির ক্লাব রোডে ইউরোপিয়ান টি প্ল্যান্টার্সরা ক্লাবটি স্থাপন করেন। প্রথম থেকেই জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেডের মালিকানায় রয়েছে ক্লাবটি। ক্লাবের ডিরেক্টর আইনজীবী সুব্রত পাল জানান, শতাব্দীপ্রাচীন ক্লাবের হেরিটেজ স্বীকৃতি আদায়ের জন্য রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের কাছে ১২ বছর আগে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। ভেবেছিলেন, কিছু আর্থিক সাহায্য পেলে ক্লাবের সংস্কার সহজেই হবে। সুব্রতর অভিযোগ, 'কমিশনের তরফে ক্লাব পরিদর্শন করলেও স্বীকৃতি মেলেনি। মেলেনি আর্থিক সাহায্যও।'

হরিমাধবকে দেখতে বিধায়ক

বালুরঘাট, ৪ মার্চ : সংগীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত তথা বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব হরিমাধব মুখোপাধ্যায় বার্ধক্যজনিত কারণে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সোমবার তাঁর সঙ্গে দেখা করে স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিলেন বালুরঘাটের বিধায়ক অশোককুমার লাহিড়ি। এদিন তাঁর সঙ্গে তিনি দীর্ঘক্ষণ ভাব বিনিময় করেন। পাশাপাশি, এদিন অশোককুমার লাহিড়ি রনজি ক্রিকেটে সুযোগ পাওয়া গৌড়বঙ্গের প্রথম খেলোয়াড় সুমিত মহন্তর সঙ্গে দেখা করে তাঁকেও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

দুই বাগানে অচলাবস্থা

নাগরাকাটা, ৪ মার্চ : দীর্ঘ ২০ বছর বন্ধ থাকার পর ২০২২-এর ১০ অগাস্ট রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগর নতুন করে পথ চলা শুরু করে। ফের ভালোভাবে বাঁচার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেন শ্রমিকরা। বাগানকে ঢেলে সাজানোর কাজও শুরু করেন নতুন মালিক। গত বছরের শেষের দিক থেকে সমস্যা ক্রমশ জাঁকিয়ে বসতে শুরু করে। মজুরি-বেতন অনিয়মিত হয়ে পড়ে শ্রমিক-কর্মচারীদের। বর্তমানে সংকট আরও গভীর হয়েছে। যে কারণে কালবিলম্ব না করে শ্রমিকরা কাঁচা পাতা বিক্রির সিদ্ধান্ত নেন। বুধবার থেকেই সেখানে আপাতত পাশের একটি চা বাগানে কাঁচা পাতা বিক্রি করা হবে।

যদিও রেডব্যাংক ও সুরেন্দ্রনগরের কর্ণধার সুশীল পালের আশ্বাস, 'শ্রমিকদের পাশে আছি। ওঁরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তা নিয়ে কিছু বলার নেই। সর্বতোভাবে প্রচেষ্টা চলছে বাগান দুটিকে স্বাভাবিক করার। এজন্য প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চলছে।'

গুণমানে ব্যর্থ স্যালাইন

প্রথম পাতার পর

গ্লেনমার্ক ফার্মার উচ্চ রক্তচাপের ওষুধ টেলমা-এএম এবং অ্যালকেম হেলথ সায়েন্সেসের অন্ডেম-৪ ট্যাবলেটের ব্যাচও 'নট অফ স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটি'র তালিকায় পড়ে গিয়েছে। ব্লাড সুগার, এমনকি হৃদরোগের ওষুধও ছাড়পত্র পায়নি। একসঙ্গে এতগুলি ওষুধের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় জনমানসে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা। ফলে সতর্ক স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, সরকারি পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত ব্যাচের ওষুধের গুণগত মানে সমস্যা নজরে এসেছে। তবে বাজারে চালু অন্যান্য ওষুধ সম্পর্কে উদ্বেগের কারণ নেই।

মন্ত্রক জানিয়েছে, মানে অনুত্তীর্ণ ওষুধের তালিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য, ভেজাল ওষুধের ব্যাচ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা। গত বছর সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশনের গুণমান পরীক্ষায় ৫১টি ওষুধ ফেল করেছিল।

চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে প্রচুর ওষুধ, ইনজেকশন, স্যালাইনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু সহ দেশের বিভিন্ন জায়গার ল্যাবরেটরিতে নমুনাগুলি পরীক্ষা করায় এই ১৪৫টি ওষুধের গুণমান নিম্নমানের বলে ধরা পড়ে।

শিশু ও প্রাপ্তবয়স্কদের কাফ সিরাপ, নিউমোনিয়া, স্ত্রীরোগের বিভিন্ন ওষুধ, ফাঙ্গাল ইনফেকশনের ওষুধও গুণমানে আটকে গিয়েছে।

গঙ্গার জলে সন্তুষ্ট বাংলাদেশ

প্রথম পাতার পর

দু'দেশের যৌথ নদী কমিশনের ৮৬তম এই বৈঠক চলবে ৮ মার্চ পর্যন্ত। মঙ্গলবার ফরাক্কায় শুরু হলেও পরে বৈঠক হবে কলকাতায়। কমিশনের পরবর্তী মিটিং ঢাকাতে হওয়ার কথা। ভারত-বাংলাদেশ জলচুক্তির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী বছর। ওই চুক্তিতে জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত শুখা মরশুমে প্রবাহের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে জল আধাআধি করে ১৫ দিন অন্তর দু'দেশের পাওয়ার কথা।

৩০ বছরের জলচুক্তি হলেও দু'দেশের মধ্যে চাপানউতোর প্রথম থেকে ছিল। আবুলের বক্তব্যে সেই কাজিয়ায় জল পড়বে বলে মনে করছে। ফরাক্কায় এদিন বাংলাদেশের ৭ জনের সঙ্গে ওই কমিশনে ভারতের ৭ জন প্রতিনিধি ছিলেন। সোমবার বিকেলে তাঁরা ফরাক্কায় আসেন। ভারতের তরফে নেতৃত্ব দিচ্ছেন কমিশনার (ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট) শারদ চন্দ্র।

ফরাক্কা ব্যারেজ প্রোজেক্টের জেনারেল ম্যানেজার জানান, 'এমনিতে সারা বছর বাংলাদেশের টিম এখানে থাকে। বছরে একবার হাই লেভেল মিটিং হয়। চুক্তি অনুযায়ী কাজ খতিয়ে দেখতে এটা রুটিন ভিজিটের মধ্যে পড়ে।'

বদলার জয় বিরাটদের

প্রথম পাতার পর

নকআউট পর্বে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক অর্ধশতরানের (৬টি) নজির।

বিরাটকে যোগ্য সংগত দেন অক্ষর, লোকেশও। টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে বিরাট-অক্ষর ভরসা জুগিয়েছিলেন। এদিন গুরুত্বপূর্ণ ৪৪ রানের জুটি। ৯৮ বলে মাত্র ৫টি চারে সাজানো দায়িত্বশীল ৮৪ করে যখন ফেরেন ভারতের দরকার ৪৪ বলে ৪০। গ্যালারিতে বিরাটের শতরান হাতছাড়ার আক্ষেপ থাকলেও জয়ের গন্ধে ততক্ষণে উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে, যে উৎসবে শামিল অনুষ্কা শর্মা, জয় শা-ও।

বিরাটের ফেরার পর বাকি কাজ সারেন লোকেশ, হার্দিক। মাটির বদলে আকাশেই বেশি বল রাখলেন হার্দিক। অজিদের ক্ষীণ আশাকে গ্যালারিতে ফেলেন বিশাল বিশাল ছক্কায়, যার প্রতিটি শটে সাজঘরে বসে বিরাটের উন্মাদনা দেখার মতো।

নিটফল বিরাটের তৈরি মঞ্চে রঙিন পরিসমাপ্তি। পকেটে ফাইনালের টিকিট। ৯ মার্চ ফাইনালে (দুবাইয়ে) জিতে আরও একটা আইসিসি ট্রফি জয়ের হাতছানি। আগামীকাল লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে দক্ষিণ আফ্রিকা-নিউজিল্যান্ড ম্যাচে ঠিক হবে খেতাবি যুদ্ধে ভারতের প্রতিপক্ষ কে।

অথচ, ম্যাচটা কিন্তু যে কোনও সময় ঘুরে যেতে পারত। হারলেও অনভিজ্ঞ বোলিং নিয়েও অজিদের লড়াই প্রশংসনীয়। ইনিংস ব্রেকে রবীন্দ্র জাদেজা বলছিলেন, প্রথম দশ ওভারে দায়িত্বশীল ব্যাটিং জরুরি। যদিও দাবি পূরণে ব্যর্থ রোহিত। প্যাট কামিন্স, জোশ হ্যাজেলউড, মিচেল স্টার্কহীন অজি বোলিংয়ের বিরুদ্ধেও আগাগোড়া নড়বড়ে। দু'বার ক্যাচ দিয়েও বেঁচে যান। রোহিত যদিও সুযোগ নিতে ব্যর্থ। ব্যর্থ শুভমানও। আসলে দিনটা ছিল বিরাটের। আর বিরাটের হাত ধরে ভারতের।

এর আগে ভারতের শুরুটা গুরুত্বপূর্ণ টসে হার দিয়ে। ২০২৩ ওডিআই বিশ্বকাপ ফাইনালের পর টানা ১৪টি ওডিআই ম্যাচে কয়েন যুদ্ধে হার! তবে একাধিক ক্যাচ মিস এদিন ভারতকে চাপে ফেলে। শুরুটা প্রথম বলেই বিপজ্জনক ট্রাভিস হেডের ক্যাচ দিয়ে। নিজের বলে ক্যাচ ফেলেন মহম্মদ সামি।

পারলে ঝড় তোলার আগেই ফিরতে হত হেডকে। খেসারত ৩৩ বলে ৩৯ রান। যে কাঁটা শেষপর্যন্ত সরান বরুণ চক্রবর্তী। ম্যাচের আগে বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি বেশ কিছুক্ষণ ক্লাস নেন হেডের। বরুণের বলের গ্রিপ বোঝাচ্ছিলেন। যদিও তা কাজে লাগেনি।

গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ক্যাচ পড়ল স্টিভেন স্মিথেরও। এবারও নিজের বলে তা ফেলেন সামি। কুপার কনোলি (০) উইকেট শুরুর পরও সামির জোড়া ভুল বিপাকে ফেলে। ৩৬-এ জীবন পাওয়া স্মিথকে শেষপর্যন্ত ৭৩ রানে ফেরান সামি। ভাগ্য এদিন স্মিথের সঙ্গে ছিল। অক্ষরের বল একবার উইকেটে লাগলেও বেল পড়েনি!

মুম্বইয়ের কিংবদন্তি স্পিনার প্রয়াত পদ্মাকর শিভালকারকে শ্রদ্ধা জানিয়ে রোহিতরা কালো আর্মব্যান্ড পরে মাঠে নামেন। বাইশ গজে যদিও স্মিথ-প্রাচীরে কিছুটা ফিকে ভারতের স্পিন চতুর্ভুজ। স্মিথের দায়িত্বশীল ইনিংসের পাশে শেষ দিকে অ্যালেক্স ক্যারির পরিণত ব্যাটিং।

মার্নাস লাবুশেন (২৯), জোশ ইনগ্লিস (১১) দ্রুত ফেরার পর স্মিথকে দর্শক বানিয়ে ক্যারির ক্যারিশমা। সুনীল গাভাসকাররা বলছিলেন, এই পিচে থিতু হয়েই শট খেলা সম্ভব। যদিও ক্যারির ব্যাটিংয়ে উলটপুরাণ। ক্রিজে নেমেই নিখুঁত আগ্রাসী শটের ফুলঝুরিতে অনেক সমীকরণ বদলে দেন। শেষদিকে টেলএন্ডারদের নিয়ে স্কোরকে ২৬৪-তে পৌঁছে দেন ক্যারি (৫৭ বলে ৬১)। শ্রেয়সের এক টিপে উইকেট ভাঙার দক্ষতায় রানআউটে থামে ক্যারির দৌড়।

শেষপর্যন্ত ৪৯তম ওভারের প্রথম বলটা ছক্কা হাঁকিয়ে অস্ট্রেলিয়ার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দৌড়ে ইতি টেনে দেন লোকেশ।

বিশাখাপত্তনম থেকে গ্রেপ্তার তিন

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৪ মার্চ : বক্সিরহাটের এক প্রাক্তন শিক্ষকের সঙ্গে ডিজিটাল অ্যারেস্টের প্রতারণায় ইতিমধ্যেই অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের তিন অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে জেলা পুলিশ। ঘটনার তদন্তে প্রকাশ, যে সিম কার্ড ব্যবহার করে প্রতারণা করা হয়েছিল, সেটি পূর্ব মেদিনীপুরের এক সিম কার্ড বিক্রেতা ভুয়ো নথি দিয়ে বানিয়েছিলেন। অভিযুক্ত সেই সিম কার্ড বিক্রেতা বছর ৩৭-এর বাপি সাউকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার করে এনেছে কোচবিহার পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগ। তাকে কোচবিহার আদালতে তোলা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন।

কোচবিহারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কৃষ্ণগোপাল মিনা জানিয়েছেন, ডিজিটাল অ্যারেস্ট সম্পর্কিত এই প্রতারণার ঘটনায় জেলা পুলিশের তদন্তে অনেকটাই অগ্রগতি ঘটেছে। এই চক্রে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বিভিন্ন রাজ্যে সাইবার প্রতারণার ঘটনায় নাম জড়াচ্ছে এ রাজ্যের সিম কার্ড বিক্রেতাদের। ভুয়ো নথি দিয়ে সিম কার্ড রেজিস্ট্রেশনের পর সেগুলি মোটা টাকার বিনিময়ে ভিনরাজ্যের সাইবার অপরাধীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। ভুয়ো সিম তৈরির অভিযোগে ইতিমধ্যেই কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ি, বক্সিরহাট, ঘোকসাডাঙ্গা, দিনহাটা থেকে একাধিক সিম কার্ড বিক্রেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের সঙ্গে ভিনরাজ্যের সাইবার অপরাধীদের যোগসূত্র মিলেছে। তবে এবার বক্সিরহাটে প্রতারণার ঘটনায় পূর্ব মেদিনীপুরের নাম জড়াল।

ডিজিটাল অ্যারেস্টের জের

ভুয়ো নথি

- ভুয়ো নথিতে সিম কার্ড রেজিস্ট্রেশনের পর মোটা টাকায় হাতবদল
- সেই কার্ড পৌঁছে যাচ্ছে ভিনরাজ্যের সাইবার অপরাধীদের কাছে
- ইতিমধ্যে কোচবিহারের নানা স্থান থেকে বহু কার্ড বিক্রেতা গ্রেপ্তার
- তাদের সঙ্গে ভিনরাজ্যের সাইবার অপরাধীদের যোগসূত্র মিলেছে

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৮ জানুয়ারি বক্সিরহাটের ভানুকুমারীর প্রাক্তন শিক্ষক উত্তমকুমার পালের কাছে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে একটি ফোন আসে। সেখানে প্রতারক নিজেকে সিবিআইয়ের আধিকারিক পরিচয় দিয়ে জানিয়েছিল, উত্তমবাবু মোটা টাকা প্রতারণার একটি মামলা জড়িত রয়েছেন। তাই তাঁকে ডিজিটাল অ্যারেস্ট করা হল। জেরার নামে উত্তমবাবুর কাছ থেকে ২ লক্ষ ৫ হাজার টাকা নেওয়া হয়। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নেমে কোচবিহার জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম বিভাগের আধিকারিকরা গত ৩১ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনম থেকে পিল্লা নানি (৩৩) নামে প্রথমে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেন। তাকে জেরা করে আরও কিছু নাম মেলে। এরপর অন্ধ্রপ্রদেশের বাবুজিনগর থেকে গত মাসেই আরও দুই অভিযুক্ত সাকালা মহেশ (৩২) ও শেখর বারলা (৩০)-কে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের জেরা করে উঠে আসে পূর্ব মেদিনীপুরের বাপি সাউয়ের নাম। বাপিই তাদের সিম কার্ড সরবরাহ করেছিল। সেই সিম কার্ড দিয়েই প্রতারণা করা হয়।

MAYA DIAGNOSTIC
ISO 9001 : 2015 CERTIFIED DIAGNOSTIC CENTER
LOWEST PRICE
SAME DAY REPORT DELEVERY
OUR SERVICES
FIBRO SCAN • MRI • CT SCAN
NABL Accredited Lab
ASRAMPARA, SILIGURI
CALL - 84369-71546 / 80012-22020

মিশ্র সংস্কৃতির উঠতি শহর বাগডোগরা

জনশ্রুতি রয়েছে, বাগডোগরা এলাকায় একসময় হামেশাই বাঘের গর্জন শোনা যেত। কামতাপুরি ভাষায় বাগডোগরা শব্দের অর্থ কিন্তু সেদিকেই ইঙ্গিত করে। যে অঞ্চলে বাঘের গর্জন শোনা যায়, সেটাই বাগডোগরা। গত কয়েক বছরে ঝড়ের গতিতে পরিবর্তন হয়েছে বাগডোগরা এলাকার। এলাকার মানচিত্র থেকে শুরু করে খাদ্যাভ্যাস, চিন্তাভাবনা, পরিবেশ সবেতেই পরিবর্তন এসেছে। এখানে রয়েছে অনেক চা বাগান। সেখানে একটা অংশের মানুষ আদিবাসী সম্প্রদায়ের। বাঙালি তো রয়েইছেন। রাজবংশী সম্প্রদায়, নেপালি ভাষাভাষীর মানুষের সংখ্যাও নেহাত কম নয়। ঠিক কী কী পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে বাগডোগরায়? খোঁজ নিলেন **পারমিতা রায়**

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : একসময়ের গ্রামীণ এলাকা এখন বিমানবন্দরের সুবাদে প্রায় শহরের রূপ নিয়েছে। একে কেন্দ্র করে বদলে গিয়েছে এলাকার চিত্রটা। বহুতল থেকে শুরু করে নামীদামি রেস্তোরাঁ, শপিং মল, বাজার- কী নেই এখানে।

একসময় এই এলাকার বাসিন্দারা শিলিগুড়ির ওপর নির্ভরশীল থাকলেও এখন রেস্তোরাঁ, ক্যাফেতে সময় কাটাতে শহর থেকে বাগডোগরায় চলে আসছেন বহু মানুষ। এখানে সমস্ত ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাব।

শাড়ি ছেড়ে জিনস

মা-কে ছোট থেকে শাড়িটা একটু অন্যরকমভাবে জড়িয়ে পরতে দেখেছেন সুষমা ওরাওঁ। কিন্তু তিনি ওভাবে শাড়ি পরতে পছন্দ করেন না। গোঁসাইপুর চা বাগানের বাসিন্দা সুষমা বলছিলেন, 'মা-কে দেখেছি শার্ট দিয়ে শাড়ি পরতেন। ব্লাউজ পরতেন না। তবে আমি এসব পরি না। সাধারণত জিন্স, টপ কিংবা ওয়ান পিস পরতেই বেশি পছন্দ করি।' এক্ষেত্রে কি নেপালি ভাষাভাষীর মানুষদের স্টাইল দ্বারা তাঁরা প্রভাবিত? একটু ভেবে সুষমা বললেন, 'এভাবে ভেবে দেখিনি। তবে হ্যাঁ, আমার অনেক পরিচিত আছেন ঠিকই। তাঁদের পরতে দেখে ভালো লাগে। তাই আমিও পরি।'

বাংলা-নেপালি-সাদরি-হিন্দি

শুধু বেশভূষায় নয়, ভাষার ক্ষেত্রেও একধরনের আদানপ্রদান লক্ষ করা যাচ্ছে বাগডোগরায়। আন্ডারপাসের নীচে সারি সারি দোকান। তার মধ্যেই এক দোকানে দাঁড়িয়ে ব্যবসায়ী কখনও নেপালি ভাষায় গ্রাহকদের ডাকছেন, কখনও আবার হিন্দিতে। তাঁর মুখে শোনা যাচ্ছে বাংলাও। আবার এক-দুটো সাদরি শব্দও চলে আসছে তাঁর কথায়। এই ব্যবসায়ী এত নিখুঁতভাবে সমস্ত ভাষায়

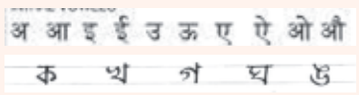

কথা বলছেন যে, তিনি নিজে আসলে কোন ভাষাভাষীর মানুষ তা বোঝা মুশকিল। স্থানীয় বাসিন্দা সুখেশ ছেত্রী বলছিলেন, 'আমরা এখানে বাংলায় কথা বলি। কথা বলি হিন্দি, নেপালিতেও। দরকারে সাদরি ভাষাতেও বলতে পারি। এলাকা যা, তাতে সবাইকে মিলেমিশে চলতে হবে।'

পশ্চিমী প্রভাব

গোটা এলাকায় নেপালি ভাষাভাষীদের একটা প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। তাঁরা যেভাবে পশ্চিমী ধ্যানধারণা দ্বারা প্রভাবিত, তেমনই তাঁদের দেখে পশ্চিমী চিন্তাভাবনার দিকে ঝুঁকছেন তরুণ বহু মানুষ, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্ম। তাঁদের মধ্যে এক তরুণ সোহম পাল বলছিলেন, 'নতুন প্রজন্মের মধ্যে ওয়েস্টার্ন জামাকাপড় পরার প্রবণতা যেমন বাড়ছে, তেমনই চিন্তাভাবনাতেও পশ্চিমী ধ্যানধারণা প্রভাব বিস্তার করছে। বিশেষ করে চা বাগানের ছেলেমেয়েদের মধ্যে।' তিনি জানাচ্ছেন, বাঙালিরাও নেপালি ভাষাভাষীদের চলাফেরা, আদবকায়দা, খাদ্যাভ্যাস, ইংরেজি গান শোনা ইত্যাদি অভ্যাস রপ্ত করছেন।

ভাইস ভার্সা

ঠিক একইভাবে অনেক নেপালি ভাষাভাষীর মানুষও বাঙালিদের নানা ধ্যানধারণায় প্রভাবিত হচ্ছেন। এমনটাই মত রাজেন সুব্বার। তাঁর কথায়, 'আমি বাংলা খুব ভালো বলতে পারি। আমার বাড়ির আশপাশে রাজবংশী সম্প্রদায়ের প্রচুর মানুষ আছেন। তাঁদের সঙ্গে কথা হয়। তাঁদের অনেক আচার-আচরণ আমাদেরও হয়ে গিয়েছে।'

বাগডোগরায় এখন কোন সংস্কৃতির প্রভাব বেশি, তা বলা মুশকিল। তবে সবমিলিয়ে এ কথা বলাই যায়, বাঘের গর্জন এখন অতীত, বৈচিত্র্যের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই বাগডোগরার নতুন পরিচিতি।

> বাগডোগরা এলাকাটা ঐতিহ্যবাহী। এখন মিশ্র সংস্কৃতি দেখা যাচ্ছে। সেটা সুন্দর। একসঙ্গে থাকতে গেলে ভ্রাতৃত্ববোধকে আগলে রেখেই একে অপরের ঐতিহ্যকে মানতে হবে। সেটাকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে চলতে হবে।
>
> *- নগেন্দ্রনাথ রায়*
> *পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক*

> কিছুদিন আগে আদিবাসীমেলা হয়েছিল। সেখানে আমরা সবাই গিয়েছিলাম। গোখামেলাতেও গিয়েছি। বিহার দিবস পালন করি। দুর্গাপুজোয় আমরা ধুনুচি নাচে মেতে উঠি। একে অপরের ভাষার পাশাপাশি সংস্কৃতিকেও একসঙ্গে নিয়ে এগোচ্ছি আমরা।
>
> *- অম্বুজকুমার রায়*
> *শিক্ষক, ড্যাঙ্গোজোত হিন্দি প্রাইমারি স্কুল*

> সব জাতি, সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে একে অপরের ঐতিহ্যকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছেন। তবে আমি মনে করি অন্যের সংস্কৃতিকে জানতে গিয়ে, সেই ভাবধারায় চলতে গিয়ে নিজেরটা ভুললে চলবে না। নিজেদের সংস্কৃতি, ভাষাকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে।
>
> *- ফিলিসিতা বারলা*
> *শিক্ষক, সান্তারেস হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল*

নির্দেশমতো মাটি তোলার নিদান মেয়রের

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : শহর শিলিগুড়ির বুক চিরে চলে যাওয়া ফুলেশ্বরী এবং জোড়াপানি নদীর সংস্কার নিয়ে বিস্তর অভিযোগ শুনলেন মেয়র গৌতম দেব। কী সেই অভিযোগ? নদী থেকে যত পরিমাণ মাটি সরানোর কথা ছিল, তা নদী থেকে তোলা হয়নি।

মঙ্গলবার পুরনিগমের ২২, ৩৫, ৩৬, ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কয়েকটি এলাকায় গিয়ে মেয়র নদী সংস্কারের বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেন, নদী সংস্কার শেষ হলে পুরনিগমের তরফে ফের এসে দেখা হবে। যত পরিমাণ মাটি সরানোর কথা ছিল, তা তোলা হয়েছে কি না খতিয়ে দেখবেন পুরনিগমের কর্তারা। নির্দেশমতো কাজ না হলে পদক্ষেপ করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র।

ফুলেশ্বরী ও জোড়াপানি নদী সংস্কার নিয়ে অভিযোগ আগেই উঠেছিল। বিষয়টি নিয়ে সোমবার সেচ দপ্তরের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে বসে মেয়র সিদ্ধান্ত নেন, যে ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে দুই নদী বয়ে গিয়েছে, সেখানে স্বশরীরে গিয়ে কাজ দেখবেন তিনি। সেই মোতাবেক এদিন বিভিন্ন এলাকায় যান গৌতম।

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলারদের সেখানে থাকতে বলা হয়েছিল। কাউন্সিলাররাও বেশকিছু বিষয় মেয়রের সামনে তুলে ধরেন। কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মা বলেন, 'নদীতে যে পরিমাণ মাটি জমেছে, পুরোটাই তুলতে হবে। অল্প তুলে রেখে দিলে চলবে না। যে লাইন দিয়ে কাজ শুরু হয়েছে, সেই লাইন ধরেই শেষ করতে হবে। সেচ দপ্তরের কর্তাদের বিষয়টি বলেছি।' কাউন্সিলার দীপ্ত কর্মকারের কথায়, 'ফুলেশ্বরী নদীর পুরোটা যে সংস্কার হয়নি, সেটা মেয়রের নজরে এনেছি। মেয়র আমায় বলেছেন, এখনও কাজ শেষ হয়নি। কাজ আরও হবে।'

কাজ খতিয়ে দেখছেন মেয়র।

নদী সংস্কার

- নদী সংস্কার শেষ হলে পুরনিগমের তরফে ফের এসে দেখা হবে
- যত পরিমাণ মাটি তোলার কথা ছিল, তা হয়েছে কি না খতিয়ে দেখা হবে
- নির্দেশমতো কাজ না হলে পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন মেয়র

সকাল থেকে ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পরিষদের সদস্য মানিক দে-কে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন ওয়ার্ডে ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে মেয়র বলেন, 'যতটা মাটি তোলার কথা রয়েছে, তা তোলা হয়েছে কি না সেটা দেখব।' গৌতম আশ্বাস দেন, '২২ ও ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের মাঝে জোড়াপানি নদীর ওপর নতুন সেতু হবে। পাশাপাশি ঘোগোমালি সেতু নতুন করে তৈরির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছি। বাকি সেতুর ওপর তারের বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।'

সম্প্রতি অনেক টাকা খরচ করে নদী সংস্কার করছে সেচ দপ্তর। কিন্তু বহু জায়গায় অভিযোগ ওঠে, যত পরিমাণ মাটি তোলার কথা ছিল, তা করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে সরব হতে দেখা যায় শাসক-বিরোধী দু'দলের কাউন্সিলারদের। তারপরেই মেয়রের এই পদক্ষেপে ক্ষোভের আগুনে যে কিছুটা জল পড়বে, তা বলাই বাহুল্য।

আজ শহরে

- বাগডোগরার মমতানগরের লোকনাথ মন্দির কমিটির উদ্যোগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির। ব্লাড সুগার টেস্টের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ওষুধ বিনামূল্যে বিতরণ হবে সেখানে। থাকছে চোখ পরীক্ষার ব্যবস্থাও।

ট্রাকের ধাক্কায় খুঁটি উপড়ে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : কাঠবোঝাই ট্রাকরে ধাক্কায় বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে গিয়ে পড়ল এক ব্যক্তির ওপর। মঙ্গলবার সকালে শিলিগুড়ির ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাবাজার সংলগ্ন সর্বপল্লি এলাকার বাসিন্দা দীনেশপ্রসাদ সিং ওই ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন। সংবাদমাধ্যম বিভাগের কর্মী এদিন বাংলাবাজার এলাকায় হেঁটেই যাচ্ছিলেন। সেই সময় ট্রাকটি এসে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। ফলে হুড়মুড়িয়ে বিদ্যুতের তার সহ খুঁটিটি ওই ব্যক্তির ওপর পড়ে। তিনি পাশের নর্দমায় পড়ে যান। স্থানীয়রা দ্রুত তাঁকে উদ্ধার করে সেবক রোডের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করান। পাশাপাশি ভক্তিনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ট্রাকটি আটক করে। পকেট রোডের ওপর বড় ট্রাক ঢোকার ঘটনায় সর্বপল্লি এলাকার বাসিন্দারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

স্থানীয় বাসিন্দা সন্তোষ রায় বলেন, 'ট্রাকটি যখন এলাকায় প্রবেশ করছিল তখনই সেটিকে থামতে বলা হয়। কিন্তু ট্রাকটি এগিয়ে গিয়ে বিদ্যুতের খুঁটিতে ধাক্কা মারলে সেটি ওপরে ওই ব্যক্তির ওপর এসে পড়ে।' রাকেশ ঠাকুর নামে আর এক বাসিন্দা বলেন, 'বিদ্যুতের তার এমনভাবে পড়েছিল, যে দ্রুত ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার না করলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তাঁর প্রাণসংশয় হতে পারত। এই রাস্তার ওপর ভারী যানবাহন চলার ফলে আগেও দুর্ঘটনা হয়েছে।'

ঝুলন্ত দেহ

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : রেজিস্ট্রি আগেই হয়ে গিয়েছে। মে মাসে সামাজিক মতে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। তার আগেই মর্মান্তিক ঘটনা। ওই তরুণের অস্বাভাবিক মৃত্যু হল মঙ্গলবার সকালে। ফুলবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ধনতলার জয়নগরের ঘটনা। মৃত মিঠুন চক্রবর্তীর (২৮) শিলিগুড়ি থানা মোড় এলাকায় কাপড়ের দোকান। এদিন সকালে বাড়ির ছাদের ঘর থেকে তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এনজেপি থানার পুলিশ। তারপর দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে নিয়ে যাওয়া হয়।

গত বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ফাইনালে হারের বদলা নিল ভারত। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সেমিফাইনালে অজি-বধের পরই হাসমি চকে উল্লাস শহরবাসীর। মঙ্গলবার। ছবি : সূত্রধর

অজি-বধে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস শহরে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : কেএল রাহুলের তুলে মারা শটে বল বাউন্ডারির বাইরে পড়তেই যে যাঁর মতো হাসমি চকের দিকে ছুট। চারিদিক থেকে তখন বাজি ফাটানোর আওয়াজ। মুহূর্তের মধ্যে শিলিগুড়ির হাসমি চকে জাতীয় পতাকা হাতে উচ্ছ্বাসে মাতলেন অগণিত ক্রিকেটপ্রেমী। মঙ্গলবার রাতে অজি বধ করে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে ভারত পা রাখতেই শহরের ক্রিকেটপ্রেমীদের উন্মাদনা যেন বাঁধ ভেঙেছিল। কেউ ঢোল, তাসা বাজাচ্ছেন, কেউ বা আতশবাজি পুড়িয়ে জয়ের আনন্দ উপভোগ করছিলেন। ভারত জেতায় একে অপরকে জড়িয়ে ধরার ছবিও চোখে পড়ল। হাসমি চক কার্যত দখল করে নেন ক্রিকেটপ্রেমীরা।

এর আগে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ের পর একই রকম উচ্ছ্বাস চোখে পড়েছিল। ভারতের জয়ে কে কী করবেন তা যেন কেউ বুঝে উঠতে পারছিলেন না। হাসমি চকের পাশাপাশি সেবক মোড় ও মহাত্মা গান্ধি মোড়েও অনেককে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে দেখা গেল। পরিবার নিয়ে উচ্ছ্বাসে শামিল হন কলেজপাড়ার বাসিন্দা ঋতুরাজ চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'আজকের ম্যাচ ফাইনালের আগে ফাইনাল ছিল। ২০২৩ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালের বদলা অজিদের হারিয়ে রোহিতরা নিয়ে নিল। ফাইনালে ভারত আরও ভালো খেলে জিতবে। আর আজকের চাইতে বেশি আনন্দ করতে চাই।'

> আজকের ম্যাচ ফাইনালের আগে ফাইনাল ছিল। ২০২৩ সালে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের ফাইনালের বদলা অজিদের হারিয়ে রোহিতরা নিয়ে নিল। ফাইনালে ভারত আরও ভালো খেলে জিতবে। আর আজকের চাইতে বেশি আনন্দ করতে চাই।
>
> **ঋতুরাজ চক্রবর্তী**
> *কলেজপাড়ার বাসিন্দা*

এদিন হাসমি চকে উচ্ছ্বাসের জেরে সমস্ত যানবাহন থমকে যায়। ভারত জিতলে যে হাসমি চকে উচ্ছ্বাস হতে পারে, তা আগাম আঁচ করতে পেরে পুলিশ মোতায়েন করা ছিল। প্রায় এক ঘণ্টার বেশি সময় হাসমি চক অবরুদ্ধ থাকে। ভারতের জয়ে পাড়ায় পাড়ায় ক্রিকেট ভক্তরা বাইক নিয়ে বেরিয়ে পড়েন। শুভম দাস, রাহুল তপাদারদের কথায়, বিরাট কোহলি আজকে শতরান করলে তাঁরা আরও বেশি খুশি হতেন। হয়তো ফাইনালে তাঁর শতরান লেখা রয়েছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে সেরা দল ভারত বলে তাঁদের দাবি।

এদিন অজি-বধ অবধারিত ছিল। সেইসঙ্গে আগের বারের পাওনাগন্ডা। সবমিলিয়ে আজকের ম্যাচ 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র রূপ নিয়েছিল। ম্যাচের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছিল টানটান উত্তেজনা। আর সেই ম্যাচে জয় পাওয়ায় কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারীতে তখন আনন্দের ফল্গুধারা ও জয়ের উচ্ছ্বাস। দেশবাসী এখন অপেক্ষায় ফাইনাল জয়ের।

গৌতমের আশ্বাসে স্থগিত আন্দোলন

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : পুনর্বাসনের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিলেন ইস্টার্ন বাইপাসের উচ্ছেদ হওয়া ব্যবসায়ীরা। নেতৃত্ব দিচ্ছিল সিপিএম। ৩৫ দিন পর শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের আশ্বাসের পর স্থগিত রাখা হল সেই আন্দোলন। মঙ্গলবার দুপুরে ডাবগ্রাম এরিয়া কমিটির তরফে দিলীপ সিং এদিন শিলিগুড়ি পুরনিগমে গিয়ে মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে দেখা করেন।

মেয়র তাঁদের আশ্বাস দিয়েছেন, যাঁরা সেখানে দোকান করতেন, তাঁদের পুনর্বাসন দেওয়া হবে। এই আশ্বাসের পরেই মেয়রকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন দিলীপ। মেয়রের কথার ওপর ভরসা করে তাঁরা বুধবার থেকে আন্দোলন আপাতত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেবেন বলে সূত্রের খবর।

গত জানুয়ারি মাসে ইস্টার্ন বাইপাসের বাংলাবাজার এলাকায় রাস্তার ধারে থাকা একাধিক দোকানদারকে উচ্ছেদ করা হয় বলে অভিযোগ। রাস্তা চওড়া করা হবে সেখানে। তাঁরা ওই এলাকায় দীর্ঘ ১৫-২০ বছর ধরে ব্যবসা করছিলেন। এতদিন তাঁদের পুনর্বাসনের কোনও ব্যবস্থা করা হচ্ছিল না। উপরন্তু সেখানে কয়েকটি দোকানঘর বানিয়ে তা মোটা টাকায় ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে বলেও অভিযোগ। এরই প্রতিবাদে জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ থেকে আন্দোলন শুরু করে সিপিএম।

ইস্টার্ন বাইপাসে ব্যবসায়ী উচ্ছেদ

এদিন দিলীপ বলেন, 'আমাদের দাবি, যাঁদের উচ্ছেদ করা হয়েছিল তাঁদের পুনর্বাসন দিতে হবে। এদিন মেয়রের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি। মেয়র আমাদের আশ্বাস দিয়েছেন, তাই মেয়রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।' মেয়র জানিয়েছেন, কেউ যাতে সমস্যায় না পড়েন তা অবশ্যই দেখা হবে।

জীবনসায়াহ্নে মন্দিরের বাইরে ভিক্ষাবৃত্তি সংসারে ব্রাত্যদের

মাম্পী চৌধুরী

শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : আনন্দময়ী কালীবাড়ির বাইরে সারিবদ্ধভাবে বসে রয়েছেন কয়েকজন মহিলা। পরনে আধময়লা শাড়ি। সবার চোখে চশমা। চোখেমুখে বলিরেখা স্পষ্ট। সম্বল বলতে এক-দুটো পুঁটুলি। দূর থেকে দেখেই বোঝা যায়, কারও বয়স আশি পেরিয়েছে, কারও আবার নব্বই ছুঁইছুঁই। জীবনসায়াহ্নে এসে যখন নাতিপুতির সঙ্গে খেলা করার কথা, তখন এই মানুষগুলো মন্দিরের বাইরে সারাদিন বসে কী করেন? ভিক্ষাবৃত্তি।

মন্দিরে আসা মানুষজনের সামনে হাত পাতেন তাঁরা। তাতে যতটুকু পাওয়া গেল, তা দিয়ে কোনওমতে পেট চলে বেণুবালা দাস, শুখবালা বর্মন, আরতি সূত্রধর, নয়নতারা সরকারদের। এই ভিড়ে শিলিগুড়ির স্থায়ী বাসিন্দা যেমন রয়েছেন, তেমনই অন্য জেলা থেকে আসা বৃদ্ধারাও আছেন। এমনটা নয় যে তাঁদের সন্তান নেই। তবে সন্তানকে নিয়ে কথা বলতে গেলেই তাঁদের একসুরে খেদোক্তি শোনা যায়, এমন সন্তান থাকার চেয়ে না থাকাই ভালো!

নয়নতারাদের সঙ্গে কথা বললেই এই খেদোক্তির কারণ আন্দাজ করা যায়। তাঁরা সন্তানের সংসারে পুরোনো হয়ে গিয়েছেন। জামাকাপড়ের মতো। তাঁরা এখন ব্রাত্য। বাড়তি বোঝা। তাঁদের দায়িত্ব নিতে চান না সন্তানরা।

জীবনসায়াহ্নে এসে রোজগারের ক্ষমতা হারিয়েছেন আরতিরা। কিন্তু পেট তো সেসব শুনবে না। তাই সারাদিন মন্দিরের বাইরে বসে ভিক্ষা করেন তাঁরা। এটাই যেন তাঁদের ভবিতব্য।

কথা হচ্ছিল ৮০ বছরের নয়নতারার সঙ্গে। বাড়িতে তাঁকে দেখার কেউ নেই। ছেলে অনেক বছর আগে মারা গিয়েছেন। দুই দশক আগেও বেশ কর্মঠ ছিলেন নয়নতারা। লোকের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। কিন্তু বয়সের ভারে সেই ক্ষমতা হারিয়েছেন। বয়স দেখে কেউ কাজ দিতে চান না। তাই গত ১০ বছর ধরে মন্দির চত্বরে ভিক্ষে করে পেট চালাচ্ছেন তিনি।

সংসারে মেলেনি ঠাঁই। ভিক্ষাবৃত্তি করে পেট চালাতে আনন্দময়ী কালীবাড়ির বাইরে বৃদ্ধারা।

কোচবিহারের আরতি সূত্রধর, সুখবালা বর্মন ভাড়া থাকেন টিকিয়াপাড়ায়। পায়রার খোপের মতো ঘর। ভাড়া দিতেও রীতিমতো হিমসিম খান তাঁরা। কোচবিহারে স্বজন হারিয়েছেন দুজনে। তারপর থেকে এখানে এসে ভিক্ষাবৃত্তি করে দু'মুঠো ভাত জোগাড় করছেন তাঁরা। তবে সুখবালাদের জীবনে সুখ বলে কিছু নেই।

বেণুবালার গল্পটা আরতিদের থেকে কিছুটা আলাদা। ছেলেমেয়ে, নাতি-নাতনি নিয়ে ভরা সংসার। কিন্তু বেণুবালা তাঁর নামটার মতোই পুরোনো হয়ে গিয়েছেন। তাই সংসারে তাঁর জায়গা হয়নি। মন খারাপ হয়? প্রশ্ন শুনে চোখের কোনায় জল আসে বৃদ্ধার। সাদা শাড়ির আঁচলটা দিয়ে চোখ মুছে বলেন, 'বাচ্চাগুলোর জন্য মন খারাপ হয়।' এর পরেও ছেলের বিরুদ্ধে কোনও ক্ষোভ নেই তাঁর। বলছিলেন, 'ছেলে নিজেই সংসার টানতে হিমসিম খায়। আমি ওর সংসারে গিয়ে বাড়তি বোঝা হতে চাই না।'

শুধু যে মহিলারা ভিক্ষাবৃত্তি করছেন তা কিন্তু নয়। মাঝেমধ্যে দেখা মেলে বৃদ্ধের। এই যেমন গোপাল বর্মন। বয়স আশি পেরিয়েছে। কর্মক্ষমতা আর নেই। স্ত্রী গত হয়েছেন। সন্তানের সংসার রয়েছে। কিন্তু সেখানে জায়গা হয়নি তাঁর। তাই সহায় 'ভগবান'।

সাধারণত বয়স্ক বাবা-মায়েদের বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর ট্রেন্ড লক্ষ করা যায়। তবে সেটা একমাত্র তাঁদের ক্ষেত্রেই সম্ভব, যাঁদের আর্থিক অবস্থা ভালো। যে সন্তানদের আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তাঁদের বাবা-মায়েদের ঠাঁই নিতে হয় মন্দিরের বাইরে।

আনন্দময়ী কালীবাড়িতে পুজো দিতে এসেছিলেন শুভঙ্কর কর্মকার। তাঁর মতে, 'এই মানুষগুলোকে দেখার কেউ নেই। প্রশাসন যদি সাহায্য করে তবে কিছু একটা হতে পারে।' একই বক্তব্য সিদ্ধেশ্বরী কালীবাড়িতে পুজো দিতে আসা সমীর বর্মনের। তাঁর কথা, 'পুরনিগম এঁদের অন্ন-বাসস্থানের ব্যবস্থা করে দিলে ভালো হবে।'

অন ক্যামেরা বিয়ে করলেন সাহেব, তোলপাড় নেটপাড়া

অভিনয় নয়। এটা সত্যি। সত্যি সত্যিই নায়ক সিঁদুর পরিয়েছেন তাঁর নায়িকাকে। আপাতত এই ঘটনা প্রমাণ করতে তেতে উঠেছে নেটপাড়া। আর যাদের নিয়ে এত মাতামাতি, তাঁরা একেবারে চুপ। নির্বাক। তাতে বিতর্ক আরও উসকে উঠেছে।

ছোট সাহেব আর সুস্মিতার বিয়েটা তাহলে হয়েই গেল? 'কথা'র সেটে শুটিং স্থলে যা হল, সব সত্যি? এটা কি ইচ্ছাকৃত? প্রশ্নের পর প্রশ্ন ধেয়ে আসছে। কিন্তু উত্তর নেই।

ঘটনাটা ঠিক কী?

সম্প্রতি কথা সিরিয়ালের একটি অদেখা ভিডিয়ো প্রকাশ্যে আনা হয়েছে এই ধারাবাহিকের ফ্যান পেজের তরফে। সেখানেই দাবি করা হয়েছে সাহেব ভট্টাচার্য এবং সুস্মিতাদের নাকি সত্যি সত্যিই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কিন্তু কেন এমন বলা হচ্ছে? কী দেখা যাচ্ছে সেই ভিডিয়োতে?

এদিন কথাগ্নি নামে একটি পেজের তরফে কথা ধারাবাহিকের শ্যুটিংয়ের একটি ভিডিয়ো পোস্ট করা হয়েছে। সেখানেই দেখা গিয়েছে পর্দার পুরোহিত একটি কুনকেতে সত্যিকারের সিঁদুর ঢালছেন যেমনটা বাস্তবের বিয়েতে হয়। তারপর দেখা যাচ্ছে, কথা এবং এভি পাশাপাশি বসে আছে অর্থাৎ সাহেব ভট্টাচার্য এবং সুস্মিতা দে। ক্যামেরা তাঁদের দিকে তাক করা। আর ক্যামেরা রোল হতেই সাহেব ওই সিঁদুর সুস্মিতাকে পরিয়ে দেন। আবার একই সঙ্গে বলেন, 'আমায় বলেছে নাকে ফেলতে হবে।'

এই ভিডিয়ো বর্তমানে ভাইরাল। সিনেমা সিরিয়াল, সিরিজের জন্য অভিনেতা অভিনেত্রীদের একাধিকবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হয়। কিন্তু সবই তো অভিনয়। সে কথা সকলেরই জানা। কিন্তু কথা ধারাবাহিকের অনুরাগীদের মতে এটা নাকি সত্যিই বিয়ে, কারণ সত্যিকারের সিঁদুর দিয়েই সুস্মিতার সিঁথি রাঙিয়েছেন সাহেব। আবির বা অন্য কিছু নয়।

এক ব্যক্তি লেখেন, 'মানুষের থেকে অনেক কথা শোনার পর আমি যে আগেই ঠিক বলেছিলাম সেটা প্রমাণিত হল। ওটা আসল সিঁদুর ছিল।' আরেকজন লেখেন, 'একদম আসল সিঁদুর এটা। এই একইরকম সিঁদুর আমার মাকে পরতে দেখেছি এবং এই সিঁদুরই আমাদের বাড়িতে ঠাকুরকেও পরানো হয়।'

জানিয়ে রাখা ভালো, সাহেব এবং সুস্মিতার এই ধারাবাহিকে

কাজ করতে গিয়ে দারুণ বন্ধুত্ব হয়েছে। কিন্তু তাঁদের অনস্ক্রিন, অফস্ক্রিন রসায়ন দেখে তাঁদের অনুরাগীদের ধারণা, তাঁরা নাকি প্রেম করছেন। শুধু তাই নয়, সুস্মিতার সম্পর্ক ভাঙার পর অনেকে মনে করেন যে সাহেবের সঙ্গে নতুন করে সম্পর্কে জড়িয়েছেন বলেই পুরনো সম্পর্ক ভেঙে বেরিয়ে এসেছেন অভিনেত্রী। তাঁদের পর্দার এই জুটিকে বাস্তবেও দেখতে চান তাঁরা, এমন কথা বহুবার বলেছেন। এটা সত্যিকারের সিঁদুর, কোনও আবির টাবির কিচ্ছু নয়।'

বলিউডে এ কেমন বসন্ত

সব ঠিক নেই। সব ঠিক রইল না। লোকে ভেবেছিল এক আর বাস্তবে হল এক। এমনটা যে হবে, তাঁরা নিজেরাও জানতেন না। তামান্না ভাটিয়া আর বিজয় বর্মা। কোনও দিন নিজেদের সম্পর্ক তাঁরা লুকিয়ে রাখেননি। একে অন্যের সাহচর্য যদি উপভোগ করো, তাহলে খোলাখুলি সে কথাটা বলে দাও–এই ছিল তাঁদের আদর্শ। তাই কি অন্যকে ঢেকেও রাখেননি। বন্ধুরা জানত, তাঁদের বিয়েটা খুব শিগগির হবে।

কিন্তু এখন আর কিছু হবে না। তামান্না আর বিজয় পরস্পরের সঙ্গে কোনও প্রেমের সম্পর্কে নেই। ২০২৩ থেকে যে সম্পর্কের শুরু, এত তাড়াতাড়ি তাতে ছেদ কেন পড়ল, সে ব্যাপারে কেউ মুখ খোলেননি। তাঁরা পরস্পরকে সম্মান করার যে নীতি নিয়েছিলেন, এখনো সেই নীতিতেই তাঁদের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁদের বিচ্ছেদের কারণ কেউ জানে না। তাঁরা যখন সম্পর্কে ছিলেন, তখনো খোলাখুলি নিজেদের ছবি দেওয়া বা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ানো, এসব বিশেষ করতেন না। নিজেদের মধ্যেই তাঁদের সম্পর্কটা আগলে রাখতেন। তাই বিচ্ছেদেও কাদা ছোড়াছুড়ি করেননি।

বন্ধু থাকবেন বলে একে অন্যকে কথা দিয়েছেন। আর চুটিয়ে কাজ করবেন। এটুকু বজায় থাকলেই জীবন অনেক সহজ হয়ে উঠবে বলে বিশ্বাস করেন তামান্না।

একনজরে সেরা

ডন ৩ নিয়ে

পরিচালক ফারহান আখতার সম্প্রতি বলছেন, চলতি বছরই ডন ৩-এর শুটিং শুরু হবে। ডন হচ্ছেন রণবীর সিং। ফারহান-রণবীর দুজনে এই ফ্র্যাঞ্চাইজিকে নতুন এক চেহারা দেবেন, আশা করা হচ্ছে। তাঁর ১২০ বাহাদুর ছবি মুক্তি পাবে বছরের শেষে। তাঁর জি লে জারা-নিয়েও বলেছেন অভিনেত্রীদের এক জায়গায় আনাই সমস্যা হবে।

অচেনা শাবানা

ডাব্বা কার্টেল—এই থ্রিলার-সিরিজে দেখা গিয়েছে শাবানা আজমিকে। ট্রেলার লঞ্চে এক ২০ বছরের তরুণী শাবানাকে চিনতে পারেননি, বলেছেন ইনি কি শিবানী দান্ডেকর? উপস্থিত সকলের তখন অজ্ঞান হওয়ার অবস্থা। শাবানা জানিয়েছেন, তিনি আদৌ মেয়েটির কথায় রাগ করেননি। এই থ্রিলার-এর পরিচালক হিতেশ ভাটিয়া, প্রযোজক ফারহান আখতার ও রীতেশ সিধওয়ানি।

মধুবালাকে চড়

মুঘল-এ আজম ছবিতে 'সেলিম' দিলীপ কুমার, 'আনারকলি' মধুবালাকে চড় মারার এক দৃশ্যে সত্যিই চড় মারেন। স্তম্ভিত মধুবালাকে সান্ত্বনা দিয়ে পরিচালক কে আসিফ খান বলেন এর প্রমাণ ও তোমাকে এখনও ভালোবাসে। প্রসঙ্গত, ততদিনে দুজনের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। এ তথ্য পাওয়া গিয়েছে খাতিজা আকবরের বই, আই ওয়ান্ট টু লিভ: দ্য স্টোরি অফ মধুবালা-তে।

বিচ্ছেদ আসন্ন

বিজয় ভার্মা ও তামান্না ভাটিয়ার বিচ্ছেদ হচ্ছে? তেমনই খবর। এক মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, দু-বছর ধরে ডেটিং করার পর দুজনের রাস্তা আলাদা হয়ে গিয়েছে। তবে তারা দুজন 'বন্ধু' থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। বেশ কিছুদিন আগে শোনা গিয়েছিল ওঁরা বিয়ে করবেন, সাম্প্রতিক রিপোর্টে তাঁদের বিয়ের জল্পনা শেষ হল বোধহয়!

বিচ্ছেদ কোথায়

বিচ্ছেদের জল্পনা উড়িয়ে অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইকে আশুতোষ গোয়ারিকরের ছেলের বিয়েতে একসঙ্গে দেখা গেল। কখনও ইসকন-এর হরিরাম দাসের সঙ্গে দুজনে কথা বলছেন, কখনও নবদম্পতির সঙ্গে, আশুতোষের সঙ্গে পোজ দিয়ে ছবি তুলছেন---নেটে এরকম ছবি ঘুরছে। দুজনেই আইভরি রঙের পোশাক পরেছিলেন। ওঁদের মধ্যে দূরত্বের আঁচ পাওয়া যায়নি।

একসঙ্গে অক্ষয়, শিল্পা

প্রায় ২৫ বছর কেটে গিয়েছে, দুজনের দেখা হলেও কথা কি হয়েছে? বোধহয় না। বরং একজন আর একজনের বিরুদ্ধে কথাই বলেছেন বারবার। কিন্তু হালে এক অনুষ্ঠানে উলটপুরান হল। অক্ষয়কুমার ও শিল্পা শেট্টি একসময়ের হট জুটি আবার একসঙ্গে মঞ্চ মাতালেন। এক অনুষ্ঠানে দুজন উপস্থিত ছিলেন। সেরা স্টাইলিশ অ্যাওয়ার্ডের এই অনুষ্ঠানে অক্ষয় তো পুরস্কার পেলেনই, শিল্পা অন্যতম অতিথি হিসেবেই ছিলেন। সে সন্ধের রং ছিল ধ্রুপদী আইভরি। অক্ষয় পরেছিলেন সাদা সুট, শিল্পার পরনে মণীশ মালহোত্রার ডিজাইন করা সাদা শড়ি। একসঙ্গে স্টেজে ওঠাই নয়, ইতিহাস তৈরি হল যখন দুই তারকা একসঙ্গে নাচলেন। ম্যায় খিলাড়ি তু আনাড়ি-র সেই বিখ্যাত গান, চুরাকে দিল তেরা—সেই হুক স্টেপ, সেই হাসি, সেই রসায়ন, এত বছর পরও সমান জীবন্ত, দর্শকের হৃদয়ে সেভাবেই কায়েম আছে। কুমার শানু আর অলকা ইয়াগনিকের আইকনিক সং, এখনও হিট। তেমনই হিট অক্ষয়-শিল্পার নাচ, এখনও।

অভিষেককে জড়িয়ে ধরলেন রেখা

একটি পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে এই অভিনব ঘটনা ঘটল। সেরা স্টাইলিশ অ্যাওয়ার্ডের এই অনুষ্ঠানে অক্ষয় কুমার, শিল্পা শেট্টি, সোনম কাপুর, ফারহান আখতার, শিবানী দান্ডেকর, শিখর ধাওয়ান, এ আর রহমান প্রমুখ। ওখানেই উপস্থিত ছিলেন রেখা। পুরস্কার প্রাপকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার জন্যই তাঁকে আগে থাকতেই মঞ্চে ডেকে নেওয়া হয়। তারপর মঞ্চে আসেন অক্ষয়কুমার ও অভিষেক বচ্চন। রেখা অন্য একজনের সঙ্গে কথা বলছিলেন বলে অক্ষয় তার পাশ দিয়ে হেঁটে এগিয়ে যান। তারপরই আসেন অভিষেক। তাঁকে দেখেই রেখা তাঁকে জড়িয়ে ধরেন রেখা, অভিষেকও তাঁকে সৌহার্দ্য জানান। এই ঘটনায় সকলেই অভিভূত। কোই মিল গয়া-র শুটিংয়ের সময় রেখা বলেছিলেন হৃতিকের মতো যদি তাঁর ছেলে থাকত। এবার অভিষেককে জড়িয়ে ধরার দশ্য দেখে নেটমহলের মনে হচ্ছে হয়তো রেখা কখনও ভেবেছিলেন, অভিষেকের মতো তাঁর যদি একটি ছেলে থাকত! দুজনের মধ্যে শুভেচ্ছা বিনিময় হয়।

সুহানা সফর

সুহানা খান কোথায় ছিলেন বলুন তো? বালিতে। ইন্দোনেশিয়ার সমুদ্রতটে শাহরুখ-কন্যা কেমন সময় কাটালেন? সেই ছবি নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে শেয়ার করেছেন সুহানা। বান্ধবী জ্যাসমিনকে নিয়ে ভ্রমণের একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করেছেন সুহানা। ছবিতে লাল পোশাকে সূর্যাস্তের সময় পোজ দিতে দেখা যায় তাঁকে। সুহানার পোস্ট করা প্রথম দুটি ছবিতে তাঁকে সূর্যাস্তের সময় পোজ দিতে দেখা গেছে। লাল পোশাকে তাঁকে দেখতে লাগছে অসম্ভব সুন্দরী। ছবিতে ধরা পড়েছে দূরে আলো-অন্ধকারে মোড়ানো পাহাড়। পরের ছবিতে সুন্দর একটি জলপ্রপাতের ছবি ধরা পড়েছে। এর পরের ছবিতে অন্য একটি পোশাকে ধরা দিতে দেখা যায় অভিনেত্রীকে। ৪ নম্বর ছবিতে একজনকে দেখা যায় বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকতে।

সুহানার খুড়তুতো বোন আলিয়া এই পোস্টে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, 'ক্যাপশনের কী হবে?' মহিলার কাঁধ ঝাঁকানোর ইমোজি দিয়ে জবাব দেন সুহানা। নিজের ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে জ্যাসমিনের সঙ্গেও একটি ছবি শেয়ার করেছেন সুহানা।

কার্তিকের বাড়ির অনুষ্ঠানে শ্রীলীলা

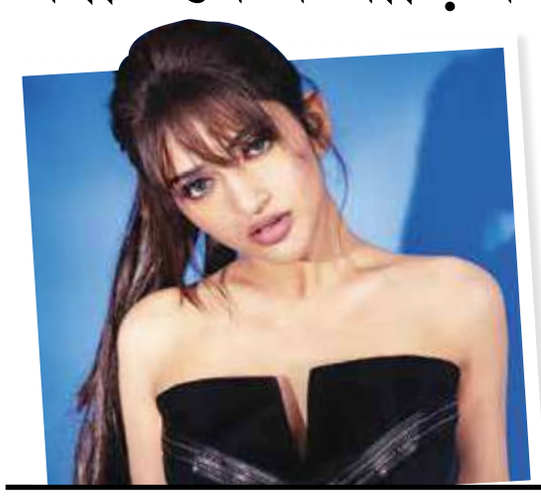

অনুরাগ বাসুর ছবি আশিকি ৩-এ কার্তিক আরিয়ানকে দেখা যাবে একটু 'হটকে রকস্টার' চরিত্রে। কিছুদিন আগে ছবিতে তাঁর 'লুক' প্রকাশিত হয়েছে, অনুরাগীরা বেশ আপ্লুত তাঁকে দেখে। এই ছবিতেই দক্ষিণী শ্রীলীলা হিন্দি ছবিতে ডেবিউ করছেন। পুষ্পা ২-এ তাঁকে দেখা গিয়েছে। কার্তিকের বোন কৃতিকা আরিয়ানের মেডিকেল কেরিয়ারের এক বড় সাফল্যের জন্য এই অনুষ্ঠান। তাতে দেখা গিয়েছে, শ্রীলীলা অতিথিদের সঙ্গে নাচছেন, কার্তিক পিছনে দাঁড়িয়ে ফোন নিয়ে তা শুট করছেন। এক সময় শ্রীলীলা পুষ্পা ২-এ তাঁর গানের সঙ্গে নাচছেন, দেখা যায় আর কার্তিক তা দেখে খুব হাসছেন। এই ভিডিও দেখে নেটমহল দুজনের রসায়ন নিয়ে রোমাঞ্চিত। তবে পরিচালক অনুরাগ বলেছেন, এই ইমেজের কথা সত্যি নয়, ডেটই আসল সমস্যা তৈরি করছে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে কার্তিক তাঁর ইন্সটায় বড় চুল, বড় দাড়ি সম্বলিত তাঁর লুক-এর ছবি শেয়ার করেন। পরে দুজনে বাইকে করে যাচ্ছেন, আবার দুজনে বোনফায়ারের সামনে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় বসে আছেন এমন ছবি শেয়ার করে লেখেন, এই দিওয়ালিতে দেখা হবে।

অনুশীলন শেষে পিভি বিষ্ণুর কাঁধে হাত রেখে মাঠ ছাড়ছেন হেক্টর ইউস্তে। অনুশীলনে রাফায়েল মেসি বাউলি। সাংবাদিক সম্মেলনে কোচ অস্কার ব্রুজোঁ ও সাউল ক্রেসপো।

ইস্টবেঙ্গলের মাথায় দেশের গৌরব

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৪ মার্চ : আইএসএলের যাবতীয় সম্ভাবনার সলিল সমাধি ঘটেছে মাত্রই ৪৮ ঘণ্টা আগে। এবার সামনে যুদ্ধ এবং যুদ্ধক্ষেত্রটা সম্পূর্ণ আলাদা। সব যন্ত্রণা-কষ্ট দূরে সরিয়ে রেখে সারা দেশের হয়ে মুখরক্ষার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে।

গত মরশুমে সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে আইএসএল চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের যোগ্যতার্জন প্লে-অফে খেলার সুযোগ পেলেও ব্যর্থ হয় লাল-হলুদ বাহিনী। অল্টিন আসিরের বিপক্ষে ম্যাচ হেরে এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে খেলতে হলেও সেটা যে শাপে বর হয়েছে তা ইতিমধ্যেই প্রমাণিত। এতে করে তুলনায় এশিয়ার কমজোরি দলগুলির সঙ্গে মোকাবিলার সুযোগ পাওয়া গেছে গ্রুপ পর্যায়ে। যেখান থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠা তুলনায় সহজ হয় ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে। কিন্তু এই নকআউট পর্যায়ে এসে আর কোনও লড়াই সহজ থাকে না। ফলে বুধবার সন্ধ্যাটা লাল-হলুদ সমর্থকদের কাছে আদৌ রঙিন হবে নাকি নিকষ কালো, তা জানতে ম্যাচ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে। তবে তাঁদের কাঁধে যে পাহাড়প্রমাণ ভার এইমুহূর্তে, সেটা দিব্যি অনুভব করতে পারছেন অস্কার ব্রুজোঁ এবং তাঁর ছেলেরা। সেই অর্থে এই স্প্যানিশ কোচের প্রথম টুর্নামেন্টই হল এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ। যার গ্রুপ পর্যায় সফলভাবে উতরে দিয়ে তিনি সমর্থকদের আশা তীব্র করেছেন। মজার কথা হল, এবারও নকআউটে সেই তুর্কমেনিস্তানেরই দল এফকে আর্কাদাগের মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল। যারা অভিষেকের দুই বছরের মধ্যেই যাবতীয় টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়ে সাড়া জাগিয়েছে। তবু তাঁর দল যতই আইএসএল থেকে ছিটকে যাক না কেন, গত পাঁচ ম্যাচে তাঁর দলের যা পারফরমেন্স তাতে আশাবাদী অস্কার হতেই পারেন। তাই এদিন তাঁর মুখে আশার কথাই শোনা গেল, 'এমনিতেই আমরা গর্বিত কারণ ইস্টবেঙ্গল আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দেশকে সবথেকে বেশিবার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তৈরি করার রেকর্ড গড়তে পেরেছে। তবে এশীয় স্তরে ভালো কিছু করার দায়িত্বও এখন আমাদেরই কাঁধে। নানা সমস্যা সত্ত্বেও একটা সঠিক ছন্দ ও ধারাবাহিকতা ধরে রাখা গেছে। তাই বৃহস্পতিবার আমরা একটা ভালো ম্যাচ উপহার দিতে পারব আশা করছি।'

তাঁর দলে সত্যিই নানা সমস্যা। এমনিতেই আইএসএল আয়োজকরা সূচি করে অকারণে লাল কার্ড দেখায় দলে এখন 'ব্যাড বয়' দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। গ্রিক স্ট্রাইকারের আচরণের বিরক্তি এদিনও দুই-একবার বেরিয়ে এল অস্কারের মুখ দিয়ে। সঙ্গে আছে লম্বা মরশুম প্রায় শেষপর্যায়ে চলে আসার ক্লান্তি। সেখানে আর্কাদাগ মরশুম সবে শুরু করেছে। তবু এসব নিয়েই একজন কোচকে চলতে হয়। এই নিয়ে তিনবার এএফসি-র টুর্নামেন্টে কোচ হিসাবে কাজ করা হেড কোচ ব্রুজোঁ তাই মন্তব্য করেন, 'সত্যিই ওরা একেবারেই ফ্রেস লেগস নিয়ে আসছে। ধরেই নিতে হবে কোনও চোট-আঘাত ওদের নেই। পুরো স্কোয়াডই খেলার জন্য তৈরি। সেখানে আমাদের মরশুম শেষে ক্লান্তি আছেই। তাছাড়া চোট-আঘাত ও অন্যান্য নানা সমস্যা। তবে আমার দলের ছেলেরা অভিজ্ঞ। ওরা জানে কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়। আরও সুবিধা হল আমরা হোম ম্যাচ দিয়ে শুরু করছি।' আর্কাদাগ কোচ ভ্লাদিমির বেয়ারামভ এখানে আসার আগে দিন দশেক দল নিয়ে দুবাইতে প্রস্তুতি নিয়েছেন। তাই বলে দিতে পারেন, 'আমরা এখানেও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।'

প্রস্তুত ইস্টবেঙ্গলও। তবে কতটা সেই উত্তর পাওয়া যাবে বুধবার সন্ধ্যাতেই।

ছবি : ডি মণ্ডল

এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগ
ইস্টবেঙ্গল বনাম এফকে আর্কাদাগ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন
সম্প্রচার : ফ্যানকোড অ্যাপ

> এমনিতেই আমরা গর্বিত কারণ ইস্টবেঙ্গল আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে দেশকে সবথেকে বেশিবার প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ তৈরি করার রেকর্ড গড়তে পেরেছে। তবে এশীয় স্তরে ভালো কিছু করার দায়িত্বও এখন আমাদেরই কাঁধে।
>
> **অস্কার ব্রুজোঁ**

লাহোরে আজ ব্যাটিং বিস্ফোরণের হাতছানি

লাহোর, ৪ মার্চ : লাহোর, দুবাই, ফের লাহোর।

গত এক সপ্তাহে ব্যস্ত সফরসূচি। যদিও প্রতিকূলতাকে পিছনে ফেলে নিউজিল্যান্ড ও দক্ষিণ আফ্রিকার চোখ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে। ২০০০ সালের পর আড়াই দশকের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির খরাতে ইতি লাগাতে বদ্ধপরিকর ব্ল্যাক ক্যাপসরা। ১৯৯৮ সালের বিজয়ী দক্ষিণ আফ্রিকার অপেক্ষা সেখানে ২৭ বছরের। লক্ষ্যপূরণে বাকি দুই ম্যাচ।

আগামীকাল যার প্রথম ধাপে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে মুখোমুখি নিউজিল্যান্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত প্রোটিয়া ব্রিগেড। গ্রুপ লিগে ইংল্যান্ড, আফগানিস্তানকে হারিয়েছে। বৃষ্টিতে ভেস্তে যায় অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ। আগামীকাল লাহোরের সেমিফাইনালের যুদ্ধে অবশ্য বৃষ্টির কোনও ইঙ্গিত নেই। ঝলমলে আকাশ, রানে ভরা উইকেটের পূর্বাভাস।

স্পিন-পেস, দুই দলের বোলিং ভারসাম্য চোখে পড়ার মতো। তবে ম্যাচের চাবিকাঠি দুই দলের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের হাতে। কিউয়ি ব্যাটার টম ল্যাথাম অবশ্য শুধু ব্যাটিংকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। পরিবেশ, পরিস্থিতির সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়ায় জোর দিচ্ছেন। মানছেন দক্ষিণ আফ্রিকা শক্তিশালী এবং বিপজ্জনক দল। উত্তেজক লড়াই হবে।

ব্যস্ত সফর সূচির সমস্যা ঝেড়ে ল্যাথাম বলেছেন, 'আমাদের কাছে আপাতত একটা লক্ষ্য সেমিফাইনাল। নিজেদের সেরা খেলাটা মেলে ধরতে বদ্ধপরিকর দলের প্রত্যেকে। টার্গেট দক্ষিণ আফ্রিকা।' দুবাইয়ে ভারতীয় স্পিনে হাঁসফাঁস ল্যাথামদের স্বস্তি দিচ্ছে লাহোরের ব্যাটিং সহায়ক উইকেটও।

দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউজিল্যান্ড, দুই দলই গত কয়েক সপ্তাহে একাধিকবার লাহোরে খেলেছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে ত্রিদেশীয় সিরিজে (লাহোর ও করাচিতে ম্যাচ হয়) অংশ নেয় পাকিস্তানে। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর চেষ্টা করবে দুই শিবির।

ত্রিদেশীয় জয়ের টাটকা স্মৃতি সেদিক থেকে বুধবার অক্সিজেন জোগাবে মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ডকে। ল্যাথাম সেই সাফল্যের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন মেগা দ্বৈরথের আগে। ড্যারেল মিচেল, কেন উইলিয়ামসনদের সঙ্গে ব্যাটিংয়ে ভরসার জায়গা রাচিন রবীন্দ্র। মাইকেল ব্রেসওয়েল, গ্লেন ফিলিপসের অলরাউন্ড দক্ষতা চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলবে প্রোটিয়া ব্রিগেডকে।

টেম্বা বাভুমা ব্রিগেড অবশ্য চোট-আঘাতে কিছুটা জর্জরিত। অসুস্থতার কারণে গত ম্যাচে খেলতে পারেননি অধিনায়ক বাভুমা। চোটের তালিকায় প্রাক্তন অধিনায়ক আইডেন মার্করাম। সেমিফাইনালে খেলবেন কি না তা এখনও পরিষ্কার নয়। আগামীকাল সকাল পর্যন্ত দেখে, তারপরই পদক্ষেপ।

মার্করামকে না পাওয়া গেলে বড় ধাক্কা দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য। সেক্ষেত্রে ফর্মে থাকা রায়ান রিকেলটন, শেষ আইসিসি টুর্নামেন্টে খেলতে নামা রাসি ভ্যান ডার ডুসেন, হেনরিচ ক্লাসেনের ওপর বাড়তি চাপ থাকবে। আছেন বহু যুদ্ধের নায়ক ডেভিড মিলারও।

এখন দেখার আগামীকাল কে নায়ক হয়। কার কাঁধে চড়ে কোন দল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালের টিকিট আদায় করে নেয়।

CHAMPIONS TROPHY 2025 • PAKISTAN
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল আজ
নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকা
সময় : দুপুর ২.৩০ মিনিট, **স্থান :** লাহোর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক, স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিওহটস্টারে

মুখোমুখি (ম্যাচ ৭৩)
দক্ষিণ আফ্রিকা ৪২
নিউজিল্যান্ড ২৬
নো রেজাল্ট ৫

আরও একবার নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিংকে ভরসা জোগাতে তৈরি হচ্ছেন কেন উইলিয়ামসন। লাহোরে মঙ্গলবার।

বাড়তি তাগিদই আজ তাতাচ্ছে ইস্টবেঙ্গলকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চ : মরশুমের শেষবেলায় এসে এ যেন অন্য ইস্টবেঙ্গল। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে ঘরের মাঠে নামার আগে আত্মবিশ্বাসে ফুটছে লাল-হলুদ শিবির।

ফুটবলারদের শরীরী ভাষাটাই বদলে গিয়েছে। ৭২ ঘণ্টার ব্যবধানে মাঠে নামতে হচ্ছে। তবুও চোখেমুখে ক্লান্তির ছিটেফোঁটাও নেই। আসলে আইএসএলে শেষবেলায় জ্বলে উঠেও লাভের লাভ কিছুই হয়নি। তাই এএফসি-তে বাড়তি কিছু করে দেখানোর তাগিদই তাতাচ্ছে লাল-হলুদ শিবিরকে। ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁও বলছেন, 'যেভাবে হোক মাঠে সেরাটা বের করে আনতে হবে। চেষ্টা করতে হবে এই ম্যাচটায় সব জায়গাতেই নিজেদেরকে ছাপিয়ে যাওয়ার। সেটা রক্ষণ থেকে মাঝমাঠ, আক্রমণ সব ক্ষেত্রেই।' ফুটবলারদের মধ্যে সেই মানসিকতাটা তৈরি হয়েছে বলেও বিশ্বাস ব্রুজোঁর। এমনকি তিনি রীতিমতো বাজি ধরছেন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোসকে নিয়ে।

বেঙ্গালুরু এফসি-র কাছে পয়েন্ট খোয়ানোর পর গ্রিক স্ট্রাইকারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন এই অস্কারই। এদিন তিনিই বললেন, 'গত ম্যাচের পর আমিই বলেছিলাম দিমির ভুলের মাশুল দিতে হয়েছে আমাদের। একজন অভিজ্ঞ ফুটবলারের থেকে ওই প্রতিক্রিয়া আশানুরূপ নয়। মনে হয় ও নিজেও তা উপলব্ধি করেছে। আমি বিশ্বাস করি দিমি নিজেও গোলের জন্য ক্ষুধার্ত। এএফসি চ্যালেঞ্জ লিগে এখনও ওই কিন্তু এখন আমাদের হয়ে সবচেয়ে বেশি গোল করেছে।'

তবে লাল-হলুদ শিবিরের চিন্তার জায়গা একটাই, অচেনা প্রতিপক্ষ আর্কাদাগ। তুর্কমেনিস্তানের ক্লাবটির বয়স মাত্র দুই বছর। তবে ঈর্ষণীয় সাফল্য রয়েছে। সমস্যার জায়গা হল তাদের ঘরোয়া লিগের কোনও ম্যাচের ভিডিও দেখা সম্ভব হয়নি। সূত্র বলতে এএফসি-র তিনটি ম্যাচ। যা নিয়ে উদ্বেগও প্রকাশ করেছেন লাল-হলুদ কোচ। তবে তা থেকে যা উঠে এসেছে তাতে অস্কারের বিশ্লেষণ, 'সেট পিস থেকে ওরা ভয়ংকর হতে পারে। তেমন ফুটবলার রয়েছে দলে।' এর বাইরে কলকাতার পরিবেশে খেলাও ইস্টবেঙ্গলকে বাড়তি সুবিধা দেবে বলে মনে করেন অস্কার। পালটা তুর্কমেনিস্তানে গিয়ে তাঁর দলকেও যে বিপদে পড়তে হতে পারে এই কথাও মেনে নেন।

ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সাউল ক্রেসপো এএফসি-তে ভালো ফল করে সমর্থকদের মুখে হাসি ফেরাতে বদ্ধপরিকর। স্প্যানিশ মিডিও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে আমরা যথেষ্ট ভালো পরিস্থিতিতে রয়েছি। সেই ধারাবাহিকতাটা রাখতে হবে। বিশ্বাস করি আমরা তা পারব। সর্বোপরি ইস্টবেঙ্গল ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে।' লাল-হলুদ জনতাও একরাশ আশা নিয়ে অস্কার ব্রিগেডের দিকে তাকিয়ে। বুধবার সন্ধ্যায় তাঁরা সেই আশাতেই ভিড় জমাবেন যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের গ্যালারিতে।

> এই মুহূর্তে আমরা যথেষ্ট ভালো পরিস্থিতিতে রয়েছি। সেই ধারাবাহিকতাটা রাখতে হবে। বিশ্বাস করি আমরা তা পারব। সর্বোপরি ইস্টবেঙ্গল ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছে।
>
> **সাউল ক্রেসপো**

ইস্টবেঙ্গলের মাঝমাঠে ভরসা দিতে তৈরি হচ্ছেন সাউল ক্রেসপো।

১৫০তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে নামছেন ন্যুয়ের

তারুণ্যে আস্থা এনরিকের

প্যারিস, মিউনিখ ও লিসবন, ৪ মার্চ : শুরু হল বহু প্রতিক্ষিত চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্ব। যার দ্বিতীয় দিনে রয়েছে তিন মারকাটারি ম্যাচ। ঘরের মাঠে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে প্যারিস সাঁ জাঁ নামবে লিভারপুলের বিরুদ্ধে। লিসবনে বার্সেলোনার প্রতিপক্ষ বেনফিকা। অন্যদিকে, মুখোমুখি দুই জার্মান জায়েন্ট বায়ার্ন মিউনিখ ও বেয়ার লেভারকুসেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ
ফেনুর্দ বনাম ইন্টার মিলান
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিটে
বায়ার্ন মিউনিখ বনাম বেয়ার লেভারকুসেন
বেনফিকা বনাম বার্সেলোনা
প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম লিভারপুল
ম্যাচ শুরু : রাত ১.৩০ মিনিটে
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্কে

বেয়ার লেভারকুসেন ম্যাচের প্রস্তুতিতে বায়ার্ন মিউনিখের ম্যানুয়েল ন্যুয়ের।

লিভারপুল ও পিএসজি দুই দলই নিজেদের ঘরোয়া লিগে শীর্ষে রয়েছে এবং দ্বিতীয় স্থানে থাকা দলের থেকে এগিয়ে ১৩ পয়েন্টে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে লিভারপুল প্রথম ছয় ম্যাচ জিতে আগেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত করে ফেলেছিল। লিগ পর্বের শেষ ম্যাচেই তাদের একমাত্র হারের স্বাদ দেয় পিএসভি আইন্দহোভেন। অন্যদিকে, পিএসজি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ছিটকে যাওয়ার মুখ থেকে ফিরে আসে টানা তিন ম্যাচ জিতে। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের প্লে-অফে দুই লেগ মিলিয়ে ব্রেস্টকে দুরমুশ করে মোট ১০-০ গোলে। লিভারপুলের মুখোমুখি হওয়ার আগে দলের তারুণ্যেই আস্থা রাখছেন পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে। তাঁর কথায়, 'আমাদের দলের বেশিরভাগেরই বয়স কম। তা সত্ত্বেও গতবার আমরা সেমিফাইনালে পৌঁছাই। তাই কম বয়সটা আমার কাছে প্রতিবন্ধকতা নয়। তবে এই রকম বড় ম্যাচে আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।'

লিভারপুলের প্রধান অস্ত্র তাদের 'মিশরীয় রাজা' মহম্মদ সালাহ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের নকআউট পর্বে তিনি ২০টি গোলে অবদান (গোল-১২, অ্যাসিস্ট-৮) রেখেছেন। সালাহদের দ্রুত গতির ফুটবল এনরিকের চিন্তার কারণ হতে পারে। তিনি বলেছেন, 'ওদের আক্রমণভাগ ইউরোপের সেরা। বিদ্যুৎ গতিতে ওরা আক্রমণে ওঠে। কাউন্টার অ্যাটাকের সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।'

বায়ার্ন বুন্দেশলিগার শীর্ষে ৮ পয়েন্টে এগিয়ে থাকলেও দুইয়ে থাকা লেভারকুসেন সাম্প্রতিককালে তাদের শক্ত গাঁট। চলতি মরশুমে ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় দুই দলের সাক্ষাতে ড্র হয়েছে ২ ম্যাচ, অন্য ম্যাচটি জেতে লেভারকুসেন। এটাই মরশুমে বায়ার্নের একমাত্র ঘরের মাঠে হার। বুধবারই নিজের ১৫০তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ম্যাচে নামতে চলেছেন বায়ার্ন কিপার ম্যানুয়েল ন্যুয়ের। ম্যাচের আগে তিনি বলেছেন, 'বুন্দেশলিগায় শেষ ২ ম্যাচ জিতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নামব। এর চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে? লেভারকুসেনের বিপক্ষে নামতে মুখিয়ে রয়েছি।'

বার্সেলোনা ২০২৫ সালে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে অপরাজিত টানা ১৫ ম্যাচ। বেনফিকার বিরুদ্ধেই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের লিগ পর্বের ম্যাচে শেষ মুহূর্তের গোলে ৫-৪ গোলে জিতেছিল বার্সা। সেই ম্যাচের ভুলগুলি শুধরে শেষ আটের রাস্তা চাওড়া করাই লক্ষ্য থাকবে হ্যান্সি ফ্লিক ব্রিগেডের।

সুপার কাপ ভুবনেশ্বরেই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চ : সুপার কাপ শেষপর্যন্ত ভুবনেশ্বরেই। শুরুতে রাজি না থাকলেও শেষপর্যন্ত ওড়িশা সরকারই এই টুর্নামেন্টের দায়িত্ব নিতে চলেছে। মাঝে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন চেষ্টা করেছিল এবার সুপার কাপ গোয়াতে করার। কিন্তু টুর্নামেন্টের জন্য এআইএফএফ যে অর্থ দাবি করছিল, সেই টাকা না গোয়া ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন, না পরবর্তীতে আইএফএ দিতে রাজি হয়। অবশেষে সেই ভুবনেশ্বরের কলিঙ্গ স্টেডিয়ামেই হতে চলেছে সুপার কাপ। যদিও সরকারিভাবে এখনও কিছু জানায়নি ফেডারেশন। শোনা যাচ্ছে, ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু করে ২৭ তারিখের মধ্যে টুর্নামেন্ট শেষ করতে চায় এআইএফএফ।

যুব লিগেও ছুটছে বাগানের জয়রথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চ : মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের বিজয়রথ ছুটছে। যুব ডার্বির রং ফের সবুজ-মেরুন। মঙ্গলবার অনূর্ধ্ব-১৫ লিগে ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। বাগানের হয়ে জোড়া গোল করেন রোহিত বর্মন। অন্য গোলটি আকাশ শেখের। এদিনই ডেভেলপমেন্ট লিগে আঞ্চলিক পর্বের ম্যাচেও সুদেভার বিরুদ্ধে ২-০ গোলে জিতেছে দেগি কার্ডোজোর মোহনবাগান। গোল করেন পাসাং দোরজি তামাং এবং উমর মথুর।

গোয়ার বিরুদ্ধে বসতে পারেন ম্যাকলারেন

জেমি ম্যাকলারেনকে টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তি থেকে বাঁচাতে ভাবনা শুরু মোহনবাগানের।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চ : এফসি গোয়ার বিপক্ষে কি জেমি ম্যাকলারেনকে বিশ্রাম দিতে চলেছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা?

মুম্বই থেকে ফিরে এদিনই অনুশীলনে নামল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। শুরু হয়ে গেল এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতি। ইতিমধ্যেই চ্যাম্পিয়নশিপ নিধারিত হয়ে যাওয়ায় শেষ ম্যাচ সেই অর্থে নিয়মরক্ষার। ওইদিন শুধু শিল্ডটা হাতে পাবেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস-বিশাল কেইথরা। এফসি গোয়ারও রানার্স হওয়া নিশ্চিত। ফলে প্লে-অফের আগে হয়তো দুই দলেরই প্রথম একাদশে কিছু অনিয়মিত মুখ দেখা যেতে পারে। মোহনবাগান কোচ মোলিনা যতই বলুন, তাঁদের কাছে সব ম্যাচ সমান। কিন্তু মুম্বই সিটি এফসি-র বিপক্ষেই তিনি সৌরভ ভানওয়ালা, অভিষেক সূর্যবংশী, দীপেন্দু বিশ্বাসদের উপর ডিফেন্স ও মাঝমাঠের দায়িত্ব সঁপে দেওয়ার ফল দল ভুগেছে ওই দিন। এবার গোয়ার বিপক্ষে হয়তো বা ডিফেন্স নিয়ে আর তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন না নিজেদের সম্মান বাঁচাতে। কিন্তু টানা খেলে চলা জেমি ম্যাকলারেনকে বিশ্রাম দিতে পারেন বলে দলসূত্রে খবর।

এদিন যদিও মোলিনা গোটা দলকেই আলাদা আলাদা দুই ভাগে ভাগ করে অনুশীলন করালেন। একদিকে ডিফেন্স বনাম মাঝমাঠ, আর অন্যদিকে আক্রমণ ভাগের বিপক্ষে ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডাররা। ফলে শেষপর্যন্ত তিনি আগামী ৮ তারিখের ম্যাচে কী করবেন, তা এখনই বোঝা মুশকিল। এদিকে, এদিন একটি ফ্যান ক্লাবের পক্ষ থেকে অনুশীলনের পর দলের সব ফুটবলারকে চ্যাম্পিয়ন লেখা গোটা স্কোয়াডের সবাইকে নিয়ে তৈরি একটি করে বাঁধানো ছবি উপহার দেওয়া হয়। এছাড়া অধিনায়ক শুভাশিস বসুর হাতে ফুলের তোড়াও তুলে দেন তাঁরা।

কোয়ার্টার্রে জকোর সামনে আলকারাজ

মায়ামি, ৪ মার্চ : সব ঠিক থাকলে বুধবার শুরু হওয়া ইন্ডিয়ান ওয়েলস ওপেনের কোয়ার্টার্র ফাইনালে কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া-নোভাক জকোভিচ দ্বৈরথ হতে চলেছে। এবারের টুর্নামেন্ট জকোভিচ ও আলকারাজ দুইজনের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। চ্যাম্পিয়ন হলে তৃতীয় খেলোয়াড় হিসেবে এই প্রতিযোগিতা টানা তিনবার জিতবেন স্পেনের আলকারাজ। অন্যদিকে, পঞ্চমবার ইন্ডিয়ান ওপেন জিতলে তৃতীয় প্লেয়ার হিসেবে ১০০টি এটিপি খেতাব ক্যাবিনেটে তুলবেন জকোভিচ।

আইপিএলেও থাকছে বোর্ডের নির্দেশিকা

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : টিমবাসে করেই সবসময় যাতায়াত করতে হবে ক্রিকেটার, কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের। পরিবারের কারওর দলের সাজঘরে ঢুকে পড়ার অধিকার থাকবে না। প্রাক ম্যাচ অনুশীলনের সময়ও কোনও ক্রিকেটারের পরিবার মাঠে হাজির হলে গ্যালারিতে থাকতে হবে তাঁদের। যাতায়াত করতে হবে আলাদা গাড়িতে।

অস্ট্রেলিয়া সফর থেকে সিরিজ হেরে ফেরার পর ভারতীয় দলের জন্য একঝাঁক নির্দেশিকা নিয়ে এসেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সেই নির্দেশিকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। এবার সেই নির্দেশিকা চালু হতে চলেছে আসন্ন আইপিএলেও। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মতোই আইপিএলের সময়ও বোর্ডের তরফে একই নির্দেশিকা বজায় থাকছে বলে খবর।

২২ মার্চ থেকে শুরু হচ্ছে অষ্টাদশ আইপিএল। প্রথম ম্যাচ ইডেন গার্ডেন্সে। যেখানে কলকাতা নাইট রাইডার্স বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচ নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রবল আগ্রহ তৈরি হয়েছে। তার মধ্যেই আজ বিসিসিআইয়ের তরফে প্রতিযোগিতার দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের কাছেই পৌঁছে গিয়েছে একঝাঁক নির্দেশিকা। যাকে বলা হচ্ছে, টিম ইন্ডিয়ার ফোটোকপি। দিনকয়েক আগে বিসিসিআই শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে দশ ফ্র্যাঞ্চাইজি দলের প্রতিনিধিদের ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বৈঠক হয়েছিল। সেই বৈঠকের সময়ই বোর্ডের তরফে সব ফ্র্যাঞ্চাইজি দলকে এমন নির্দেশিকার কথা জানানো হয়। আজ সেই নির্দেশিকার তালিকাও পৌঁছে গিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের কাছে। শেষবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন কেকেআরের এক কর্তা নাম না লেখার শর্তে নয়া নির্দেশিকার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। ফলে ২২ মার্চ থেকে শুরু হতে চলা আইপিএলের আসরে কোনও ক্রিকেটারের জন্যই থাকছে না বিশেষ ব্যবস্থা। এমনকি যদি কোনও ক্রিকেটার তাঁর পরিবারকে পুরো প্রতিযোগিতার সময় সঙ্গে রাখতে চায়, তাহলে তার খরচ সংশ্লিষ্ট ক্রিকেটারকেই দিতে হবে বলে খবর।

শুভেচ্ছা

☺ Shouvik & Upama (অরবিন্দপল্লি) : শুভ প্রীতিভোজে শুভেচ্ছা রইল, শুভ কামনায় ‘মাতঙ্গিনী ক্যাটারার’ ও ‘চলো বাংলায় ফ্যামিলি রেস্টুরেন্ট’, (Veg/N.Veg), রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি।

‘মোটা’ রোহিতের হয়ে কটাক্ষের জবাব গাভাসকারের

‘রোগারা মডেলিংয়ে নামুক’

দুবাই, ৪ মার্চ : ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা মোটা। ভারত অধিনায়ক হিসেবে রোহিত বড্ড বেমানান।

কংগ্রেসের মুখপাত্র শামা মহম্মদের এহেন মন্তব্য গোটা দেশকে চমকে দিয়েছিল। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সেমিফাইনালের আগেই তিনি জাতীয় দলের অধিনায়ককে নিয়ে কেন এমন মন্তব্য করলেন, সেই প্রশ্ন নিয়েও কম জলঘোলা হয়নি। প্রবল চাপে পড়ে কংগ্রেসের মুখপাত্র সমাজ মাধ্যম থেকে তাঁর মন্তব্য ডিলিটও করেছেন। কিন্তু তারপরও বিতর্ক থামেনি।

আজ সর্বভারতীয় এক চ্যানেলে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে মুখ খুলেছেন সুনীল গাভাসকর। ভারত অধিনায়কের সমর্থনে ব্যাট ধরেছেন সানি। জানিয়েছেন, একজন ক্রিকেটার বা ক্রীড়াবিদ রোগা না মোটা, সেটা তাঁর স্কিলের মাপকাঠি হতে পারে না। একজন ক্রিকেটার মাঠে কতটা সময় সফলভাবে কাটাতে পারছেন, ব্যাট হাতে কতটা সময় পিচে থাকতে পারছেন এবং কত রান করছেন-সেটাই আসল কথা। রোহিতের হয়ে ব্যাট ধরে সানি আজ বলেছেন, ‘আমি বরাবরই বলে এসেছি, আজও বলছি যদি শারীরিক দিক থেকে রোগা কাউকে ক্রিকেটের জন্য চাওয়া বা ভাবা হয়। তাহলে আমি বলব রোগারা মডেলিং প্রতিযোগিতায় নামুক। শুধু রোগা হলেই ক্রিকেটে সফল হওয়া যায় না।’

ভারত অধিনায়ক রোহিতের মুম্বইয়ের সতীর্থ সরফরাজ খানের শারীরিক গড়ন নিয়েও অতীতে একইরকম বিতর্ক হয়েছিল। সেই সময় সরফরাজের পাশেও দাঁড়িয়েছিলেন গাভাসকর। ঠিক একইভাবে আজ রোহিতের হয়ে সোচ্চার হয়েছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক। সানির কথায়, ‘একজন ক্রিকেটার কীভাবে ক্রিকেট খেলছে, মাঠে ব্যাট বা বল হাতে কীভাবে পারফর্ম করছে, সেটাই তো আসল কথা। সেই ক্রিকেটার রোগা না মোটা, তাতে কী আসে যায়!’ কোনও ক্রিকেটারের শারীরিক গড়ন যোগ্যতার মাপকাঠি হতে পারে না, সরাসরি বলছেন গাভাসকার। তাঁর কথায়, ‘কারোর শরীরিক গড়ন বা সাইজ দিয়ে কিছুই হয় না। আসল বিষয় হল মানসিক শক্তি, ক্রিকেটীয় স্কিল। আরও স্পষ্ট করে বললে, মানসিক শক্তি। রোগা, মোটা দিয়ে কারোর মানসিক শক্তির বিচার কীভাবে হতে পারে, জানা নেই আমার।’

বড় রান না পেলেও শুরুতে ঝড় তুললেন রোহিত শর্মা। মঙ্গলবার দুবাইয়ে।

> একজন ক্রিকেটার কীভাবে ক্রিকেট খেলছে, মাঠে ব্যাট বা বল হাতে কীভাবে পারফর্ম করছে, সেটাই তো আসল কথা। সেই ক্রিকেটার রোগা না মোটা, তাতে কী আসে যায়!
> -সুনীল গাভাসকার

ম্যাচ জেতানো অর্ধশতরানের পথে বিরাট কোহলি। দুবাইয়ে মঙ্গলবার।

এফসি গোয়াকে এগিয়ে দেওয়ার পর ইকের গুয়ারোটক্সেনা।

তেরোতেই শেষ করছে মহমেডান

এফসি গোয়া-২
(ইকের, পদম-আত্মঘাতী)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৪ মার্চ : তেরোতেই প্রথম আইএসএল অভিযান শেষ করছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

এখনও এক ম্যাচ বাকি। তবে তা কেবলই নিয়মরক্ষার। এফসি গোয়ার কাছে ২-০ গোলে হারের পর আইএসএল পয়েন্ট টেবিলে সবার পিছনে থেকে মরশুম শেষ করা নিশ্চিত করে ফেলল সাদা-কালো। মরশুমের শুরুর দিকে এই মহমেডানকে দেখেই মনে হয়েছিল ভালো জায়গায় শেষ করবেন কার্লোস ফ্রাঙ্কা, অ্যালেক্সিস গোমেজরা। সেই সময় ঘরের মাঠে গোয়াকে রুখে দিয়েছিল মহমেডান। তবে এদিন মেহরাজউদ্দিন ওয়াডুর দলের ওপর রীতিমতো দাপট দেখাল মানোলো মার্কুয়েজের দল।

ম্যাচের শুরু থেকেই নিয়ন্ত্রণ ছিল গোয়ার। যদিও গোলের জন্য অপেক্ষা করতে হয় ৪০ মিনিট পর্যন্ত। ৩৯ মিনিটে আর্মান্দো সাদিকুর থেকে বল পান বরিস সিং। বক্সের মধ্যে থেকে তাঁর নেওয়া শট ক্রস বারে ধাক্কা খায়। সে যাত্রায় বেঁচে গেলেও মহমেডান গোল হজম করে পরের মিনিটেই। বাঁদিক থেকে ডেজান ড্র্যাজিচের সেন্টার আয়ুষ ছেত্রীর মাথা ছুঁয়ে চলে যায় ইকের গুয়ারোটক্সেনার কাছে। নিখুঁত হেডারে গোল করেন তিনি। দ্বিতীয় গোলটি মহমেডান গোলরক্ষক পদম ছেত্রীর আত্মঘাতী। গোলে অবদান যদিও সেই ইকেরেরই। উলটোদিকে মহমেডানও সুযোগ পায় গোলের। তবে গোয়া গোলরক্ষক লারা শর্মা যেভাবে দুর্গ আগলালেন তাঁকে কৃতিত্ব দিতেই হয়।

মহমেডান : পদম, সাজাদ, ফ্লোরেন্ট, জুইডিকা, অ্যালেক্সিস, অমরজিৎ (রবি), মাফেলা, ফ্রাঙ্কা, মনবীর (সমারবক) ও রেমসাঙ্গা (বিকাশ)।

গাড়িতে ফুরফুরে মেজাজে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। মঙ্গলবার।

রাতেই লাহোরে পৌঁছালেন রাজীব

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : ভারতীয় দল যায়নি। ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মাও যাননি। ভারতীয় ধারাভাষ্যকাররাও যাননি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা যাচ্ছেন।

আজ রাতেই পাকিস্তানের লাহোর পৌঁছে গেলেন তিনি। উদ্দেশ্য, আগামীকাল লাহোরের গদ্দাফি স্টেডিয়ামে নিউজিল্যান্ড বনাম দক্ষিণ আফ্রিকার দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালে বিসিসিআই প্রতিনিধি হিসেবে মাঠে হাজির থাকার জন্যই আজ রাতে লাহোরে পৌঁছে গেলেন রাজীব। বিসিসিআইয়ের তরফে আজ সহ সভাপতি রাজীবের পাকিস্তান যাওয়ার বিষয়টি চূড়ান্ত করা হয়েছে। বোর্ডের এক কর্তা সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে বলেছেন, ‘চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দ্বিতীয় সেমিফাইনালের জন্য বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধি হিসেবে লাহোর যাচ্ছেন সহ সভাপতি রাজীব। বুধবারের সেমিফাইনাল ম্যাচের পরই তিনি দেশে ফিরবেন।’ উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসেও এশিয়া কাপের সময় রাজীব লাহোর গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিসিসিআই সভাপতি রজার বিনিও।

মাঠে বিরাট কোহলি। দুবাইয়ের গ্যালারিতে আলো ছড়ালেন অনুষ্কা শর্মা।

আবেগ সরিয়ে খেলেছি : বিরাট

দুবাই, ৪ মার্চ : ভারত-৩ অস্ট্রেলিয়া-০। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির নকআউটে পর্বে ভারত-অজি তিন ম্যাচের স্কোরলাইন। ১৯৯৮ ও ২০০০ সালের (কোয়ার্টার ফাইনাল) পর রেকর্ড অক্ষুণ্ণ রেখে আজ ফের অজি-বধ।

নজির রোহিত শর্মারও। বিশ্বের প্রথম অধিনায়ক হিসেবে আইসিসি-র চারটি টুর্নামেন্টেরই ফাইনালে ওঠার নজির। সৌজন্য বিরাট কোহলি। কেন তাঁকে গোটা বিশ্ব ‘চেজমাস্টার’ বলে ডাকে, আবারও প্রমাণিত। গ্রুপ লিগে সম্মানের পাকিস্তান ম্যাচে অপরাজিত শতরানে গোটা দেশকে আবেগে ভাসিয়েছিলেন। আজ বদলার দ্বৈরথে অস্ট্রেলিয়া চূর্ণ বিরাট-স্পেশালে। ৯৮ বলে ৮৪। দায়িত্বশীল, নিয়ন্ত্রিত যে ইনিংসে দলকে ফাইনালে পৌঁছে দিয়ে খুশিতে ভাসছেন বিরাটও।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে জানিয়েছেন, পাকিস্তান ম্যাচের মতোই পরিস্থিতি ছিল। পরিস্থিতি, পিচের চরিত্র বুঝে স্ট্রাইক রদবদলে পার্টনারশিপ তৈরি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ঝুঁকির শট ঝেড়ে ফেলে টাইমিংয়ে জোর দেন। চেষ্টা ছিল ফাঁকফোকর খুঁজে খুচরো রান নিতে। পরিকল্পনার সফল রূপায়ণে তৃপ্ত কিং কোহলি।

প্রতিপক্ষ অস্ট্রেলিয়া মানে চাপের ম্যাচ। তার ওপর সেমিফাইনাল। বিরাটও তা স্বীকার করে বলেছেন, ‘চাপ থাকাটা স্বাভাবিক। আবেগের ওপর নিয়ন্ত্রণ জরুরি ছিল। এমনকি রান রেট ৬-এর ওপর চলে গেলেও তা নিয়ে চাপ অনুভব করিনি। জানতাম, শেষপর্যন্ত টিকে থাকলে পরিস্থিতি বদলাবে।’

একদিবসীয় ফরম্যাটে তাঁর ৫২টি শতরান। ঝোলায় কঠিন পরিস্থিতিতে অসাধারণ সব ইনিংস। আজকের দুবাই-স্পেশালকে কোথায় রাখবেন? বিরাটের উত্তর, ‘বলতে পারব না। আপনারা বলবেন। এই নিয়ে কখনও মাথা ঘামাইনি। সেঞ্চুরি পেলে দারুণ হত। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয়। বাকি সব গুরুত্ব রাখে না আমার কাছে।’

রোহিত শর্মার গলায় স্বস্তির সুর। ম্যাচ শেষে বিরাট-বন্দনায় বলেছেন, ‘বছরের পর বছর ধরে দলের হয়ে এই দায়িত্বটা সামলাচ্ছে বিরাট। বিরাট-শ্রেয়স আইয়ারের লম্বা পার্টনারশিপ, তারপর শেষে হার্দিক পান্ডিয়ার ঝোড়ো ব্যাটিং গুরুত্বপূর্ণ। ফাইনালের আগে দলের সবাই ফর্মে থাকা স্বস্তির। আজকের পারফরমেন্স আত্মবিশ্বাস জোগাবে। কৃতিত্বটা সবার, দলগত প্রয়াসের।’

দক্ষিণ আফ্রিকা নাকি নিউজিল্যান্ড? ফাইনালে কাকে চাইবেন? প্রশ্ন এড়িয়ে রোহিতের ডিপ্লোম্যাটিক উত্তর, ‘এখন এসব নিয়ে ভাবছি না। ঠিক সময়ে এই নিয়ে ভাবব।’ তবে আগামীকাল চোখ থাকবে টিভিতে লাহোরে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে। বুঝে নিতে চাইবেন প্রতিপক্ষের শক্তি-দুর্বলতাকে।

ফাইনালে ওঠার জন্য বিরাট কোহলিকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন স্টিভেন স্মিথ।

> সেঞ্চুরি পেলে দারুণ হত। কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জয়। বাকি সব গুরুত্ব রাখে না আমার কাছে।
> **বিরাট কোহলি**

নজরে পরিসংখ্যান

১১ ওডিআইয়ে অধিনায়ক হিসেবে টানা ১১টি টস হারলেন রোহিত শর্মা। সামনে শুধু ব্রায়ান লারা (১২টি)। ভারত দল হিসেবে টানা ১৪টি টস হারল। যা শুরু হয়েছে ২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনাল থেকে।

৫ আইসিসি-র ওডিআই ইভেন্টে (বিশ্বকাপ ও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি) পাঁচটি ৫০ প্লাস স্কোর হয়ে গেল স্টিভেন স্মিথের। সর্বাধিক রয়েছে শচীন তেন্ডুলকারের (৬টি)।

১ বরুণ চক্রবর্তী প্রথম স্পিনার যিনি ট্রাভিস হেডকে ওডিআই ইনিংসের প্রথম দশ ওভারের মধ্যে আউট করলেন।

১ এদিন প্রথম ১১ বলে ট্রাভিস হেডের রানসংখ্যা। যা কোনও ওডিআই ইনিংসে প্রথম ১১ বলের নিরিখে সর্বনিম্ন।

১৬০ ওডিআইয়ে বিরাট কোহলির ক্যাচের সংখ্যা। ফিল্ডার হিসেবে যা যুগ্ম সর্বাধিক। শীর্ষে মাহেলা জয়বর্ধনে (২১৮)।

৪ ওডিআইয়ে মার্নাস লাবুশেনকে চারবার আউট করলেন রবীন্দ্র জাদেজা। এই তালিকায় জাদেজা যুগ্মভাবে শীর্ষে উঠে এলেন।

২ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ওপেনার হিসেবে শূন্যতে আউট হলেন কুপার কনোলি। এর আগে এই রেকর্ড ছিল শেন ওয়াটসনের (২০০৯)।

তিন উইকেট নেওয়া মহম্মদ সামির সঙ্গে রসিকতা রোহিত শর্মার।

দিল্লি হাইকোর্টে জামিন সুশীলের

নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ : দিল্লি হাইকোর্ট মঙ্গলবার অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগির সুশীল কুমারের জামিনের আবেদন মঞ্জুর করল। ৫০ হাজার টাকার বেল বন্ড এবং আরও কিছু শর্তসাপেক্ষে জামিনের আদেশ দেয় বিচারপতি সঞ্জীব নারুল্লার বেঞ্চ। ২০২১ সালের ৪ মে হরিয়ানার রোহতকের ছত্রশাল স্টেডিয়ামে প্রাক্তন জাতীয় জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন সাগর ধনখড়কে হত্যা করা হয়। ময়নাতদন্তে উঠে আসে মারপিটের কারণে সেরিব্রাল ড্যামেজের ফলে মৃত্যু হয় সাগরের। অভিযোগ ওঠে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলার জেরেই সাগরকে হত্যা করেছেন সুশীল ও তাঁর বন্ধুরা। ঘটনার পর বেশ কিছুদিন সুশীলের নাগাল পায়নি পুলিশ। তিনি লুকিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা এবং উত্তরাখণ্ডে তল্লাশি চালায় পুলিশ। শেষ পর্যন্ত ঘটনার ১৮ দিন পর দিল্লি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গ্রেপ্তারের পর সুশীলকে ভারতীয় রেলের চাকরি থেকেও বরখাস্ত করা হয়। ২০২১ সালের ২ জুন থেকেই বিচারবিভাগীয় হেপাজতে ছিলেন সুশীল। মাঝে বাবার শেষকৃত্যের জন্য এবং লিগামেন্টের অস্ত্রোপচারের জন্য সুশীল অস্থায়ী জামিন পেয়েছিলেন। সুশীল ২০০৮ বেজিং অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ এবং ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে রুপো জিতেছিলেন।

দিল্লি হাইকোর্ট থেকে বেরোনোর পর স্বস্তিতে অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী সুশীল কুমার।

টি২০ দল থেকে ছাঁটাই রিজওয়ান, নেতৃত্বে আঘা

লাহোর, ৪ মার্চ : ইঙ্গিত ছিল। পাকিস্তান ক্রিকেটে বড়সড়ো পরিবর্তন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির বিপর্যয়ের পর আগামীর ভাবনায় প্রত্যাশিতভাবে তারুণ্যে জোর। ফলস্বরূপ পরবর্তী নিউজিল্যান্ড সফরে টি২০ সিরিজে অধিনায়ক পদ থেকে ছাঁটাই মহম্মদ রিজওয়ান। দায়িত্বে সলমন আলি আঘা।

নেতৃত্ব হাতছাড়া শুধু নয়, টি২০ দলে জায়গা হয়নি রিজওয়ানের। বাবর আজমকে সরিয়ে গত বছর নভেম্বরেই টি২০ দলের অধিনায়ক করা হয় তাঁকে। মাসপাঁচেকের মধ্যেই ছাঁটাই। পরিবর্তে ছন্দে থাকা ব্যাটিং অলরাউন্ডার সলমনের ওপর ভরসা। এর আগে গত বছর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধেও দলকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সলমন।

কুড়ির দলে নেই বাবরও

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি দলে না থাকা শাদাব খানকে ডাকা হয়েছে ১৬ মার্চ শুরু পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের জন্য। সহ অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন শাদাব। চলতি বছরে টি২০ এশিয়া কাপ রয়েছে। ২০২৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপ। সেই লক্ষ্যেই তারুণ্যকে প্রাধান্য। রিজওয়ান, বাবরদের বাইরে রেখে নতুনদের ওপর জোর।

প্রথমবারের জন্য দলে ডাক পেয়েছেন আব্দুল সামাদ, হাসান নওয়াজ, মহম্মদ আলি। চোটের জন্য চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি থেকে ছিটকে যাওয়া ফখর জামান ও সাইম আয়ুবের কথা ফিটনেসের কারণে ভাবা হয়নি নিউজিল্যান্ডের জন্য।

২৯ মার্চ শুরু ওডিআই সিরিজে অবশ্য রিজওয়ানই অধিনায়ক। দলে রয়েছেন বাবরও। ২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপের লক্ষ্যে কিছুটা পরিবর্তন আগামীদিনে দেখা যাবে। তবে অধিনায়ক রিজওয়ানকে গুরুত্ব দেওয়ার ইঙ্গিত। দুইজন নতুন মুখ আকিফ জাভেদ ও মহম্মদ আলি। তবে টি২০ দলে থাকলে ওডিআই সিরিজে জায়গা হয়নি শাহিন শা আফ্রিদির।

অন্তর্বর্তীকালীন কোচ হিসেবে আকিব জাভেদেই ভরসা। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি সহ শেষ কয়েক সিরিজে দল চূড়ান্ত ব্যর্থ হলেও কোচকে বলির পাঁঠা করার চেনা পথে হাঁটেনি পাকিস্তান। ২০২৫ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি পর্যন্ত চুক্তি ছিল আকিবের। তবে স্থায়ী কোচ খুঁজে পাওয়া পর্যন্ত আকিবকে দায়িত্ব চালিয়ে যেতে বলা হয়েছে।

টি২০ স্কোয়াড

সলমন আলি আঘা (অধিনায়ক), শাদাব খান (সহ অধিনায়ক), হাসান নওয়াজ, ওমেইর ইউসুফ, মহম্মদ হ্যারিস, আব্দুল সামাদ, ইরফান নিয়াজি, খুশদিল শা, আব্বাস আফ্রিদি, জাহানদাদ খান, মহম্মদ আলি, শাহিন শা আফ্রিদি, হ্যারিস রউফ, সুফিয়ান মুকিম, আবরার আহমেদ ও উসমান খান।

ওডিআই স্কোয়াড

মহম্মদ রিজওয়ান (অধিনায়ক), সলমন আলি আঘা (সহ অধিনায়ক), বাবর আজম, আব্দুল্লাহ শফিক, আবরার আহমেদ, আকিফ জাভেদ, ফাহিম আশরফ, ইমাম-উল-হক, খুশদিল শা, মহম্মদ আলি, মহম্মদ ওয়াসিম জুনিয়ার, ইরফান নিয়াজি, নাসিম শা, সুফিয়ান মুকিম ও তায়াব তাহির।

জয়ী এপিসি, ক্ষুদিরাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৪ মার্চ : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ কিরণ চন্দ্র ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে মঙ্গলবার এপিসি রায় গভর্নমেন্ট কলেজ ৩২ রানে হারিয়েছে এনবিইউ ইউনিটকে। টসে হেরে এপিসি ১৯ ওভারে ৬ উইকেটে ১৪১ রান করে। কিন্তু পেনাল্টি থেকে পাওয়া ১৪ রান যোগ করে বিপক্ষের টার্গেট দাঁড়ায় ১৫৬। অঞ্জন মজুমদার ৩৩ ও স্বপ্নিল সরকার ২৮ রান করেন। জবাবে এনবিইউ ইউনিট ১৯.৪ ওভারে ১২৩ রানে অল আউট হয়। তাদের সর্বাধিক ২১ রান অনিল রামের। প্রীতম সিংহ ১৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। ভালো বোলিং করেছেন অঞ্জনও (১১/২)।

পরে কামাখ্যাগুড়ির শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ ৮ উইকেটে জিতেছে বীরপাড়া কলেজের বিরুদ্ধে। টসে জিতে বীরপাড়া ১৮.১ ওভারে ১১১ রানে অল আউট হয়। রোহিত জয়সওয়াল ২৮ বলে ৪০ রান করেন। রাজ সাহা ২৫ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে ক্ষুদিরাম ১২.২ ওভারে ২ উইকেটে ১১২ রান তুলে নেয়। সুমন বর্মনের অবদান ৩৭ রান। রোহিত ৪১ রানে ২ উইকেট নেন। বুধবারও দুটো খেলা রয়েছে। খেলবে এপিসি-ক্ষুদিরাম ও আলিপুরদুয়ার কলেজ-শিলিগুড়ির সালেসিয়ান কলেজ।

প্রয়াত মণিকা

বাগডোগরা, ৪ মার্চ : জাতীয় স্তরের মাস্টার্স অ্যাথলিট মণিকা সিংহ মঙ্গলবার শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে প্রয়াত হয়েছেন। চম্পাসারির এই অ্যাথলিটের বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। আন্তর্জাতিক মাস্টার্স অ্যাথলিট সোমা দত্ত বলেছেন, ‘মণিকা আমার সঙ্গে জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। মণিকা দৌড়, শট পাট, জ্যাভলিন থ্রোয়ে জাতীয় এবং রাজ্য স্তরে পদক জিতেছে। বেশকিছু দিন থেকে ও সুগার-কিডনির সমস্যায় ভুগছিল। আমি ওর মৃত্যুতে শোকাহত। পরিবারকে সমবেদনা জানাচ্ছি।’ শিলিগুড়ি ভেটারেন্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকেও তাদের সদস্য মণিকার মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন পুরুলিয়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, পুরুলিয়া - এর একজন বাসিন্দা কমল ভান্ডারী - কে 18.11.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75L 73505 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যক্তিদের নিত্যদিনের জীবনে বিভিন্ন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়। একটি স্বাভাবিক এবং শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য অর্থ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই কারণ ডিয়ার লটারি আমাকে একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করার মাধ্যমে আমার পরিবারের সকল সদস্যদের একটি সুন্দর জীবন উপহার দিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।